Contents

ষাণ্মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৫ম বর্ষ ৭ম-৮ম সংখ্যা
এপ্রিল-মে ২০০২

Contents

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

رب زدنى علما

جلد:٥ عدد: ٧-٨، محرم - ربيع الأول ١٤٢٣هـ/ابريل-مايو ٢٠٠٢م

رئيس التحرير: د. محمد أسد الله الغالب

تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নব নির্মিত বারইখালী আহ্লেহাদীছ জামে মসজিদ, মোড়েলগঞ্জ, উপযেলা বাগেরহাট সদর, যেলা-বাগেরহাট

Mothly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writes of home and abroad, aiming at establishing a pure islamic society in Banladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ	ঃ	৪০০০/-
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	৩৫০০/-
তৃতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	৩০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	ঃ	২০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	ঃ	১২০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	৭০০/-
সাধারণ অর্ধ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	৩৫০/-

● স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার ঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/= (ষান্মাষিক ৮০/=)	= =
এশিয়া মহাদেশ ঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভুটান ঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তান ঃ	৫৪০/=	৪৭০/-
ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশ ঃ	৮৭০/=	৮০০/=

ভি, পি, পি যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে। বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
ড্রাফট বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বর ঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি - ১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHRAEEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৫ম বর্ষঃ	৭ম-৮ম সংখ্যা
মুহাররাম - রবীঃ আউয়াল	১৪২৩ হিঃ
চৈত্র - জ্যৈষ্ঠ	১৪০৮-১৪০৯ বাং
এপ্রিল-মে	২০০২ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮; সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭-৯৪৪৯১১; কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১।

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআন 'নারীর সামাজিক অবস্থান' ০৩
- প্রবন্ধঃ
  - হাদীছ কি ও কেন? (৪র্থ কিস্তি) ১২
    - মুহাম্মাদ হারূন আযীযী নদভী
  - ইসলাম সমর্থিত কয়েকটি স্বভাবজাত অধিকার (২য় কিস্তি) *- মুহাম্মাদ রশীদ* ১৫
  - মৌমাছি ও মধুঃ ইসলাম ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ ১৮
    - ইমামুদ্দীন বিন আবদুল বাছীর
  - 'ঈদে মীলাদুন্নবী' ও 'এপ্রিল ফুল' সমাচার ২১
    - আত-তাহরীক ডেস্ক
- সাময়িক প্রসঙ্গ ঃ ২২
  - নাড়া দিল প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসা বিষয়ক আহ্বান, কিন্তু... *-এসকে, মজীদ মুকুল*
- অর্থনীতির পাতাঃ ২৪
  - বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতি চর্চার প্রসারে প্রতিবন্ধকতা
    -শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
- নবীনদের পাতাঃ ২৮
  - বস্তা পচা সংস্কৃতির কবলে বনী আদম
    - মুহাম্মাদ হাশেম
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ ২৮
  - জামাতা নির্বাচন *- মুহাম্মাদ হাশেম*
- চিকিৎসা জগৎঃ ৩২
  - মোরগ-মুরগীর গামবোরো রোগ
- কবিতা ৩৩
- সোনামণিদের পাতা ৩৪
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৭
- মুসলিম জাহান ৪১
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৩
- জনমত কলাম ৪৪
- সংগঠন সংবাদ ৪৬
- প্রশ্নোত্তর ৫১

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

বিধ্বস্ত ফিলিস্তীন ও আমরা

ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের সহায়তায় ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে তেলআবিবে বিকেল ৪ টায় বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম 'ইস্রাঈল' নামক একটি রাষ্ট্রের ঘোষণা দেওয়া হয় এবং তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমেরিকা ইসরাঈলকে রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৪৯ সালে বৃহৎ শক্তিবর্গ তাকে জাতিসংঘের সদস্য করে নেয়। এরপর থেকে শুরু হয় ইসরাঈলের বৈধ (?) অগ্রযাত্রা ও ফিলিস্তিনী মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করণ প্রক্রিয়া। যা বর্তমানে একটি ক্রান্তিকালে পৌঁছে গেছে। ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর 'বেলফোর চুক্তি' থেকেই মূলতঃ মুসলিম ফিলিস্তীনকে ইহুদী করণের সূচনা হয়। প্রায় শতবর্ষের মাথায় এসে তা এখন পূর্ণতার শিখরে পৌঁছে যেতে বসেছে। ইহুদী-খৃষ্টান চক্র বিগত একশত বছর যাবত আলোচনার নামে কেবল কালক্ষেপণ করেছে। কিন্তু তাদের লক্ষ্যে তারা অবিচল থেকেছে। নরমে হৌক গরমে হৌক বা প্রতারণার মাধ্যমে হৌক তারা তাদের লক্ষ্য হাছিলে অনড় রয়েছে। তবুও পরের মাটিতে জবরদখল বসিয়ে তারা কখনোই শান্তিতে ছিল না, আজও নেই। তাদের ভাগ্যে রয়েছে আল্লাহ্র চিরস্থায়ী গযব। সূরায়ে ফাতিহায় ইহুদীদেরকে 'মাগযূব' বা অভিশপ্ত ও খৃষ্টানদেরকে 'যা-ল্লীন' বা পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ যেন মুসলমানদেরকে তাদের পথে পরিচালিত না করেন, সেজন্য প্রতি রাক'আত ছালাতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করা হয়। ইহুদী-নাছারাগণ ইসলামের স্থায়ী দুশমন। তাদেরকে ও কাফিরদেরকে বৈষয়িক স্বার্থ ব্যতীত আন্তরিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন *(মায়েদা ৫১, আলে-ইমরান ২৮)*। মুসলমানেরা ইসলাম ত্যাগ করে তাদের দলভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা কখনোই মুসলমানদের উপরে সন্তুষ্ট হবে না *(বাক্বারাহ ১২০)*।

মিথ্যা ও প্রতারণা তাদের মজ্জাগত। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সাথে তাদের প্রতারণা ছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ। যার জন্য আল্লাহ্র হুকুমে তিনি তাদেরকে মদীনা থেকে উৎখাত করেন। কুরআনে এটাকে 'আউয়ালুল হাশর' বা প্রথম উৎখাত বলা হয়েছে। অতঃপর তাদের শেষ হাশর হবে ক্বিয়ামতের দিন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইহুদীরা বিশ্বের কোথাও শান্তির সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবে না। আজও তারা খৃষ্টান নেতাদের সহায়তায় মুসলিম বিশ্বের সাথে প্রতারণা করেই চলেছে। কখনো মিত্রবাহিনী সেজে, কখনো জাতিপুঞ্জ, কখনো জাতিসংঘের সাইনবোর্ড নিয়ে, কখনো গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নামে তারা বিভিন্ন মুখোশে বিশ্বব্যাপী শোষণ-নিপীড়ন ও সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে তারা উসামা বিন লাদেনকে খোঁজার নামে আস্ত একটি স্বাধীন দেশ আফগানিস্তানকে নাস্তানাবুদ করল। হাযার হাযার আফগান মুসলমান নরনারী ও শিশু নিহত হ'ল। বিধ্বস্ত হ'ল সেদেশের গৌরবমণ্ডিত স্থাপনা সমূহ। এমনকি সেখানে কয়েকদিন পূর্বে যে ভূমিকম্প হয়ে গেল, সেটাও অবিশ্রান্ত মার্কিন বোমা হামলার ফলশ্রুতি বলে অনেক বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেছেন। ওসামা বা মোল্লা ওমরের কোন খবর নেই। অথচ আফগানিস্তানের নিরীহ জনগণকে তারা শেষ করল। বিতাড়িত করল একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারকে ও উদ্বাস্তু বানালো সেদেশের স্থায়ী অধিবাসী জনগণকে। যারা এখন পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে।

বর্তমানে ফিলিস্তীনে তারা যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে আধুনিক বিশ্বে তার তুলনা কেবল তারাই। জেনিন শহরটিকে নিশ্চিহ্ন করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, নিহত লাশগুলিকে বুলডোজারের নীচে পিষে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতেও তাদের বিবেকে ধাক্কা লাগেনি। কিন্তু গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের এই ধ্বজাধারীরা সেগুলি বেমালুম চেপে যাচ্ছে। বিধ্বস্ত জেনিন উদ্বাস্তু শিবির ঘুরে এসে জাতিসংঘ প্রতিনিধি রয়েড লারসেন ১৯শে এপ্রিল তারিখে বললেন, 'সেখানে ইসরাঈলী সৈন্যদের বর্বরতা অচিন্তনীয়'। অথচ মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী কলিন পাওয়েল মধ্যপ্রাচ্য শান্তিমিশনে সপ্তাহব্যাপী বিলাসভ্রমণ শেষে ২৫শে এপ্রিল সেদেশের সিনেটে রিপোর্ট দিলেন, 'জেনিনে ইসরাঈলী গণহত্যার কোন প্রমাণ মেলেনি'। দুঃখ হয় মুসলিম দেশগুলির নেতাদের জন্য। এতকিছুর পরেও তারা দ্বিচারিণী বুশ প্রশাসনকেই ফিলিস্তীনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার জন্য কাতর আহ্বান জানাচ্ছেন। অথচ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি যদি একযোগে মাত্র একমাস আমেরিকা ও তার সহযোগী দেশগুলিতে তৈল রফতানী বন্ধ রাখে, তাহ'লে এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের যুদ্ধের চাকা বন্ধ হ'তে বাধ্য। নির্যাতিত ইরাক যদি একমাস তৈল রফতানী বন্ধের ঘোষণা দিতে পারে, তাহ'লে সঊদী আরব, কুয়েত, ইরান ও অন্যান্য দেশগুলি কেন পারে না?

অতএব আমরা মনে করি যে, মুসলিম বিশ্বকে নিজেদের শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে হবে এবং তাদেরকে আল্লাহ পাক তৈল ও গ্যাস সহ যেসব অমূল্য সম্পদ দান করেছেন, সেগুলির পরিকল্পিত ব্যবহারে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখতে হবে। জনৈক মার্কিন বিশেষজ্ঞের মতে 'আমেরিকার সম্পদ ফুরিয়ে আসছে। বর্তমান শতাব্দীতেই তাদের চূড়ান্ত ধস প্রত্যক্ষ করা যাবে'। বরং এটাই বাস্তব যে, ফিলিস্তীন সহ বিভিন্ন দেশে আমেরিকার দ্বৈতনীতি তার নৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করে দিয়েছে। এখন তার অর্থনৈতিক ভিত্তি ধ্বংস হওয়ার অপেক্ষা মাত্র। আর সেটা খুব সহজেই সম্ভব মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির তৈলাস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে এবং অন্যান্য মুসলিম দেশের স্ব স্ব সম্পদ সমূহকে মার্কিন ও তার দোসরদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করার মাধ্যমে। সর্বোপরি প্রয়োজন মুসলিম সরকারগুলিকে মার্কিন তোষণনীতি পরিহার করে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত স্থায়ী ও স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির অনুসরণ করা। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য সাধ্যমত শক্তি সঞ্চয় কর পালিত ঘোড়া ইত্যাদির মাধ্যমে। যার দ্বারা তোমরা ভীত করবে আল্লাহ্র শত্রুদের ও তোমাদের শত্রুদের এবং তারা ব্যতীত অন্যদের, যাদেরকে তোমরা জানোনা। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে জানেন। জেনে রেখ, তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় যা কিছু ব্যয় কর, সবটাই তোমরা পূর্ণভাবে ফেরৎ পাবে এবং তোমাদের উপরে এতটুকুও যুলুম করা হবে না' *(আনফাল ৬০)*। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! (স.স.)।

নারীর সামাজিক অবস্থান

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّ بِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ،

অনুবাদঃ পুরুষেরা নারীদের উপরে কর্তৃত্বশীল। এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যকে বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা তাদের জন্য স্বীয় সম্পদ থেকে ব্যয় করে থাকে' *(নিসা ৩৪)*।

শানে নুযূলঃ

মদীনার আনছারদের মধ্যকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফক্বীহ বদরী ছাহাবী সা'দ বিন রবী' আল-খাযরাজী (রাঃ)-এর দু'জন স্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যেকার অন্যতমা স্ত্রী হাবীবাহ বিনতে যায়েদ বিন খারেজাহ স্বামীর নাফরমানী করে। এতে ক্ষুব্ধ হ'য়ে তিনি স্ত্রীকে একটা চড় মারেন। তখন স্ত্রীর পিতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে এবিষয়ে নালিশ করেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তার স্বামী থেকে এর বদলা নেওয়া উচিত'। অতঃপর মহিলা যখন তার বাপকে নিয়ে তার স্বামীর নিকটে বদলা নেওয়ার জন্য যাচ্ছেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে ডাক দিয়ে বললেন, তোমরা ফিরে এসো! অতঃপর অত্র আয়াত নাযিল হ'ল। আয়াত নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَرَدْتُ شَيْئًا وَ مَا أَرَادَ اللهُ خَيْرٌ 'আমি একরূপ চিন্তা করেছিলাম। তবে আল্লাহ যেটা মনে করেন সেটাই উত্তম'। একথা বলে তিনি পূর্বের হুকুম বাতিল করে দেন'।[১] (২) হাসান বাছারী প্রমুখাৎ অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে এসে নালিশ করল এই মর্মে যে, আমার স্বামী আমার মুখে চড় মেরেছে'। তখন রাসূল (ছাঃ) বল্লেন بَيْنَكُمَا الْقِصَاصُ তোমাদের মধ্যকার ফায়ছালা হ'ল 'ক্বিছাছ' বা চড়ের বদলে চড় অর্থাৎ সমান বদলা নেওয়া। তখনই আয়াত নাযিল হ'লঃ فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَ لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُّقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَ قُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا 'আল্লাহ সর্বোচ্চ। তিনিই সত্যিকারের বাদশাহ। অতএব আপনার প্রতি 'অহি'-র বিধান সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আপনি কুরআনের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। আপনি বলুনঃ হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর' *(ত্বা-হা ১১৪)*। এ আয়াত নাযিলের পর থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'রায়' প্রদান বন্ধ করলেন। অতঃপর দরসে উল্লেখিত সূরা নিসার আলোচ্য ৩৪ আয়াতটি (মূলনীতি আকারে) নাযিল হ'ল যে, 'পুরুষেরা নারীদের উপরে কর্তৃত্বশীল'। এ আয়াত শোনার পর ঐ মহিলা স্বামীর উপরে বদলা গ্রহণ ছাড়াই ফিরে গেলেন'।[২]

উল্লেখ্য যে, দুষ্টমতি স্ত্রীদের আদব শিখানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে নিজ ঘরে বিছানা পৃথক করার অথবা প্রহারের জন্য স্বামীদের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু মুখে মারতে নিষেধ করেছেন'।*

আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

উপরোক্ত আয়াতে মানব সমাজে পুরুষ ও নারীর পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান বিধৃত হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, فَائِدَةُ تَفْضِيْلِهِمْ عَائِدَةٌ إِلَيْهِنَّ নারীর উপরে পুরুষকে কর্তৃত্বশীল করার উপকারিতা ও কল্যাণ নারীর উপরেই ফিরে আসে। তিনি কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, জ্ঞানে ও ব্যবস্থাপনা কৌশলে উন্নত হওয়ার কারণে আল্লাহ পুরুষকে নারীর উপরে কর্তৃত্ব দান করেছেন। কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, দৈহিক শক্তি, মানসিক শক্তি ও চরিত্রগত কঠোরতা অধিক হওয়ার কারণে আল্লাহ পুরুষকে এই দায়িত্ব প্রদান করেছেন। নারীদের শারীরিক দুর্বলতা, মানসিক অস্থিরতা ও চারিত্রিক কোমলতার স্বভাবগত কারণে তাদের উপরে পরিবার ও সমাজ পরিচালনার গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি।

উপরোক্ত আয়াতে কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। যেমনঃ নারীর উপরে পুরুষকে কর্তৃত্বশীল করার প্রধান কারণ হিসাবে ২টি বিষয়কে নির্দেশ করা হয়েছেঃ (১) স্বভাবগত (২) বিষয়গত। নারীর সৃষ্টিগত স্বভাব ও প্রকৃতি পুরুষের বিপরীত, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। দু'টি ছোট্ট মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশুর স্বভাবজাত আচরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই এ পার্থক্য বুঝা যায়। নারীকে আল্লাহ পাক নম্র হৃদয়, কোমল মতি, সরল ও লাজুক প্রকৃতি দান করেই সৃষ্টি করেছেন। সর্বোপরি তাকে পরপুরুষের জন্য আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করা হয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ 'নারী হ'ল গোপনীয় জীব। যখন সে বের হয়, শয়তান তার দিকে উঁকি মারতে থাকে'।[৩]

---

১. *তাফসীর কুরতুবী ৫/১৬৮*।

২. *ইবনু কাছীর বলেন যে, উপরের সকল বর্ণনাই ইবনু জারীর সংকলন করেছেন। তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৫০৩।*

* *আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩২৫৯, ৩২৬১ 'স্ত্রীদের সঙ্গে ব্যবহার ও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার' অনুচ্ছেদ।*

৩. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১০৯, সনদ ছহীহ 'বিবাহ' অধ্যায়।*

নারী ও পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ ও কাঠামোগত বৈষম্য হ'ল আল্লাহ্র স্থায়ী সৃষ্টি কৌশল। এই স্বাভাবিক সৃষ্টি বিধানের ব্যতিক্রম করলে পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃংখলা ও অশান্তি অবশ্যম্ভাবী। তাই নারী-পুরুষের এই স্বভাবগত পার্থক্য বজায় রেখে ও স্ব স্ব স্থানে থেকে উভয়কে সাধ্যমত ইহকালীন ও পরকালীন পাথেয় সঞ্চয়ের জন্য ইসলাম বিশ্ব মানবতার প্রতি স্থায়ী হেদায়াত প্রদান করেছে। গাড়ীর দু'টি চাকাকে দু'পাশেথেকেই চলতে হবে। একপাশে আসলেই গাড়ী ভেঙ্গে পড়বে ও অচল হয়ে যাবে। নেগেটিভ-পজেটিভ দু'টি ক্যাবল লাল ও কালো কভার দিয়ে মোড়া থাকে। ঐ কভার বা পর্দা কোন স্থানে সামান্যতম ছিদ্র হ'লেও পরস্পরের বিদ্যুৎ মিশ্রনে শর্ট-সার্কিট হ'তে বাধ্য। এমনকি ট্রান্সমিটার জ্বলে যাওয়াও বিচিত্র নয়। অনুরূপভাবে নারী-পুরুষের পারস্পরিক পর্দা ছিন্ন হ'লে তাদের পারস্পরিক মর্যাদাবোধ বিনষ্ট হ'তে বাধ্য। আর এই পারস্পরিক মর্যাদাবোধ বিনষ্ট হ'লেই পারিবারিক ও সামাজিক শৃংখলার স্তম্ভ ধসে পড়বে নিঃসন্দেহে। আর তখনই সূচনা হবে সমাজ ও সভ্যতার বিধ্বস্তির। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ 'যখন তুমি নির্লজ্জ হবে, তখন তুমি যা খুশী তাই-ই কর'।[৪] ঐ সময় মানবতা পরাজিত হবে ও পশুত্ব বিজয়ী হবে। পরিণামে সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা বিঘ্নিত ও বিধ্বস্ত হবে। যেমন বিধ্বস্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়েছে বিগত দিনে গ্রীক, রোমক, পারসিক, মিসরীয়, ব্যবিলনীয় প্রভৃতি জগদ্বরেণ্য সভ্যতাসমূহ। বলা যেতে পারে, আজকের দিনে কথিত প্রগতিবাদী বিশ্বসমাজ ক্রমেই সেদিকে ধাবিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি উপরোক্ত আয়াতে মূলনীতি আকারে এসেছে, সেটি হ'লঃ নারীদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের উপরে ন্যস্ত। এর ফলে নারীকে অর্থোপার্জনের কঠিন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। সন্তান ধারণ ও লালন-পালনের অপরিহার্য গুরু দায়িত্বের সাথে সংসার নির্বাহের ও পরিবার পোষণের কঠিন দায়িত্ব পালন করতে গেলে নারীর পক্ষে কোন দায়িত্বই সঠিকভাবে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হ'তে পারে না। এর ফলে সংসার ও সন্তান পালন দু'টিই ত্রুটিপূর্ণ হবে।

পাশ্চাত্য বিশ্বে কর্মজীবী মায়েরা কর্মস্থলে থাকার কারণে বাচ্চাদেরকে চাইল্ড হোম (Child home) বা শিশুসদনে রেখে যেতে বাধ্য হন। ফলে মা থাকতেও বাচ্চারা মায়ের স্নেহপরশ থেকে বঞ্চিত হয়। সম্ভবতঃ একারণেই ঐসব দেশের বয়স্ক লোকেরা অধিক সংখ্যায় বস্তুবাদী ও পশ্বাচরণে অভ্যস্ত। নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা, যেনা-ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতি, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ইত্যাকার নৈতিক অপরাধ সেদেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তিদের দ্বারা অবলীলাক্রমে সংঘটিত হ'তে দেখা যায়। তথাকথিত সাম্যের দোহাই পেড়ে এরা মা-বোনদের ঘরের বাইরে এনে পুরুষালি কাজের শরীক বানিয়ে নিজেদের গৃহগুলিকে নিজেদের হাতেই শূন্য করে ফেলেছে। এরা স্ত্রীর মমত্ব বুলানো বা মায়ের স্নেহমাখানো রান্না থেকে বঞ্চিত হয়ে হোটেলের পচা-বাসি খাবার খেয়ে নানা রোগ-ব্যাধিতে ভুগছে। মায়ের মায়া বঞ্চিত সন্তান, বোনের ভালোবাসা বঞ্চিত ভাই, স্ত্রী ও সন্তানের শ্রদ্ধা বঞ্চিত স্বামী ও পিতা স্ব স্ব মরু হৃদয়ের ব্যথা ও গভীর মনোবেদনা ভোলার জন্য মদ ও পরনারীতে ডুবে যাচ্ছে। ব্যাপকভাবে তারা এখন দৈহিক ও মানসিক রোগীতে পরিণত হচ্ছে।

সম্প্রতি জাতিসংঘের এক রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে যে, বর্তমান বিশ্বের শতকরা ৬৭ ভাগ মানুষ কোন না কোনভাবে মানসিক প্রতিবন্ধী। আর এরা যে অধিকাংশ বস্তুবাদী বিশ্বের মানুষ তা বলাই বাহুল্য। অনুরূপভাবে ঐসব দেশের প্রায় সকল নরনারী যৌনরোগী। বাইরে ফিটফাট পোষাক পরা ঐসব দেশের লোকদের যৌনশক্তি ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে শ্বেতাঙ্গ মেয়েরা এখন কৃষ্ণাঙ্গ যুবকদের দিকে ঝুঁকছে। অচিরেই তারা তাদের হাতে গড়া বানোয়াট সভ্যতার চূড়ান্ত ধস দেখতে পাবে। যা ভূমিকম্প সদৃশ ব্যাপকতা নিয়ে তাদেরকে গ্রাস করবে। গত বছর আমেরিকার টুইন টাওয়ারের বিধ্বস্তির পরে পাশ্চাত্য বিশ্বে এখন নিজেদের ধ্বংসভীতি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করছে। ইসলামের প্রতি তাদের আগ্রহ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বাধিক শিল্পসমৃদ্ধ এশীয় দেশ জাপানে অক্ষম বৃদ্ধ বাপ-মাকে জঞ্জালের ন্যায় সংসার থেকে বের করে 'বৃদ্ধ নিবাসে' (Old home) পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও এর অনুকরণ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশেও 'প্রবীণ হিতৈষী সংঘ' নামীয় সংগঠনের লোকেরা এই পথে চলতে শুরু করেছে। কারণ পারিবারিক জীবনে যারা অসুখী ও অসহায়, বৃদ্ধ বয়সে তাদেরকে স্নেহ-মমতা ও সহযোগিতা দেওয়ার কেউ থাকে না। যদিও এদের পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন, নাতি-পুতি কেউ না কেউ নিশ্চয়ই আছে। নেই কেবল পারস্পরিক মমত্ববোধ। আর এই মূল বিষয়টি না থাকার কারণে সব থাকতেও তারা আজ সর্বহারা।

ইসলাম পারিবারিক শান্তি ও সামাজিক স্থিতির আবশ্যিক পূর্বশর্ত হিসাবে পারস্পরিক মহব্বত ও মানবিক মমত্ববোধের এই মূল বিষয়টিকেই সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং বলে দিয়েছে وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِيْ كِتَابِ اللهِ، إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ 'গর্ভ সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ আল্লাহ্র বিধানমতে পরস্পরের অধিকতর হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয় অবগত' *(আনফাল ৭৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّ نِسَاءً وَ اتَّقُوْا

৪. বুখারী, মিশকাত হা/৫০৭২, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, ১৯ অনুচ্ছেদ।

اللَّهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَ الْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا 'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একাট মাত্র ব্যক্তিসত্তা হ'তে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি সেই (পুরুষ) সত্তা হ'তে তার জোড়া (স্ত্রী) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের দু'জন থেকে বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন অগণিত পুরুষ ও নারীর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকটে যাঞ্চা করে থাক এবং গর্ভ সম্পর্কীয় আত্মীয়তা সম্পর্কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের বিষয়ে অধিক পর্যবেক্ষণকারী' *(নিসা ১)*। এই আয়াতটি বিবাহের খুৎবায় পাঠ করা সুন্নাত। নবদম্পতিকে উপদেশ দেওয়াই যে এর মূল উদ্দেশ্য, তা বলাই বাহুল্য। আয়াতের সারমর্ম এই যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক তা স্বামীর দিক দিয়ে হৌক বা স্ত্রীর দিক দিয়ে হৌক, পিতার দিক দিয়ে হৌক বা মায়ের দিক দিয়ে হৌক, তাদের পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে এবং তা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে।

পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَ قَضَى رَبُّكَ أَنْ لاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ وَّ لاَ تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا - وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا- 'তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারু এবাদত করবে না এবং তোমাদের পিতা-মাতার সাথে তোমরা সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কোন একজন অথবা উভয়ে যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তাঁদেরকে 'উহ্' শব্দটিও বলো না ও তাঁদেরকে ধমক দিয়ো না। বরং তাঁদের সাথে দয়ার্দ্রচিত্তে কথা বল'। 'তাঁদের জন্য তোমার দয়াপূর্ণ অনুগ্রহের হাত দু'টি বিনীত করে দাও এবং প্রার্থনা কর এই বলেঃ প্রভু হে! তুমি তাঁদের প্রতি দয়া কর, যেমন তাঁরা আমাকে ছোট অবস্থায় প্রতিপালন করেছিলেন' *(ইসরা ২৩-২৪)*। এ আয়াতের মাধ্যমে যৌবনোদ্দীপ্ত শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ সন্তানকে তার শৈশবকালের অসহায় অবস্থার কথা যেমন স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, তেমনি তাকেও যে একসময় তার বৃদ্ধ পিতা-মাতার ন্যায় অসহায় অবস্থায় পতিত হ'তে হবে, সেকথাও মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু উপদেশ দিয়েই ইসলাম ক্ষান্ত হয়নি। বরং পিতা-মাতার সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারার ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট বিধি-বিধান দান করেছে' *(নিসা ১১-১২)*। যাতে সন্তান দুনিয়াবী স্বার্থে হ'লেও পিতা-মাতার সেবা করতে বাধ্য হয়। বরং পিতার চাইতে মায়ের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য তিনগুণ বেশী তাকীদ দেওয়া হয়েছে।[৫] সমাজ ও রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সন্তান ও পিতা-মাতার পারস্পরিক অধিকার যথাযথভাবে রক্ষা করার জন্য। বলা হয়েছে, فَالْإِمَامُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَ هُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 'জনগণের শাসক তার প্রজা সাধারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[৬] বলা হয়েছে إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَنِ 'ন্যায়বিচারী শাসকগণ আল্লাহ্র নিকটে তাঁর ডান পার্শ্বে রক্ষিত নূরের মিম্বরসমূহে উপবেশন করবেন...'।[৭] যদি কোন শাসক এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করেন, তবে তাদের শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ إِسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ، وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِّنْ أَمِيْرِ عَامَّةٍ 'ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য তার পৃষ্ঠদেশে তার বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাণ অনুযায়ী একটি করে ঝাণ্ডা উড্ডীন করা হবে। আর ঐদিন সবচেয়ে বড় ঝাণ্ডা উড্ডীন করা হবে দেশের জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতক শাসকের'।[৮] অতএব নারী ও পুরুষের পারস্পরিক মানবাধিকার অক্ষুণ্ন রাখাই সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধানতম কর্তব্য।

সামঞ্জস্যশীল পরিবারঃ

নৈতিক অনুশাসন, সামাজিক নিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলাম নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অধিকার নিশ্চিত করেছে এবং এর মাধ্যমে একটি সামঞ্জস্যশীল পরিবারের রূপরেখা প্রদান করেছে। যার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা, রয়েছে বৈষয়িক উন্নতির গ্যারান্টি। কেননা পারিবারিক শান্তি ও সামাজিক স্থিতিশীলতা ব্যতীত বৈষয়িক উন্নতি সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি পারিবারিক জীবনে অসুখী, সামাজিক জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। এইসব অসুখী মানুষেরা যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়, তখন রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাজের ক্ষতি সাধিত হয়। অহেতুক জীবন ও সম্পদ হানি হয়, যা পুরণ হওয়া সম্ভব নয়।

বৈষম্যের মাঝে ঐক্যঃ

নারী ও পুরুষের সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত বৈষম্যের কারণে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পৃথক করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটাও জানা আবশ্যক

৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯১১ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'সদ্ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা' অনুচ্ছেদ।।*
৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়।*
৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৯০।*
৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭২৭।*

যে, নারী ও পুরুষ একই সত্তা ও একই উপাদানে সৃষ্ট এবং উভয়ের পারলৌকিক লক্ষ্য একই। নিম্নের আলোচনাটি হৃদয়ঙ্গম করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। যেমন-

(১) আল্লাহ বলেন, হে মানব সমাজ! তোমরা ভয় কর তোমাদের প্রতিপালকের, যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তিসত্তা হ'তে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেই (পুরুষ) সত্তা থেকে তার জোড়া (স্ত্রী) সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর উভয়ের মাধ্যমে বহু পুরুষ ও নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন' *(নিসা ১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ– 'আমরা মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামো দিয়ে সৃষ্টি করেছি... *(ত্বীন ৪)*।

উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে একই পুরুষ সত্তা (আদম) থেকে নারী ও পুরুষ তথা মানবজাতিকে সর্বোত্তম দৈহিক ও মানসিক অবয়ব দিয়ে সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে।

(২) আল্লাহ বলেন, وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللَّهَ وَ رَسُوْلَهُ، أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ– 'ঈমানদার পুরুষ ও নারী একে অপরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের নির্দেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, ছালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়ে চলে, এদের উপরেই আল্লাহ অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও সুকৌশলী' *(তাওবা ৭১)*। বুঝা গেল যে, উক্ত পাঁচটি বিষয়ে নারী ও পুরুষ সমান।

(৩) আল্লাহ বলেন, فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّيْ لاَ أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ 'তখন তাদের প্রতিপালক তাদের প্রার্থনা কবুল করেন এই বলে যে, পুরুষ হৌক বা নারী হৌক, আমি তোমাদের কোন আমলকারীর আমল বিনষ্ট করি না। তোমরা একে অপরের সাথে সম্পর্কিত' অর্থাৎ তোমরা পরস্পরে সমান *(আলে ইমরান ১৯৫)*।

(৪) তিনি আরো বলেন, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَ هُمْ لاَ يُظْلَمُوْنَ 'যে ব্যক্তি একটি নেকীর কাজ করবে, সে ব্যক্তি তার দশগুণ বেশী প্রতিদান পাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি মন্দ কাজ করবে, সে ব্যক্তি তার সমান বদলা পাবে। তাদের প্রতি কোনরূপ যুলুম করা হবে না' *(আন'আম ১৬০)*। অর্থাৎ নেকীর ছওয়াব ও মন্দের প্রতিফলে নারী ও পুরুষ উভয়ে সমান।

(৫) অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ 'যে ব্যক্তি এক অণু পরিমাণ নেকীর কাজ করবে, সেটা সে দেখতে পাবে এবং যে ব্যক্তি এক অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সেটাও সে দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৭-৮)*।

(৬) আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَّ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ، 'ঈমানের সাথে যে পুরুষ বা নারী নেক আমল করবে, আমরা তাকে পবিত্রতাময় জীবন দান করব এবং তাদের সৎ কর্মের সুন্দরতম পারিতৌষিক দান করব' *(নাহল ৯৭)*।

উপরোক্ত সকল আয়াতে নারী ও পুরুষকে সমান করে দেখা হয়েছে। এছাড়াও আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে মানবজাতিকে 'বনূ আদম' বা আদম সন্তান বলে সম্বোধন ও আখ্যায়িত করেছেন। সকলেই আমরা একই আদমের পরিবার। একই পিতার বংশজাত হিসাবে সকলের অধিকার সমান। সে অধিকার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সব ধরনের হ'তে পারে। এই অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার জন্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দায়িত্ব রয়েছে। নারী ও পুরুষ পরস্পরে পর্দা রক্ষা করে আল্লাহ প্রদত্ত স্ব স্ব প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারেন নির্দ্বিধায়। এতে কোন বাধা নেই। পার্থক্য হবে, কেবলমাত্র তাক্বওয়া বা আল্লাহভীরুতার ক্ষেত্রে। যেমন -

(১) আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ أُنْثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ 'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পারো। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকটে সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু' *(হুজুরাত ১৩)*।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلاَ لأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ وَ لاَ لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى، 'হে মানব সমাজ! আরবের উপরে অনারবের, অনারবের উপরে আরবের,

লালের উপরে কালোর, কালোর উপরে লালের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কেবল তাক্বওয়া ব্যতীত'।[৯]

অত্র আয়াত ও হাদীছে নারী ও পুরুষের মানবিক সাম্য বিঘোষিত হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, কেবলমাত্র তাক্বওয়ার ভিত্তিতে পারস্পরিক তারতম্য হ'তে পারে। বরং তাক্বওয়ার কারণে নারী পুরুষের চাইতে অধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হ'তে পারে। মানব রচিত বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী নারী অপয়া নয়, পাপের উৎস নয় বা অভিশপ্ত নয়। বরং তাক্বওয়ার বলে সে হ'তে পারে দুনিয়ার সেরা। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَ خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ 'দুনিয়া একটি সম্পদ। আর দুনিয়ার সেরা সম্পদ হ'ল নেককার স্ত্রী'।[১০]

বিভিন্ন মতাদর্শে নারীঃ

হিন্দু ধর্মে নারী জন্মগতভাবেই একটি পাপিষ্ঠ সত্তা। ভগবত গীতার বক্তব্য অনুযায়ী 'শুধুমাত্র পাপপূর্ণ আত্মাই নারী, বৈশ্য ও শূদ্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করে'। বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে অমঙ্গলের প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়। চীনাদের নিকটে নারী হ'ল 'দুঃখের প্রস্রবণ'। নারীর চাইতে নিকৃষ্ট প্রাণী তাদের নিকটে আর কিছু নেই। ইহুদী ধর্মে নারী একটি অভিশপ্ত জীব। পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে তার কোন অধিকার নেই। মানবীয় মর্যাদা তো নাই-ই। খৃষ্ট ধর্মে নারীর স্থান আরও নিম্নে। তাদের মতে নারী 'সকল অন্যায় ও অশান্তির মূল'। এমনকি তাদের নাকি কোন আত্মাই নেই। গ্রীক সভ্যতার অন্যতম রূপকার সক্রেটিসের মতে নারী হ'ল সকল ভাঙন ও বিশৃংখলার উৎস। রোমক সভ্যতায় নারী ছিল ক্রীতদাসীর ন্যায়। তার কোনরূপ অধিকার স্বীকৃত ছিল না। ইউরোপীয় সভ্যতায় নারীকে শয়তানের অঙ্গ (Organ of Devil), বিষাক্ত বোলতা (Poisonous wasp), দংশনের জন্য সদা প্রস্তুত বৃশ্চিক (A Scorpion ever ready to sting) ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। আজও সেখানে বিবাহের জন্য গীর্জায় এসে শপথ গ্রহণের সময় একথা বলতে হয় যে, স্বামীর আজীবন গোলামী করব। তার ইচ্ছার বাইরে কোন কাজ করব না' এমনকি তার নিজস্ব সম্পত্তি সবই তার স্বামীর হবে'। জাহেলী আরবে নারীদের কোন মর্যাদা ছিল না। যুদ্ধ, মদ ও নারীই ছিল জাহেলী আরবদের প্রধান উপজীব্য।

ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, وَاللهِ إِنْ كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَ قَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ، 'আল্লাহ্‌র কসম! আমরা জাহেলী যুগে নারীদেরকে হিসাবেই গণ্য করতাম না। অতঃপর আল্লাহ তাদের জন্য যা নাযিল করার তা নাযিল করেন এবং যা (মীরাছ) বন্টন করার তা বন্টন করেন।[১১]

ওমর (রাঃ)-এর এই বক্তব্য শুধু জাহেলী আরবের অভিজ্ঞতার আলোকে নয়। বরং প্রাক ইসলামী যুগের বিশ্ব সভ্যতার আলোকে বললে অত্যুক্তি হবে না। আজকের প্রগতির যুগে অনৈসলামী বিশ্বে নারীর দুর্দশা তা থেকে তেমন কিছু ব্যতিক্রম নয়। তাদের অনুসরণে মুসলিম বিশ্ব ক্রমে অধঃপতনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

উপরের আলোচনায় একথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, ইসলাম আসার পূর্বে সারা দুনিয়ায় নারীর মর্যাদা বলতে কিছুই ছিল না। ক্ষমতায়ন তো দূরের কথা, তাদেরকে সাধারণ পশু-পক্ষীর চাইতে অধিকারহীন মনে করা হ'ত এবং এটাই ছিল জগতের সর্বত্র কমবেশী বিরাজিত আক্বীদা-বিশ্বাস ও সামাজিক প্রথা। ইসলামী সমাজ ব্যতীত অন্যান্য সমাজে আজও ঐসব বিশ্বাস ও প্রথা কমবেশী চালু রয়েছে।

আমরা মনে করি, বিভিন্ন ধর্ম ও মতাদর্শে বর্ণিত উপরোক্ত মন্তব্য সমূহ বিভিন্ন তিক্ত অভিজ্ঞতার ফল হিসাবে উল্লেখিত হয়ে থাকতে পারে। এই অভিজ্ঞতা শুধু নারী থেকেই নয়, পুরুষ থেকেও হ'তে পারে। নারী হৌক বা পুরুষ হৌক, তাদের সুনির্দিষ্ট চলার পথ হ'তে বিচ্যুত হ'লেই সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হ'তে বাধ্য। ইসলাম নারী ও পুরুষকে একই ব্যক্তি সত্তা হ'তে সর্বোত্তম অবয়বে সৃষ্ট বলে ঘোষণা করেছে এবং উভয়কে স্ব স্ব পর্দা রক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনার আহ্বান জানিয়েছে।

নারী ও পুরুষ পরস্পরের পরিপূরকঃ

আল্লাহ বলেন, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ، 'তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক' *(বাক্বারাহ ১৮৭)*। অর্থাৎ পোষাক যেমন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার নয়, নারী ও পুরুষ তেমনি একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার নয়। বরং একে অপরের পরিপূরক হিসাবে তারা সংসারে বসবাস করবে। অন্য অর্থে পোষাক যেরূপ দেহের লজ্জা ঢাকে, নারী ও পুরুষ তেমনি পরস্পরের লজ্জা ঢাকে। নারী তার স্বভাব ও শক্তি-ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যশীল যেকোন নেকীর কাজে পুরুষের সহযোগী হ'তে পারে। নিম্নের উদাহরণগুলি এক্ষেত্রে বিবেচনার দাবী রাখে। যেমন-

(১) **শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীঃ** (ক) আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যকার জ্ঞানী ব্যক্তিগণ' *(ফাত্বির ২৮)*। এখানে নারী-পুরুষ কোন ভেদাভেদ করা হয়নি। (খ) মা আয়েশা (রাঃ) ছিলেন উম্মতের সেরা ফক্বীহ মহিলা। তিনি

৯. *আহমাদ ৫/৪১১।*
১০. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৩ 'বিবাহ' অধ্যায়।*
১১. *মুসলিম 'তালাক' অধ্যায় হা/৩১।*

২২১০টি হাদীছের হাফেযাহ ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ছাহাবীগণ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ফারায়েয ও চিকিৎসা বিষয়ে তাঁর শরণাপন্ন হ'তেন।[১২] আবু মূসা আশ'আরী বলেন, আমরা রাসূলের ছাহাবীগণের উপরে কোন হাদীছের ব্যাখ্যা কষ্টকর মনে হ'লে আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে তার ইলমী সমাধান নিয়ে আসতাম'। মূসা ইবনে ত্বালহা বলেন যে, 'আয়েশা (রাঃ)-এর চাইতে শুদ্ধভাষী আমি কাউকে দেখিনি'।[১৩] (গ) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন যে, জনৈকা মহিলা একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, হে রাসূল! পুরুষেরা আমাদের উপরে জয়লাভ করে যাচ্ছে (অর্থাৎ আপনার হাদীছ সব পুরুষেরা শিখে নিচ্ছে)। আপনি আমাদেরকে শিক্ষাদানের জন্য একটা দিন নির্ধারণ করে দিন। জবাবে রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে (জনৈকা মহিলার বাড়ীতে) সকলকে সমবেত হ'তে নির্দেশ দিলেন এবং নির্দিষ্ট দিনে ইলম শিক্ষা দান করলেন'।[১৪] ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, এ হাদীছে মহিলা ছাহাবীদের দ্বীনী ইল্ম শিক্ষার অধীর আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যায়'।[১৫]

(২) যুদ্ধে গমন, খাদ্য তৈরী ও চিকিৎসা সেবায় নারীঃ (ক) রুবাইই' বিনতে মু'আউওয়ায (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে যুদ্ধে যেতাম। সেখানে যোদ্ধাদের পানি পান করানো, সেবা-শুশ্রূষা করা এবং যুদ্ধে হতাহতদের মদীনায় ফিরিয়ে আনার কাজই আমরা করতাম।[১৬] (খ) উম্মে আত্বিয়াহ আনছারী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে ৭টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি পুরুষদের বাহনের পিছনে থাকতাম এবং তাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতাম। আর আহতদের ও রোগীদের সেবায় নিয়োজিত থাকতাম।[১৭] অবশ্য পর্দার বিধান নাযিলের পূর্বে মা আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ রাসূলের স্ত্রীগণ যুদ্ধে গমন করতেন।

(৩) কৃষিকাজে নারীঃ (ক) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমার খালাকে তালাক দেওয়া হ'লে তিনি ইদ্দতের মধ্যে গাছ থেকে খেজুর কাটার কাজ করতে চাইলেন। কিন্তু জনৈক ব্যক্তি তাঁকে ঘর হ'তে বের হ'য়ে কাজ করতে নিষেধ করলেন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বিষয়টি উত্থাপন করলে তিনি উক্ত কাজের অনুমতি দেন এবং বলেন, তুমি তো নিশ্চয়ই অর্জিত অর্থ দান করবে অথবা ভাল কাজে ব্যবহার করবে'।[১৮] (খ) আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বলেন যে, (স্বামী) যোবায়েরের ক্ষেত থেকে আমি (খেজুরের কাঁদির) বোঝা বহন করে নিয়ে আসতাম। ....ক্ষেতটি ছিল (মদীনায়) আমার গৃহ থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে। একদিন আমি বোঝা মাথায় করে নিয়ে আসছিলাম। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত হ'ল। তখন তাঁর সাথে একদল আনছারী ছাহাবী ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর বাহনের পিছনে আরোহন করানোর জন্য উট বসালেন। আমি পুরুষদের সাথে ভ্রমণ করব বলে লজ্জা অনুভব করলাম এবং সাথে সাথে যুবায়েরের আত্মমর্যাদা বোধ স্মরণ করলাম। তখন তিনি আমার লজ্জা বুঝতে পেরে চলে গেলেন।[১৯]

(৪) পশুচারণে নারীঃ সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ) বলেন যে, কা'ব ইবনে মালিকের এক দাসী মদীনার সালা (سلع) পাহাড়ে ছাগল চরাত। একদিন একটি বকরী অসুস্থ হ'য়ে পড়লে সে তাকে পাথর দিয়ে যবেহ করল। এব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি তা খাওয়ার অনুমতি দেন।[২০]

(৫) রোগীর সেবায় নারীঃ (ক) উম্মুল 'আলা (রাঃ) বলেন, ...ওছমান ইবনে মায'ঊন আমাদের এখানে এসে ভীষণভাবে অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। তখন তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাঁর সেবায় নিয়োজিত ছিলাম।[২১] (খ) খন্দকের যুদ্ধের দিন আউস নেতা সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ) গুরুতর আহত হ'লেন। তখন তাঁকে আহতদের জন্য মসজিদের নিকটে স্থাপিত বনু গিফার-এর রাফীদা আসলামিয়াহ নাম্নী জনৈকা মহিলার মালিকানাধীন তাঁবুতে রাখা হয় এবং একজন মহিলাকে তাঁর সেবায় নিয়োজিত করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সা'দকে উক্ত তাঁবুতে রাখ। যাতে আমি কাছে থেকে তার দেখাশুনা করতে পারি।[২২]

(৬) রাজনৈতিক পরামর্শে নারীঃ মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান ইবনুল হিকাম বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হোদায়বিয়ার সন্ধি শেষে ছাহাবীদের স্ব স্ব কুরবানী করে ও মাথা মুণ্ডন করে হালাল হ'তে তিন তিনবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু (বাহ্যতঃ এই অপমানজনক চুক্তি মানতে না চাওয়ায়) কেউ তা পালন করতে উদ্যত হ'ল না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রী উম্মে সালামা (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে পরামর্শ চাইলে তিনি বলেন, আপনি বের হয়ে গিয়ে কারু সাথে কথা না বলে নিজের কুরবানী করুন ও মাথা মুণ্ডন করুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাই করলেন। তখন ছাহাবীগণও একে একে তাই করেন' *(দীর্ঘ হাদীছের অংশ)*।[২৩]

---

১২. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/১৩৫, ১৩৯, ১৮২-৮৩।
১৩. তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৬১৮৫, ৬১৮৬, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।
১৪. বুখারী পৃঃ ২০ 'ইল্ম' অধ্যায়।
১৫. ফাৎহুল বারী, অধ্যায় ৩, অনুচ্ছেদ ৩৫, হা/১০১-এর ব্যাখ্যা।
১৬. বুখারী পৃঃ ৪০৩, 'জিহাদ' অধ্যায়, মহিলাদের আহত ও নিহতদের বহন করে আনা' অনুচ্ছেদ এবং পুরুষ ও নারী পরস্পর চিকিৎসা করতে পারে কি' অনুচ্ছেদ পৃঃ ৮৪৮।
১৭. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৪১ 'জিহাদ' অধ্যায়।
১৮. মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩২৭ 'বিবাহ' অধ্যায় 'ইদ্দত' অনুচ্ছেদ।
১৯. বুখারী পৃঃ ৭৮৬ 'বিবাহ' অধ্যায়।
২০. বুখারী পৃঃ ৮২৭, 'যবেহ ও শিকার' অধ্যায় 'মহিলা ও দাসীদের দ্বারা যবেহ' অনুচ্ছেদ।
২১. বুখারী, 'ছাহাবীদের গুণাবলী' অধ্যায়, 'মদীনায় রাসূলের আগমন ও মদীনার ছাহাবীগণ' অনুচ্ছেদ।
২২. ফাৎহুল বারী ৬/৪৭৫-৭৯, হা/৪১২২-এর ভাষ্য 'যুদ্ধ-বিগ্রহ' অধ্যায়।
২৩. বুখারী পৃঃ ৩৮০, 'শর্তসমূহ' অধ্যায়, 'যুদ্ধে ও যোদ্ধাদের সাথে মীমাংসার শর্তসমূহ ও শর্ত রক্ষা' অনুচ্ছেদ।

(৭) অর্থোপার্জন ও তার মালিকানায় নারীঃ (ক) আল্লাহ বলেন, لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوْا وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ، 'পুরুষেরা যা কিছু অর্জন করে তা তাদের জন্য এবং মহিলারা যা কিছু অর্জন করে, তা তাদের জন্য' *(নিসা ৩২)*। (খ) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, যয়নব আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দানশীলা ছিলেন। কারণ তিনি স্বহস্তে কাজ করতেন ও ছাদাক্বাহ করতেন।[২৪] (গ) জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা নিজ সহধর্মিনী যয়নবের কাছে এসে দেখলেন যে, তিনি চামড়া পাকা করার কাজ করছেন'।[২৫] (ঘ) ইবনু হাজার হাকেম-এর বরাতে উল্লেখ করেন যে, যয়নাব (রাঃ) হস্তশিল্পে খুবই পারদর্শী ছিলেন। তিনি চামড়া পাকা করতেন এবং তা সেলাই করে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতেন।[২৬] (ঙ) আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদের স্ত্রী যয়নাব (রাঃ) স্বহস্তে কাজ করে নিজের স্বামী ও তার কোলে লালিত ইয়াতীমদের ভরণ-পোষণের জন্য তা দান করতেন।[২৭]

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম নারীকে সৃষ্টির সেরা মানুষ হিসাবে স্বমর্যাদায় আসীন করেছে। তাদেরকে পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

নারীর মর্যাদায় ইসলামঃ

১. মায়ের প্রতিঃ (ক) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এসে জিজ্ঞেস করলঃ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ আমার কাছ থেকে সর্বোত্তম ব্যবহার পাবার হকদার কে? রাসূল বললেন, তোমার মা। লোকটি বললঃ অতঃপর কে? রাসূল বললেনঃ তোমার মা। লোকটি বলল, অতঃপর কে? রাসূল বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? রাসূল বললেন, তোমার আব্বা।[২৮] (খ) মু'আবিয়া ইবনু জাহেমাহ স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি যুদ্ধে গমনের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে পরামর্শ নিতে এলেন। তখন রাসূল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা কি বেঁচে আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাঁর সেবায় নিয়োজিত হও। কেননা জান্নাত তাঁর পায়ের নিকটে রয়েছে'।[২৯]

২৪. *মুসলিম, 'ছাহাবীদের মর্যাদা' অধ্যায়, 'যয়নবের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ হা/২৪৫২।*
২৫. *মুসলিম হা/১৪০৩, 'বিবাহ' অধ্যায়।*
২৬. *ফৎহুল বারী ৪/২৯-৩০ পৃঃ।*
২৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৩৪ 'যাকাত' অধ্যায়, 'সর্বোত্তম ছাদাক্বা' অনুচ্ছেদ।*
২৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯১১ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'সদ্ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা' অনুচ্ছেদ।*
২৯. *আহমাদ নাসাঈ, বায়হাক্বী ও আবুল ঈমান; সনদ জাইয়িদ, আলবানী মিশকাত হা/৪৯৩৯ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'সদ্ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা' অনুচ্ছেদ।*

২. স্ত্রীর প্রতিঃ (ক) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, পূর্ণ মুমিন তারাই যারা সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী। তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তারাই যারা তাদের স্ত্রীদের নিকটে শ্রেষ্ঠ'।[৩০] (খ) ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ... স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের ও সন্তান-সন্ততির উপরে দায়িত্বশীল। তাকে তাদের ব্যাপারে জবাবদিহী করতে হবে'।[৩১] (গ) নারীদের জান্নাত লাভের পথ সহজ করে দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَ أَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، 'কোন মহিলা যখন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, রামাযানের এক মাস ছিয়াম পালন করে, লজ্জাস্থানের হেফাযত করে ও স্বামীর আনুগত্য করে, তবে সে যেকোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করুক।[৩২]

৩. কন্যা বা ভগ্নির প্রতিঃ (ক) হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِيْ يَعُوْلُ ثَلاَثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلاَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ 'আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা বা তিনটি বোনকে প্রতিপালন করবে ও সুন্দর ব্যবহার করবে, তারা তার জাহান্নামের জন্য পর্দা হবে।[৩৩] (খ) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দু'টি কন্যাকে তাদের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত লালন-পালন করবে, ক্বিয়ামতের দিন আমি ও সে ব্যক্তি এভাবে থাকবো। একথা বলে তিনি স্বীয় হাতের আঙ্গুলগুলি মিলিয়ে দেখালেন'।[৩৪] (গ) সাধারণভাবে সকল কন্যা সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি এইসব মেয়েদের নিয়ে পরীক্ষায় পড়বে, অতঃপর এদের প্রতি সুন্দর ব্যবহার করবে, এরা ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের পর্দা হবে।[৩৫]

৩০. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৩২৬৪ 'বিবাহ' অধ্যায় 'স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার' অনুচ্ছেদ।*
৩১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়।*
৩২. *হিলইয়াতু আবু নাঈম, আনাস (রাঃ) হ'তে অন্যান্য বর্ণনার কারণে হাদীছটি হাসান অথবা ছহীহ; আলবানী মিশকাত হা/৩২৫৪ 'বিবাহ' অধ্যায় 'স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার' অনুচ্ছেদ।*
৩৩. *আহমাদ, বায়হাক্বী প্রভৃতি, আলবানী ছহীহ জামে' ছগীর হা/৫৩৭২।*
৩৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫০ 'সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা ও দয়া' অনুচ্ছেদ।*
৩৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৪৯ 'সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা ও দয়া' অনুচ্ছেদ।*

৪. **দাসীর প্রতিঃ** আবু মূসা আশ'আরী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তির অধীনে কোন দাসী রয়েছে, সে যদি তাকে ভালভাবে লেখাপড়া ও উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়, অতঃপর তাকে স্বাধীন করে দেয় ও বিবাহ করে, তবে তার জন্য আল্লাহ্র কাছে দু'টি প্রতিদান রয়েছে।[৩৬] বর্তমান যুগে কাজের মেয়েরা ক্রীতদাসী নয়। তারা মনিবের নিকটে উত্তম ব্যবহার পেলে তার জন্য একটি প্রতিদান অবশ্যই রয়েছে।

৫. **বিধবা, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতিঃ** (ক) আবু হুরায়রা হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, বিধবা ও মিসকীনের লালন-পালনকারী আল্লাহ্র রাস্তায় প্রচেষ্টাকারীর ন্যায়'। রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি একথাও বলেন যে, ঐ ব্যক্তি আলস্যহীন ছালাত আদায়কারী ও বিরতিহীন ছিয়াম পালনকারীর ন্যায়'।[৩৭]

(খ) সাহ্ল বিন সা'দ হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا 'আমি ও ইয়াতীমের তত্ত্বাবধায়ক, চাই সে নিজের বংশধর হৌক বা বাইরের হৌক, জান্নাতে এইরূপ থাকব। একথা বলে তিনি নিজের শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলী একত্রিত করে দেখালেন।[৩৮]

শুধু বাণী প্রদানের মধ্যেই নয়, বাস্তব জীবনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলাদের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করে গেছেন, তা ছিল অতুলনীয় ও যথার্থভাবেই বিস্ময়কর। দুধ মা হালীমার প্রতি, শৈশবে প্রতিপালনকারী উম্মে আয়মনের প্রতি, স্ত্রী খাদীজার প্রতি, কন্যা ফাতিমার প্রতি, নাতিনী উমামার প্রতি, মসজিদে নববীর ঝাড়ুদার জনৈকা মহিলার প্রতি তাঁর সম্মান, স্নেহ ও মর্যাদা প্রদানের কথা কিংবদন্তীর ন্যায় প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এমনকি আল্লাহ ও জিবরীল (আঃ) খাদীজার প্রতি এবং জিবরীল (আঃ) আয়েশার প্রতি রাসূলের মারফত সালাম দিয়েছেন।[৩৯] নারী জাতির জন্য এর চাইতে উচ্চ মর্যাদা আর কি হ'তে পারে?

কর্তৃত্বের আসনে পুরুষঃ

অধিকাংশ বিষয়ে অধিকারের সমতা বিধান সত্ত্বেও নারীর উপরে পুরুষের কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। দরসে বর্ণিত আয়াতটি ছাড়াও অন্যত্র আল্লাহ বলেন, لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ 'নারীদের উপরে পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে আল্লাহ পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২২৮)*। পারিবারিক ও সামাজিক জীবন পরিচালনার জন্য দু'জনেই দায়িত্বশীল ও পরস্পরের সহযোগী হ'লেও দু'জনের হাতেই যদি দ্বৈত কর্তৃত্ব থাকে, তবে পারিবারিক ও সামাজিক শৃংখলা বিনষ্ট হ'তে বাধ্য। এক্ষেত্রে ইসলাম পুরুষের হাতেই মূল কর্তৃত্ব প্রদান করেছে প্রধানতঃ দু'টি কারণে, যা দরসে উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। একটি তার প্রকৃতিগত কারণে। কেননা শাসকোচিত স্বভাব, মেধা, কর্মনিষ্ঠা ও কষ্ট সহিষ্ণুতা নারীর চাইতে পুরুষের মধ্যে প্রকৃতিগত ভাবেই বেশী। উক্ত গুণ-ক্ষমতা অর্জন করা সাধারণভাবে নারী জাতির জন্য সম্ভব নয়। দৈবাৎ ব্যক্তি বিশেষের কথা স্বতন্ত্র। পবিত্র কুরআনে নারীকে পুরুষ থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে *(নিসা ১)*। এর দ্বারা নারীর উপরে পুরুষের কর্তৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই বর্তে যায়।

বিশ্ব ইতিহাসে এযাবত কোন নারী সেরা যোদ্ধা, সেরা বিজ্ঞানী, সেরা লেখিকা, সেরা কবি-সাহিত্যিক বা দার্শনিক, সেরা রাজনীতিক বা অর্থনীতিক হয়েছেন বলে জানা যায় না। কোন নারী যেমন নবী হননি, নারীকে তেমনি পুরুষের জামা'আতে ইমামতি করারও অনুমতি দেওয়া হয়নি।

দ্বিতীয়টি হ'লঃ বৈষয়িক। গৃহকর্ত্রী নারীকে বাইরে গিয়ে অর্থোপার্জন ও পরিবারের ভরণ-পোষণের বোঝা বহন করার দায়িত্ব থেকে ইসলাম নিষ্কৃতি দিয়েছে। এর দ্বারা তার উপরে সাংসারিক ও আর্থিক দ্বৈত দায়িত্ব পালনের কষ্ট হ'তে রেহাই দেওয়া হয়েছে। যাতে সে সুন্দর ভাবে পরিবার গঠনে ও সন্তান পালনে মনোনিবেশ করতে পারে। এর পরেও সুযোগমত তাকে পর্দা রক্ষা করে যেকোন বৈধ আয়-উপার্জনের অধিকার দেওয়া হয়েছে, যা উপরে আলোচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে দেশ শাসনের গুরুদায়িত্ব থেকেও মুসলিম নারীকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। পারসিকগণ যখন তাদের পরলোকগত বাদশাহ কিসরার কন্যা বূরানকে তাদের নেত্রী হিসাবে গ্রহণ করল, তখন সে খবর শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করলেন, لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً 'ঐ জাতি কখনই সফলকাম হবে না, যে জাতি তাদের শাসনদণ্ড নারীর হাতে অর্পন করেছে'।[৪০]

জানা আবশ্যক যে, মা আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে ইসলামী বিদ্বানদের মন্তব্য হ'ল যে, 'তিনি ছিলেন লোকদের মধ্যে অধিকতর জ্ঞানী ও দূরদর্শী এবং সামাজিক বিষয়ে সুন্দরতম রায় দানের অধিকারিনী'।[৪১] তথাপি তাঁকে ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা করা হয়নি।

---

৩৬. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/১১।*
৩৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৫১।*
৩৮. *বুখারী, মিশকাত, হা/৪৯৫২।*
৩৯. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬১৭৬, ৬১৭৮ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।*
৪০. *বুখারী, মিশকাত হা/৩৬৯৩ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়।*
৪১. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লা-মিন নুবালা ২/২০০।*

নারীর ক্ষমতায়নঃ

সাম্প্রতিককালে 'নারীর ক্ষমতায়ন' কথাটি খুবই ব্যাপকতা লাভ করেছে। পাশ্চাত্যের ধোঁকায় পড়ে আমাদের সরকারও এব্যাপারে সোচ্চার দেখা যাচ্ছে। হয়তবা ক্ষেত্র বিশেষে নারী নির্যাতনের কারণেই তাঁরা এসব কথা বলছেন। তবে এ শ্লোগানের মধ্যেই যে নারীর অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে, একথা পরিষ্কার। অর্থাৎ ইতিপূর্বে নারী ক্ষমতাহীন ছিল, এখন তাকে ক্ষমতাশালী হ'তে হবে। এতদিন নারী ও পুরুষ ছিল পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী। আর এখন নারী হবে পুরুষের উপরে ক্ষমতা যাহিরকারী ও প্রতিদ্বন্দ্বী। এর আবশ্যিক ফল দাঁড়াবে পারস্পরিক সংঘর্ষ। আর তাতে নারীই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও নির্যাতিত হবে। তখন সমাজ থেকে পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা, ছোট-বড় ভেদাভেদ, স্নেহ-মমতা ও শ্রদ্ধাবোধ সবই লোপ পাবে। সমাজ হবে স্রেফ পশুর সমাজ। পরিণামে সভ্যতা বিধ্বস্ত হবে। মানবতা ভূলুণ্ঠিত হবে।

১৯৭১ সালে যুদ্ধের সময় ধর্ষিতা মহিলাদেরকে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার 'বীরাঙ্গনা' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা কি সম্মানিত হয়েছিল? বরং তারা সমাজের সর্বত্র 'ধর্ষিতা' বলে চিহ্নিতা হয়েছিল। ফলে লজ্জায় তারা সমাজে বের হ'তে পারেনি। তাদের সন্তানদের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারেও সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ 'যারা মুসলমানের কোন দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখেন'।[৪২] সরকার এই হাদীছ লংঘন করেছিল। ফলে যা হবার তাই-ই হয়েছে। সরকার এখন আর ঐসব বীরাঙ্গনাদের নামও উচ্চারণ করে না।

ভারত, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশে নারীই দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন ছিলেন বা এখনো আছেন। কিন্তু তাঁদের আমলের দীর্ঘ শাসনকালে নারী সমাজ কি পূর্বের চেয়ে বেশী সম্মানিতা হয়েছে, না নির্যাতিতা হয়েছে, ঐ তিন দেশের তুলনামূলক অপরাধ চিত্র তুলে ধরলেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। বরং একথাই সর্ব স্বীকৃত যে, এঁদের শাসনামলে নারী নির্যাতন পূর্বের চেয়ে বেড়েছে বৈ কমেনি।

অতএব শাসন দণ্ড হাতে নেওয়ার নাম ক্ষমতায়ন নয়। বরং নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির মধ্যেই রয়েছে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন। তাই শাসন ক্ষমতায় বসানোর চাইতে মর্যাদার আসনে বসানোর চেষ্টাই হৌক নারী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। ক্ষমতায়ন নয়, বরং মর্যাদায়নই হবে নারীমুক্তির মূল লক্ষ্য। অন্যভাবে বললে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে মর্যাদায়ন নয়, বরং মর্যাদায়নের মাধ্যমেই ক্ষমতায়ন সম্ভব। পৃথিবীর বিভিন্ন মানবরচিত ধর্ম ও মতাদর্শ নারীকে অবমূল্যায়ন করেছে। কেউ তাকে শয়তানের দোসর বলেছে, কেউ তাকে পাপের উৎস বলেছে। কিন্তু আল্লাহ প্রেরিত দ্বীন ইসলাম নারীকে তার যথার্থ মানবিক মর্যাদা দান করেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রকে সেই মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। সাথে সাথে মহিলা সমাজকে নিজেদের ইযযত বুঝে সমাজে চলতে হবে। কোনভাবেই নগ্নতা ও বেহায়াপনাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। কেননা এতে পুরুষের চাইতে নারীর ক্ষতির আশংকা বেশী এবং এর ফলে সমাজ দূষণ অবশ্যম্ভাবী।

আমরা মনে করি যে, নারী দৈহিক সৌন্দর্য প্রদর্শন ও বিপননের বস্তু নয়। নগ্নতাবাদী নারীরা কখনোই সভ্য নারীদের প্রতিনিধি নয়। অনুরূপভাবে দেহ ব্যবসা মনুষ্যোচিত কোন ব্যবসা নয়। বেশ্যা নারী কখনোই যৌনকর্মী নয়, সে নিঃসন্দেহে পতিতা ও সমাজের ঘৃণ্য জীব। এসব মেয়েরা কেউ স্বেচ্ছায়, কেউ প্রতারিত হয়ে, কেউ বাধ্য হয়ে এসব নোংরা কাজে জড়িয়ে পড়ে। এদেরকে সভ্য সমাজে ফিরে আসতে হবে অথবা ফিরিয়ে আনতে হবে। এদেরকে বাধ্যকারী, প্ররোচনা দানকারী বা সমর্থনকারী লোকেরাও ভদ্র সমাজের প্রতিনিধি নয়। আল্লাহ্‌র ভাষায় 'এরা সর্বনিম্ন শ্রেণীতে পতিত হয়ে গেছে' *(ত্বীন ৫)*। '...এরা জ্ঞান থাকতেও বুঝে না, চোখ থাকতেও দেখে না, কান থাকতেও শুনে না। এরা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট...' *(আ'রাফ ১৭৯)*।

জানা উচিত যে, প্রত্যেক নারী যেমন কোন না কোন পুরুষের মা, বোন, স্ত্রী অথবা নিকটাত্মীয়া; অনুরূপভাবে প্রত্যেক পুরুষও কোন না কোন নারীর সন্তান, ভাই, স্বামী কিংবা নিকটাত্মীয়। অতএব প্রত্যেককে স্ব স্ব মর্যাদা ও আত্মসম্মান নিয়ে চলতে পারলেই স্ব স্ব ক্ষমতা নিশ্চিত হবে। নইলে মনুষ্যত্বহীন পশুর সমাজে কিছুই আশা করা যায় না।

৪২. মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪ 'ইল্‌ম' অধ্যায়।

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি

এম, এস মানি চেঞ্জার
বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত
বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দীনার, বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফট ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার করা হয়।
এম, এস মানি চেঞ্জার
সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(সিনথিয়া কম্পিউটারের
ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-

হাদীছ কি ও কেন?

*মুহাম্মাদ হারূণ আযীযী নদভী**

(৪র্থ কিস্তি)

(গ) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ-

'তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ না (রাতের) কালো রেখার পরে ভোরের সাদা রেখা স্পষ্ট দেখা যায়' *(বাক্বারাহ ১৮৭)*। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আদী ইবনু হাতেম (রাঃ) একটি কালো সুতা ও একটি সাদা সুতা নিয়ে বালিশের নীচে রাখলেন। রাত অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে তিনি সে দু'টিকে বার বার দেখতে লাগলেন। কিন্তু কালো ও সাদার পার্থক্য ধরা পড়ল না। সকাল হ'লে তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আমি কালো ও সাদা দু'টি সুতা আমার বালিশের নীচে রেখেছিলাম'। (তারপর সব ঘটনা বললেন)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তাহ'লে তোমার বালিশ খুবই বড় দেখছি। কারণ রাতের কালো প্রান্তরেখা ও ভোরের সাদা প্রান্তরেখার জন্য তোমার বালিশের নীচে স্থান সংকুলান হয়েছে'। অতঃপর বললেন, 'এ দু'টি সুতা নয়; বরং রাতের অন্ধকার এবং দিনের আলো'।[১]

(ঘ) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَيُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ-

'আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না, তাদের কঠোর আযাবের সংবাদ শুনিয়ে দিন' *(তওবা ৩৪)*।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর ছাহাবায়ে কেরাম মনে করলেন, কোন মাল-সম্পদ জমা রাখা যাবে না। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, إِذَا أَدَّيْتَ زَكَـاةَ مَـالِكَ فَـقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَـرَّهُ- 'যদি তুমি তোমার মালের যাকাত আদায় কর, তাহ'লে নিজ থেকে তার ক্ষতিকে তুমি দূর করে দিলে'।[২]

খালেদ ইবনু আসলাম বর্ণনা করেছেন, একদা আমরা আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গে বের হয়েছিলাম। তখন তিনি বললেন,

هٰذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكٰوةُ فَلَمَّا نُزِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرًا لِّلْأَمْوَالِ-

'এটি হ'ল যাকাত ফরয হওয়ার আয়াত নাযিল হওয়ার আগের কথা। পরে যখন আল্লাহ তা'আলা যাকাত ফরয ঘোষণা করে আয়াত নাযিল করেন, তখন তিনি যাকাতকে ধন-মালের পরিশুদ্ধকারী করে দিয়েছেন'।[৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন,

كُلُّ مَالٍ أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرْضِيْنَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَكُلُّ مَالٍ لاَ تُؤَدّٰى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا عَلٰى وَجْهِ الْأَرْضِ-

'যে মালের যাকাত আদায় করা হয়, তা যদি যমীনের সাত স্তর নীচেও থাকে, তাহ'লেও 'কান্‌য' তথা সঞ্চিত ধন-রত্নের শামিল নয়। আর যে মালের যাকাত আদায় করা হয় না, তা জমির পিঠে খোলা থাকলেও 'কান্‌য' তথা সঞ্চিত ধন-রত্নের শামিল'।[৪] এ থেকে বুঝা গেল যে, যাকাত আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা জমা রাখা গোনাহ নয়।

(ঙ) আল্লাহ পাক বলেন, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ- 'আমি আপনাকে 'সাবয়ে মাছানী' এবং মহান কুরআন দিয়েছি' *(হিজর ৮৭)*। এই আয়াতে যে 'সাবয়ে মাছানী' অর্থ সূরা ফাতিহা, তা আমরা একমাত্র হাদীছ থেকেই জানতে পারি।[৫] এমনিভাবে কুরআন মাজীদের আরো অনেক আয়াত ও শব্দের অর্থ শুধুমাত্র হাদীছ থেকেই জানা যায়। হাদীছ ব্যতীত তা জানার অন্য কোন উপায় নেই।

৫. হাদীছ ব্যতীত কুরআনী বিধান বাস্তবায়ন অসম্ভবঃ

যদিও কুরআন মজীদে শরী'আতের মৌলিক বিধানাবলীর বর্ণনা আছে, কিন্তু তা এত সংক্ষিপ্ত যে, শুধু কুরআনের উপর ভিত্তি করে সেগুলির বাস্তবায়ন প্রায় অসম্ভব। এরূপ অনেক বিধি-বিধান আছে। উদাহরণস্বরূপ দু'একটি এখানে উল্লেখ করছি-

(ক) 'ছালাত' সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে- وَاَقِيْمُوا الصَّلاَةَ 'ছালাত কায়েম কর'। কিন্তু ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ, রাক'আত সংখ্যা, ক্বিরাআতের তাফছীল, শর্তাবলী, ছালাত ভঙ্গের কারণসমূহ এবং ছালাতের সঠিক নিয়ম-পদ্ধতি ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা শুধুমাত্র হাদীছেই আছে।

** খত্বীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন।*

১. ছহীহ বুখারী, কিতাবুত-তাফসীর, হা/৪৫০৯, ৪৫১০।

২. মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৫৪৪ পৃঃ, হা/১৪৪০।

৩. ছহীহ বুখারী হা/৪৬৬১।

৪. বায়হাক্বী, ছহীহুত তারগীব ১/৪৫৮ পৃঃ, হা/৭৪৫।

৫. দেখুনঃ ছহীহ বুখারী, কিতাবুত-তাফসীর, হা/৪৭০৩।

(খ) কুরআন মজীদে যাকাতের ব্যাপারে বলা হয়েছে, وَآتُوا الزَّكَاةَ 'তোমরা যাকাত আদায় কর'। কিন্তু যাকাত কি? তার নেছাব কত? কখন তা আদায় করা ওয়াজিব হয়? কতটুকু ওয়াজিব হয়? ইত্যাদি শুধু হাদীছ থেকেই আমরা জানতে পারি। হাদীছ ব্যতীত এসব কিছু জানার কোন উপায় নেই।

(গ) কুরআন মজীদে ছিয়াম সম্পর্কে বলা হয়েছে,

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

'হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে। যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগার হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ১৮৩)*। কিন্তু ছিয়াম ফরয হওয়ার জন্য শর্তাবলী কি? ছিয়াম ভঙ্গের কারণসমূহ কি? ছিয়াম অবস্থায় কি কি বৈধ? ইত্যাদি আরো অনেক বিধি-বিধানের বিস্তারিত বর্ণনা শুধুমাত্র হাদীছ থেকেই পাওয়া যায়।

(ঘ) কুরআন মজীদে হজ্জ সম্পর্কে বলা হয়েছে, وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً – 'আর এ ঘরের হজ্জ করা হ'ল মানুষের উপর আল্লাহ্র প্রাপ্য, যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার' *(আলে ইমরান ৯৭)*। কিন্তু হজ্জ কত বার ফরয? হজ্জের রুকন কি, তা আদায়ের সঠিক নিয়ম কি, ইত্যাদি হজ্জ ও ওমরা সম্পর্কীয় আরো অনেক বিধানের বিস্তারিত বর্ণনা শুধু হাদীছেই রয়েছে।

(ঙ) পানাহারের বস্তু-সামগ্রীর কিছুকে হালাল ও কিছুকে হারাম ঘোষণা করে বাকী বস্তুসমূহের ব্যাপারে কুরআনে বলা হয়েছে- أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ 'তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে'। অন্য স্থানে আছে 'অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করা হয়েছে'। কিন্তু কোন বস্তু হালাল ও পবিত্র আর কোন্‌টি অপবিত্র ও হারাম, এসবের বিস্তারিত বর্ণনা আমরা শুধু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা ও কাজ থেকেই জানতে পারি।

(চ) কুরআন মজীদে চুরি করার শাস্তি বলা হয়েছে 'হাত কেটে ফেলা'। কিন্তু কি পরিমাণ মাল চুরি করলে এবং কতটুকু হাত কাটতে হবে, ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা শুধু হাদীছেই পেয়ে থাকি।

(ছ) কুরআন মজীদে মদ পান হারাম বলা হয়েছে। কিন্তু সকল মাদকদ্রব্যের বিধান কি হবে, নেশাযুক্ত বস্তু পরিমাণে কমবেশী হ'লে কি বিধান হবে, ইত্যাদি অনেক বিধানের বিস্তারিত বর্ণনা হাদীছেই পাওয়া যায়।

(জ) কুরআন মজীদে মহিলাদের মীরাছ (উত্তরাধিকার) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, একজন হ'লে সে অর্ধেক সম্পত্তি পাবে। আর যদি দু'য়ের অধিক হয়, তখন তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। কিন্তু দুই জন হ'লে কতটুকু পাবে, তা কুরআনে নেই। তা শুধু হাদীছেই পাওয়া যাবে। এমনিভাবে মীরাছ সম্পর্কীয় আরো অনেক বিধান আমাদেরকে শুধু হাদীছ থেকেই জানতে হবে।

(ঝ) কুরআন মজীদে সূদের ব্যাপারে কড়া তাকীদ দিয়ে বলা হয়েছে যে, এটি হারাম। এ থেকে দূরে থাক। কিন্তু কোন্ ধরনের লেনদেন সূদের অন্তর্ভুক্ত আর কোন্‌টি নয়, এসব ব্যাপারে হাদীছেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এমনিভাবে শরী'আতের আরো অনেক বিধি-বিধান রয়েছে, যেগুলি সম্পর্কে কুরআন মজীদে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে। অথচ হাদীছে পাওয়া যায় তার বিস্তারিত বিবরণ। এমতাবস্থায় যে বা যারাই হাদীছকে বাদ দিয়ে কুরআন বোঝার বা কুরআনী বিধানাবলী বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে, তারা যে স্পষ্ট গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৬. কুরআনের মত হাদীছও সংরক্ষিতঃ

দ্বীনের প্রয়োজনে কুরআন মজীদ সংরক্ষিত থাকা যেমন যরূরী, তেমনি হাদীছও সংরক্ষিত থাকা যরূরী। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ – وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ-

'মুমিনদের বক্তব্য কেবল একথাই যে, যখন তাদের মধ্যে ফায়ছালা করার জন্য তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করে, আল্লাহ্কে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে, তারাই কৃতকার্য' *(নূর ৫১, ৫২)*। এ আয়াত এবং এরূপ আরো অনেক আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, মুমিনের আসল গুণ ও তার মহান সফলতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য করার মধ্যেই নিহিত। আল্লাহ্র আনুগত্য করার অর্থ হ'ল, কুরআনের বিধান মেনে চলা। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করার অর্থ হ'ল, হাদীছ মতে আমল করা। অতএব কুরআনের বিধান মেনে চলার জন্য যেমন কুরআন সংরক্ষিত থাকতে হবে, তেমনি হাদীছ মতে আমল করার জন্যেও হাদীছ সংরক্ষিত থাকতে হবে। অন্যথায় সেমতে আমল করা অসম্ভব হবে। আর অসম্ভব কোন বস্তুর আদেশ আল্লাহ তা'আলা বান্দাদেরকে দেন না। আল্লাহ তা'আলা কি এমন এক বস্তুর অনুসরণের আদেশ দিবেন, যার কোন অস্তিত্ব নেই? এটা কি সম্ভব? কখনো না। কাজেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য ওয়াজিব হওয়ার যত আয়াত বর্ণিত হয়েছে, তার সবক'টি একথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছও সম্পূর্ণ সংরক্ষিত।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ-

'আমি স্বয়ং এ উপদেশ অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক' *(হিজর ৯)*। উক্ত আয়াতে 'যিকর' শব্দের দ্বারা কুরআন ও হাদীছ উভয়ই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কুরআনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যেমন আল্লাহ তা'আলা নিয়েছেন, তেমনিভাবে হাদীছের হিফাযতের দায়িত্বও তিনি নিয়েছেন। কুরআনের হাফেযগণের দ্বারা যেমন কুরআনের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে, তেমনি হাফেযে হাদীছগণের দ্বারা হাদীছের হিফাযতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই, যখনই হাদীছের বিরুদ্ধে কোন ফিতনা মাথা চাড়া দিয়েছে, তখনই উম্মতে মুহাম্মাদির হাদীছ বিশারদগণ তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন এবং আলো-অন্ধকারের ন্যায় সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করে ফেলেছেন। প্রাচ্য বিদ্বান ডঃ মার্গোলিউথ ঠিকই বলেছেন, 'হাদীছের জন্য মুসলমানরা যত ইচ্ছা গর্ব করতে পারে। এটা তাদের পক্ষে শোভা পায়'।[৬]

ইমাম ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন, 'উক্ত আয়াত সমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, নবী (ছাঃ)-এর সব কথা 'অহি'। আর 'অহি' সবার ঐক্যমতে যিকর। আর 'যিক্র' হ'ল কুরআনের দলীল মতে সংরক্ষিত। এতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সব কথা সংরক্ষিত। একটি কথাও যে হারিয়ে যায়নি, তা গ্যারান্টিযুক্ত। কারণ যার হিফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিয়েছেন, তা নিশ্চিত সংরক্ষিত। একটি বাক্যও তা থেকে লোপ পাওয়া অসম্ভব'। তিনি আরো বলেন, 'কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ একটি অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে 'অহি' হওয়ার ব্যাপারে উভয়ই এক। আর আনুগত্য ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে উভয়ের হুকুম সমান'।[৭]

আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) বলেন, 'কুরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর হিফাযত করব', এ ওয়াদার ফলেই কুরআনের প্রতিটি যের ও যবর পর্যন্ত সম্পূর্ণ সংরক্ষিত রয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। সুন্নাহ্র ভাষা যদিও এভাবে সংরক্ষিত নয়, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সুন্নাহ এবং হাদীছেরও সংরক্ষিত হওয়া উল্লেখিত আয়াত দৃষ্টে অপরিহার্য। বাস্তবে সুন্নাহ এবং হাদীছও সংরক্ষিত রয়েছে। যখনই কোন পক্ষ থেকে এতে কোন বাধা সৃষ্টি অথবা মিথ্যা রেওয়ায়াত সংমিশ্রিত হয়েছে, তখনই হাদীছ বিশেষজ্ঞরা এগিয়ে এসেছেন এবং দুধ ও পানিকে পৃথক করে দিয়েছেন। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ কর্মধারা অব্যাহত থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সত্যপন্থী এমন একদল আলেম থাকবেন, যাঁরা কুরআন ও হাদীছকে বিশুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত রাখবেন এবং সকল বাধা-বিপত্তির অবসান ঘটাবেন'।[৮] মোট কথা, কুরআন বাস্তবায়নের জন্যে রাসূল (ছাঃ)-এর শিক্ষা অপরিহার্য। কুরআনের বাস্তবায়ন যেমন ক্বিয়ামত পর্যন্ত ফরয, তেমনি রাসূল (ছাঃ)-এর শিক্ষাও ক্বিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকা অবশ্যম্ভাবী।

অতএব উল্লেখিত আয়াতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিক্ষা সংরক্ষিত হওয়ারও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ছাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে আজ পর্যন্ত একে হাদীছ বিশারদ ওলামায়ে কেরাম ও বিশুদ্ধ গ্রন্থাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত রেখেছেন। সাম্প্রতিককালে কিছু লোক ইসলামী বিধি-বিধান থেকে গা বাঁচানোর উদ্দেশ্যে একটি অজুহাত আবিষ্কার করেছে যে, হাদীছের বর্তমান ভাণ্ডার সংরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য নয়। উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের ধর্মদ্রোহিতার স্বরূপই ফুটে উঠেছে। তাদের বোঝা উচিত যে, হাদীছের ভাণ্ডার থেকে আস্থা উঠে গেলে কুরআনের উপরও আস্থা রাখার উপায় থাকে না'।[৯]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ -

'আপনার কাছে আমি যিকর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিবৃত করেন, যেগুলি তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে' *(নাহল ৪৪)*।

ইমাম ইবনে হাযম (রহঃ) বলেন, 'উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর কুরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে দেয়ার দায়িত্ব ছিল। কুরআনে অনেক বিষয় যেমন ছালাত, যাকাত ও হজ্জ ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে, যা দ্বারা আমরা বুঝতে পারি না যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর কি ওয়াজিব করেছেন। তবে হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বর্ণনার মাধ্যমেই এর বিস্তারিত জানতে পারি। এখন যদি কুরআনের অর্থ ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এ বর্ণনা সংরক্ষিত না থাকে এবং তার সাথে অন্য কোন বাতিল মিশ্রিত হওয়া থেকে মুক্ত না থাকে, তাহ'লে কুরআনের আয়াত দ্বারা উপকৃত হওয়ার কথাও ভ্রান্ত সাব্যস্ত হবে এবং অধিকাংশ শারঈ বিধান মান্য করা অসম্ভব হবে'।[১০]

মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, 'কুরআনের শব্দ সংরক্ষণের ওয়াদার কথাটি তার অর্থ সংরক্ষণকেও বুঝায়। আর কুরআনের মুরাদ (উদ্দেশ্য) বর্ণনাকারী হাদীছ সমূহও তার অর্থের অন্তর্ভুক্ত। বাস্তবে আল্লাহ তা'আলা কুরআন ও সুন্নাহ উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন এমনভাবে যে, সদা-সর্বদা একটি আলেম সম্প্রদায় মওজুদ থাকবে, যারা কুরআন ও হাদীছকে ছহীহ শুদ্ধভাবে সংরক্ষিত রাখবেন'।[১১]

হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে মোবারককে জিজ্ঞেস করা হ'ল, জাল হাদীছ সম্পর্কে

৬. *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃঃ ১২৯।*
৭. *ইহকামুল আহকাম ১/৯৯ পৃঃ।*
৮. *বুখারী হা/৩৬৪১, মুসলিম হা/১০৩৭, মিশকাত হা/২৪৮।*
৯. *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত অনুবাদ, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, পৃঃ ৬৬।*
১০. *ইহকামুল আহকাম, ১/৯৯ পৃঃ।*
১১. *তাওজীহুল আফকার ২/৭৯ পৃঃ।*

আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, জাল প্রতিরোধের জন্য বিজ্ঞ হাদীছ বিশারদগণ প্রতিনিয়ত মওজুদ থাকবেন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি স্বয়ং 'যিকর' (কুরআন ও সুন্নাহ) নাযিল করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক'।[১২]

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-উযীর বলেন, 'এর দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শরী'আতও সংরক্ষিত এবং তাঁর হাদীছও সংরক্ষিত'।[১৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ – 'আল্লাহ্র আয়াত ও হেকমত, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলি স্মরণ করবে' *(আহযাব ৩৪)*।

এ আয়াতে যেরূপভাবে কুরআনের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা প্রদান উম্মতের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে 'হেকমত' শব্দের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ সমূহের প্রচার এবং শিক্ষা প্রদানও বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সর্বাবস্থায়ই এ নির্দেশ পালন করেছেন। ছহীহ বুখারীতে হযরত মু'আয (রাঃ) সম্পর্কেও এরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে একখানা হাদীছ শোনেন, কিন্তু জনগণ এর প্রতি যথাযথ মর্যাদা আরোপ না করতে পারে অথবা কোন ভুল বোঝাবুঝিতে পতিত হ'তে পারে, এরূপ আশঙ্কা করে তিনি তা সর্বসাধারণের সামনে বর্ণনা করেননি। কিন্তু তাঁর (মু'আযের) যখন মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি জনগণকে একত্রিত করে তাদের সামনে সে হাদীছ পেশ করলেন এবং বললেন যে, নিছক ধর্মীয় স্বার্থে আমি এ যাবত এ সম্পর্কে কারো সাথে আলোচনা করিনি। কিন্তু এক্ষণে আমার মৃত্যু অত্যাসন্ন। সুতরাং উম্মতের এ আমানত তাদের হাতে পৌঁছে দেয়া একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। হযরত মু'আয (রাঃ) হাদীছে রাসূল উম্মতের নিকট না পৌঁছানোর পাপে যাতে পতিত না হন, সেজন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বে জনগণকে ডেকে এ হাদীছ শুনিয়ে দেন।

এ ঘটনাও এ সাক্ষ্যই প্রদান করে যে, সকল ছাহাবায়ে কেরামই কুরআনের এ হুকুম পালন ওয়াজিব ও অবশ্য করণীয় বলে মনে করতেন। আর ছাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হাদীছ সমূহ জনগণের নিকট পৌঁছাবার ব্যবস্থা করতেন বলে হাদীছ সংরক্ষণের গুরুত্ব কুরআনের কাছাকাছি হয়ে পড়ল। এ সম্পর্কে সন্দেহ করা কুরআন পাকে সন্দেহ করারই নামান্তর।[১৪]

[চলবে]

১২. তাদরীবুর রাবী, পৃঃ ১৮৪।
১৩. আর-রাউযুল বাসিম, পৃঃ ৩৩; শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী, আল-হাদীছু হুজ্জাতুন পৃঃ ১৯।
১৪. সংক্ষিপ্ত তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন, পৃঃ ১০৭৯। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মাদী কত কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে হাদীছে রাসূলের হিফাযত করেছেন, তার ইতিহাস জানার জন্য আমার 'হাদীছের হিফাযত ও সংকলন' বইটি পড়ুন। - লেখক।

ইসলাম সমর্থিত কয়েকটি স্বভাবজাত অধিকার

*মূলঃ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছাইমীন**

*অনুবাদঃ মুহাম্মাদ রশীদ***

(২য় কিস্তি)

(৬) স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারঃ

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক একে অপরের সাথে আবশ্যকীয় হক্ব নিয়ে গঠিত। এ হক্ব হচ্ছে, শারীরিক, সামাজিক ও আর্থিক হক্ব। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর উপর ওয়াজিব হ'ল, তারা পরস্পরে সদ্ভাবে জীবন যাপন করবে এবং প্রত্যেকে নিষ্ঠার সাথে আবশ্যকীয় এ হক্ব বা অধিকারগুলি পূরণ করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর' *(নিসা ১৯)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'নারীদের উপর তাদের যেরূপ হক্ব রয়েছে, নারীদেরও তাদের উপর সেরূপ হক্ব রয়েছে। কিন্তু তাদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২২৮)*। এমনিভাবে নারীর উপর ওয়াজিব হ'ল, সে স্বামীর উপকারার্থে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তাদের করণীয় বিষয়াদি একে অপরের কল্যাণার্থে আদায় করবে, তখন তাদের জীবন সুন্দর ও সুখময় হয়ে উঠবে এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও স্থায়ী হবে। কিন্তু যদি বিষয়টি উল্টা হয়, তবে তাদের মধ্যে ফাটল ও বিবাদ পরিদৃশ্য হবে। ফলে তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে।

নারীকে উপদেশ প্রদান এবং তার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার অনেক সুস্পষ্ট দলীল পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নারীদের নেক উপদেশ প্রদান কর। কেননা নারীদেরকে পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পাঁজরের মধ্যে সবচেয়ে উপরের অংশটি সর্বাপেক্ষা বেশী বাঁকা। সুতরাং তোমরা যদি তা সোজা করার চেষ্টা কর, তবে তা ভেংগে যাবে। আর যদি তা নিজ অবস্থাতেই ছেড়ে দাও, তবে বাঁকা থাকবে। অতএব তোমরা নারীদের উপদেশ দিতে থাক'।[১]

অপর বর্ণনায় আছে যে, 'নারী পাঁজর থেকে সৃষ্ট। অতএব সে কখনও তোমার জন্য পুরোপুরিভাবে সোজা হবে না। সুতরাং যদি তুমি তার কাছ থেকে উপকার লাভ কর এবং তাকে সোজা করতে যাও, তাহ'লে তাকে ভেঙ্গে দিবে। তাকে ভেঙ্গে দেওয়া মানে হচ্ছে তালাক দিয়ে দেয়া'।[২]

** সাবেক সদস্য, সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ, সঊদী আরব।*
*** শিক্ষক, উনায়যাহ ইসলামিক সেন্টার, আল-কাছীম, সঊদী আরব।*
১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৩৮।
২. মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৩৯।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'কোন ঈমানদার পুরুষ ঈমানদার স্ত্রীর সাথে বিদ্বেষ রাখবে না। সে যদি তার কোন ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়, তাহ'লে দেখা যাবে তার অন্য ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে'।[৩]

উপরে উল্লিখিত হাদীছগুলিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতের পুরুষরা কিভাবে স্বীয় স্ত্রীদের সাথে আচার-ব্যবহার করবে তদ্বিষয়ে নির্দেশনা দান করেছেন। স্বামীর জন্য উচিত হ'ল, সে তার স্ত্রীর উপর সহজসাধ্য যা হয়, তা-ই গ্রহণ করবে।

উক্ত হাদীছগুলিতে এ মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, স্বামী তার স্ত্রীর দোষ-গুণ উভয়টাই যাচাই করবে। অতএব সে যদি তার কোন একটি ব্যবহার ভাল না পায়, তবে তার অন্য ব্যবহারের সাথে তা যাচাই করবে, যা তার কাছে পসন্দনীয় এবং তার দিকে শুধু ক্রোধ ও ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাবে না। অনেক স্বামীকে দেখা যায় যে, তারা তাদের স্ত্রীদের পরিপূর্ণ গুণ চায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এটা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ফলে তারা পারিবারিক সমস্যায় জর্জরিত হয়। স্ত্রীদের থেকে তারা কোন উপকার লাভ করতে পারে না। সেকারণ তারা কোন কোন সময় স্ত্রীকে তালাক দিতেও উদ্যত হয়। এক্ষেত্রে স্বামীর উচিত হ'ল, সে সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করবে। যদি স্ত্রী ধর্মীয় কিংবা মান-সম্মানের ব্যাপারে ত্রুটি না করে, তবে তার অন্যসব কার্যাদিতে চোখ বন্ধ রাখবে।

স্বামীর উপর স্ত্রীর হক্ব সমূহের অন্যতম হচ্ছে, স্বামী স্বীয় স্ত্রীর পানাহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান ও এগুলির আনুষঙ্গিক বিষয়াদির ব্যয়ভার পুরোপুরিভাবে বহন করবে।

আল্লাহ বলেন, 'সন্তানদের জন্মদাতার উপরেই নিয়মানুযায়ী তাদের খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যয়ভার অর্পিত' *(বাক্বারাহ ২৩৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, যখন তুমি পরিধান করবে তখন তাকেও পরিধান করাবে। তার মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না, তাকে মন্দ বলবে না এবং ঘরেই তার কাছ থেকে শয্যা ত্যাগ করবে'।[৪]

স্বামীর উপর স্ত্রীর আরেকটি অধিকার হচ্ছে, স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকলে, তাদের মাঝে সমতা বজায় রাখবে। আর তাদের ব্যয়, বাসগৃহ, শয্যা এবং সম্ভাব্য সকল বিষয়ে সমতা বিধান করবে। কেননা তাদের মধ্যে কোন একজনের দিকে ঝুঁকে যাওয়াটা কবীরা গুনাহ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তির দু'জন স্ত্রী আছে, সে তাদের কোন একজনের দিকে ঝুঁকে পড়লে ক্বিয়ামতের দিন সে ঝুলন্ত পার্শ্ব নিয়ে উঠবে'।[৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর স্ত্রীদের মাঝে পালা নির্ধারণ করে সমতা বিধান করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! এ হচ্ছে আমার অধিকারভুক্ত বিষয়। সুতরাং যে সকল বিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই, সে সমস্ত বিষয়ে তুমি আমাকে পাকড়াও করো না'।[৬] যদি স্ত্রীদের মধ্যে কেউ সন্তুষ্টচিত্তে অন্যকে স্বীয় সময় দিয়ে দেয়, তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রী সাওদা (রাঃ) তাঁর নির্ধারিত সময় আয়েশা (রাঃ)-কে দান করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা ও সাওদা উভয়ের সময় আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে অতিবাহিত করতেন'।[৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মৃত্যুপূর্ব রোগাক্রান্ত অবস্থায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কালকে আমি কোথায়? অর্থাৎ আমি কোথায় রাত্রি যাপন করব? তখন তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যেকোন ঘরে থাকার অনুমতি দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যু পর্যন্ত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে অবস্থান করেন'।[৮]

অনুরূপভাবে স্ত্রীর উপরও স্বামীর হক্ব রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নারীদের উপর তাদের যেরূপ হক্ব রয়েছে, অদ্রূপ নারীদেরও তাদের উপর হক্ব রয়েছে। তবে নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২২৮)*।

স্বামী হ'ল স্ত্রীর অভিভাবক। তাই সে তার কল্যাণ করবে, তাকে শিষ্টাচার শিখাবে ও দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এজন্য যে, আল্লাহ তাদের একজনের উপর অপরজনকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্য যে তারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে থাকে' *(নিসা ৩৪)*।

স্ত্রীর উপর স্বামীর আরেকটি হক্ব হচ্ছে, স্ত্রী আল্লাহ্র অবাধ্যাচরণ ব্যতীত সকল বিষয়ে স্বামীর অনুগত হয়ে চলবে এবং তার গুপ্ত বিষয় এবং ধন-সম্পদের সংরক্ষণ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি আমি কাউকে কারো জন্য সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে স্ত্রীকে তার স্বামীর জন্য সিজদা করার নির্দেশ দিতাম' *(তিরমিযী)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'যদি স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় আসতে ডাকে কিন্তু সে আসতে অস্বীকার করে এবং স্বামী তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে, তাহ'লে ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত তাকে (স্ত্রীকে) অভিশাপ দিতে থাকে'।[৯]

স্ত্রীর উপর স্বামীর আরেকটি হক্ব হচ্ছে, স্ত্রী এমন কোন কাজ করবে না, যাতে স্বামীর অপকার হয়। যদি সেটা নফল ইবাদতও হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন স্ত্রী স্বামীর বিনা অনুমতিতে নফল ছিয়াম রাখতে পারবে না'।[১০] এমনিভাবে স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার শয়ণ কক্ষে কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়াও জায়েয নয়'।[১১]

---

৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪০।*
৪. *আহমাদ, আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩২৫৯।*
৫. *তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩২৩৬।*
৬. *তিরমিযী, আবূদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩২৩৫।*
৭. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৩০।*
৮. *বুখারী, মিশকাত হা/৩২৩১।*
৯. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪৬।*
১০. *আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ হা/৩২৬৯।*
১১. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪৬।*

(৭) শাসকগোষ্ঠী ও জনসাধারণের হক্বঃ

শাসকগোষ্ঠী তারাই, যারা মুসলমানদের যাবতীয় বিষয়াদির দায়িত্বভার গ্রহণ করে। চাই সে দায়িত্বটা ক্ষুদ্র হোক অথবা বৃহৎ হোক। যেমন- রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা বিশেষ কোন গণ্ডীর কর্তা। এদের সবার উপর জনসাধারণের হক্ব রয়েছে। আর জনসাধারণের এই হক্ব আদায় করা তাদের উপর ওয়াজিব। এমনিভাবে তাদেরও জনসাধারণের উপর কিছু হক্ব রয়েছে।

শাসকদের উপর জনসাধারণের হক্ব হচ্ছে- তাদের উপর অর্পিত আমানত পূর্ণ করবে। এ আমানত পূর্ণ করাটা আল্লাহ তাদের জন্য আবশ্যক করেছেন। অর্থাৎ তারা জনসাধারণকে ভাল উপদেশ দিবে। তাদেরকে নিয়ে সুন্দর আদর্শের পথে চলবে, যা ইহকাল ও পরকালে কল্যাণের কারণ হয়। তাহ'লে ঈমানদারদের পথের অনুসরণ করা হবে, যা প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুসরণ। কেননা এর মধ্যে তাদের নিজেদের, তাদের অধীনস্তদের এবং জনসাধারণের কল্যাণ রয়েছে। ফলে শাসকদের প্রতি জনসাধারণ সন্তুষ্ট থাকে। তাদের পরস্পরের মধ্যে সু-সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, তাদের নির্দেশের প্রতি জনগণের আনুগত্য আসে এবং যে সমস্ত বিষয়ে জনসাধারণ তাদেরকে কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছে, সেগুলির যথাযথ আমানত রক্ষা হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট রাখে, আল্লাহ তাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখেন এবং তাদেরকে তার প্রতি সন্তুষ্ট বানিয়ে দেন। কেননা আল্লাহ্র হাতে মানুষের অন্তর। তিনি যেভাবে চান সেভাবেই তা পরিবর্তন করেন।

জনসাধারণের উপর শাসকদের হক্ব হচ্ছে- শাসনকার্যে জনসাধারণ তাদেরকে উপদেশ দান করবে এবং তারা ভুলে গেলে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবে। ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হ'লে তাদের জন্য দো'আ করবে এবং আল্লাহ্র অবাধ্যাচরণ ব্যতীত সর্ববিষয়ে তাদের নির্দেশ মান্য করবে। কেননা এর দ্বারা রাষ্ট্রীয় কার্যের স্থায়িত্ব ও সু-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাদের বিরুদ্ধাচরণ ও অবাধ্যতায় অরাজকতা ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এজন্য আল্লাহ পাক তাঁর নিজের অনুসরণ, তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ এবং শাসকদের অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তোমাদের শাসকদের অনুসরণ কর' *(নিসা ৫৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুসলিম ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব হ'ল যে, সে তাঁর (শাসক) পসন্দনীয় বিষয় কিংবা অপসন্দনীয় বিষয়ে শ্রবণ করবে এবং অনুসরণ করবে, যতক্ষণ না (আল্লাহ্র) অবাধ্যাচরণে আদিষ্ট হবে। আর আল্লাহ্র অবাধ্যাচরণে আদিষ্ট হ'লে শুনবে না এবং অনুসরণও করবেনা'।[১২]

১২. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬৪।*

আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন, 'আমরা একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে সফরে ছিলাম। অতঃপর আমরা এক জায়গায় অবতরণ করলাম। এমন সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর এক ঘোষক ঘোষণা দিলেন যে, 'ছালাতের জন্য একত্রিত হৌন'। তখন আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে সমবেত হ'লাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আল্লাহ প্রেরিত প্রত্যেক নবীর উপর এটা ফরয ছিল যে, তিনি তার উম্মতকে নিজ জ্ঞান অনুযায়ী কল্যাণকর বিষয়ের দিক নির্দেশনা দিবেন এবং অকল্যাণকর বস্তু থেকে ভীতি প্রদর্শন করবেন। তোমাদের এই উম্মতের শুরুতে নিরাপত্তা রয়েছে এবং শেষে রয়েছে এমন বিপদ, যেগুলিকে তোমরা অপসন্দ কর। এরূপ ফিৎনা যখন আসবে তখন ঈমানদার ব্যক্তি বলবে, এর মধ্যেই ধ্বংস রয়েছে, কিংবা এটাই আমার ধ্বংসের কারণ। যে ব্যক্তি চায় তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক, তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে, যখন সে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে। প্রত্যেক মানুষের কাছে তার পসন্দনীয় বস্তুর আগমন ঘটুক। যে ব্যক্তি ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান)-এর কাছে বায়'আত করল আর তার হাতে হাত দিল এবং অন্তর দিয়ে তা মেনে নিল, সে যেন সাধ্যানুযায়ী তার আনুগত্য করে। অতঃপর অন্য কেউ যদি তার সাথে বিবাদ করতে আসে, তবে তার (অপরজনের) গর্দান কেটে দিবে'।[১৩]

সালমা ইবনু ইয়াযীদ আল কূফী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)! যদি আমাদের উপর এমন শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, যাঁরা আমাদের নিকট থেকে তাদের হক্ব পুরোপুরি আদায় করিয়ে নেন, কিন্তু আমাদের হক্ব আদায় করেন না, তাদের সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে পুনরায় একই প্রশ্ন করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা তার কথা শ্রবণ কর এবং তাকে মান্য কর। কারণ তাদের দায়িত্বভার তাদের উপর এবং তোমাদের দায়িত্বভার তোমাদের উপর'।[১৪]

জনসাধারণের উপর শাসনকর্তাদের আরেকটি হক্ব হচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীতে জনসাধারণ তাদেরকে সাহায্য করবে। যাতে তারা শাসনকর্তাদের উপর অর্পিত কার্যাদির বাস্তবায়নে সাহায্যকারী হ'তে পারে। আর এজন্য সবাইকে নিজ নিজ কার্য, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। যাতে সঠিক পদ্ধতিতে কার্যাদি পরিচালিত হয়। কেননা জনসাধারণ যদি শাসকদেরকে তাদের দায়িত্ব সমূহে সাহায্য না করে, তবে কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়া সম্ভব নয়।

[চলবে]

১৩. *মুসলিম, হা/১৮৪৪ 'আমীরের বায়'আত পূর্ণ করা ওয়াজিব' অনুচ্ছেদ।*
১৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭৩।*

মৌমাছি ও মধুঃ ইসলাম ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ

*ইমামুদ্দীন বিন আবদুল বাছীর**

পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কুরআন মজীদে কয়েকটি কীট-পতঙ্গের কাছ থেকে মানুষের শিক্ষণীয় দিক আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে মৌমাছি একটি। মৌমাছির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হচ্ছে মধু। অসংখ্য ফলের নির্যাস থেকে এই মধু তৈরী হয়, যা বহু রোগের প্রতিষেধক বলে আধুনিক বিজ্ঞানও মতামত প্রকাশ করেছে। আজ থেকে বহু পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর পাক কালামে মধুর গুণ বর্ণনা করেছেন। ধরিত্রীর শ্রেষ্ঠ মানব নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রিয় ও পসন্দনীয় পানীয় ছিল মধু। ইহা এক তৃপ্তিদায়ক পানীয়, যা পানে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। অপর দিকে বহু রোগও নিরাময় হয়। মধু আল্লাহ্‌র এক বিশেষ দান। তিনি তাঁর বান্দাদের বিভিন্ন পন্থায় মধুর যোগান দিয়ে থাকেন।

মধু ও মৌমাছি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'আপনার পালনকর্তা মধুমক্ষিকাকে আদেশ দিলেনঃ পর্বতগাত্রে, বৃক্ষ এবং উঁচু চালে গৃহ নির্মাণ কর। এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর এবং আপন পালনকর্তার উন্মুক্ত পথ সমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন' *(নাহল ৬৮-৬৯)*।

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম মৌমাছি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন, অতঃপর মধু সম্পর্কে। সুতরাং আমাদেরও মৌমাছি সম্পর্কে কিছু জানা দরকার।

মৌমাছির পরিচয় ও তার প্রকারভেদঃ

মৌমাছি গুরুত্বপূর্ণ এক প্রকার পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণী। এ প্রাণী দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। বিভিন্ন রকম ফুল থেকে নির্যাস (Nectar) সংগ্রহ করে মধু উৎপন্ন করতে পারে বলে একে মৌমাছি বলে।[১]

আর একটু পরিষ্কার করে বলা যায়, মৌমাছি একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গ ও সামাজিক প্রাণী। তারা সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে বিধায় তাদেরকে সামাজিক জীব বলা হয়। পারস্পরিক সহযোগিতা, সমন্বয়, শান্তি-শৃঙ্খলা, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও বন্টন এবং সুসংগঠিত জীবন যাত্রাই হচ্ছে মৌমাছিদের দৈনন্দিন জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য।

মৌমাছির দৃষ্টিশক্তি খুবই প্রখর। এরা এক লিঙ্গ বিশিষ্ট পতঙ্গ। রাণী ও কর্মী মৌমাছির তলপেটের শেষ প্রান্তে একটি করে হুল (Sting) রয়েছে। তদুপরি কর্মী মৌমাছির ক্ষেত্রে পরাগঝুড়ি, মধুথলি, মোমগ্রন্থি, অক্ষম স্ত্রীলিঙ্গ এবং পুরুষ ও রাণীর ক্ষেত্রে যথাক্রমে সক্ষম পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ রয়েছে।[২] আল-কুরআনে যে তিনটি প্রাণীকে (মৌমাছি, মাকড়সা ও পাখি) উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই তিনটি প্রাণীর আচরণ সম্পর্কে মানুষ এ যাবত যে তথ্যজ্ঞান অর্জন করেছে, তাতে দেখা গেছে এক ধরনের বিস্ময়কর স্নায়ুতান্ত্রিক ব্যবস্থা এই তিন প্রাণীর আচার-আচরণের পিছনে ক্রিয়াশীল। অধুনা আরো জানা সম্ভব হয়েছে যে, এক ধরনের নাচের মাধ্যমে এক মৌমাছি অপর মৌমাছির সঙ্গে বার্তা বিনিময় করে থাকে। নাচের মাধ্যমেই এক মৌমাছি অপর মৌমাছিকে জানাতে পারে কোন ফুল থেকে মধু আহরণ করতে হবে; সে ফুল কোন দিকে কত দূরে। মৌমাছিদের সম্পর্কে বিজ্ঞানী ভনফ্রিশ যে সুবিখ্যাত ও মূল্যবান গবেষণা পরিচালনা করেছেন, তাতে তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রধানত শ্রমিক মৌমাছিরাই এক ধরনের অঙ্গ সঞ্চালনের (নৃত্য) মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে তথ্য বিনিময় করে থাকে।[৩]

পূর্বেই বলা হয়েছে, মৌমাছির দৃষ্টিশক্তি খুবই প্রখর। আমাদের দু'টি মাত্র চোখ আছে। এ চোখ দিয়ে শুধু সামনে দেখি। পিছনে, পাশে বা ওপরে দেখবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু মৌমাছি সব দিকেই দেখতে পায়। কারণ এদের চোখ পাঁচটি। মাথার উপরে তিনটি, ডানে ও বামে দু'টি। পাঁচটি চোখ আমাদের ৩৫০০ চোখের সমান।[৪]

প্রকারভেদঃ

বাংলাদেশ ও ভারতে সাধারণত পাঁচ প্রজাতির মৌমাছি দেখা যায়। যেমন-

(১) এপিস সিরানা (Apis cerana F.) বা দেশী মৌমাছি।

(২) এপিস ডরেসটা (Apis dorsata F.) বা বন্য মৌমাছি।

(৩) এপিস মিলেফেরা (Apis milli Fera L.) বা ইউরোপীয় মৌমাছি।

(৪) এপিস ফ্লোরিয়া (Apis Florea F.) বা আফ্রিকান মৌমাছি।[৫]

(৫) এপিস ট্রাইগোনা (Apis trigona)।[৬]

---

* আখিলা, উজিরপুর, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

১. কৃষি ও বনায়ন (ঢাকাঃ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় প্রকাশঃ ১৯৯৭ ইং), পৃঃ ১৪১।

২. মাসিক অগ্রপথিক (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ), ১৬ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল ২০০১, পৃঃ ১০৭।

৩. ডঃ মরিস বুকাইলি, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান রূপান্তরঃ আখতার উল-আলম (ঢাকাঃ জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ১৯৯৬ ইং), পৃঃ ২৬১-২৬২; মুহাম্মাদ শাহজাহান খান, কোরআন এক বিস্ময়কর বিজ্ঞান (ঢাকাঃ সুলেখা প্রকাশনী, ১ম সংস্করণঃ ২০০০ ইং), পৃঃ ১৪৩।

৪. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, বিজ্ঞান না কোরআন (কলিকাতাঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৬ ইং), পৃঃ ১১০-১১১; তাদের এই সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির জন্যই তারা চতুর্দিকে দেখতে পায় ও বহু দূর থেকে মধু সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। তাদের ডানাও চারটা। এতে উড়বার যথেষ্ট সুবিধে হয়। দ্রঃ তদেব।

৫. মাসিক অগ্রপথিক, পৃঃ ১০৭; কৃষি ও বনায়ন, পৃঃ ১৪৩।

৬. মাসিক অগ্রপথিক, পৃঃ ১০৭।

সামাজিক পদ্ধতিতে বসবাসঃ

প্রত্যেক মৌচাকে একটি করে রাণী মৌমাছি থাকে। এরা সত্যিকারের রাণীর মর্যাদাই পায়। দাস-দাসী তার সেবা শুশ্রূষায় সর্বদাই নিয়োজিত। রাণী তিন প্রকার ডিম দিয়ে থাকে। এক প্রকার ডিম হ'তে রাজা, এক প্রকার ডিম হ'তে রাণী এবং এক প্রকার ডিম হ'তে মজুর দলের সৃষ্টি হয়। যে ডিম হ'তে মজুর দলের সৃষ্টি হয় তাদের সংখ্যা অনেক বেশী। সমাজে মজুরের দরকার অনেক বেশী। তাই এ জাতীয় ডিমের সৃষ্টি হয় অগণিত। সৃষ্টির কি রহস্য![৭] শেক্সপিয়ার 'চতুর্থ হেনরী' নাটকের কিছু চরিত্রে মৌমাছির ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, মৌমাছিরা হচ্ছে সৈন্য এবং তাদের একজন রাজা আছে। এ কথায় শেক্সপিয়ারের সময়কার লোকজন চিন্তা করত যে, যে সকল মৌমাছিকে চারদিকে উড়তে দেখা যায় সেগুলি পুরুষ এবং বাসায় ফিরে তারা একজন রাজার কাছে জবাবদিহি করে। কিন্তু তা মোটেই সঠিক নয়। সত্য ঘটনা হচ্ছে তারা স্ত্রী জাতীয় এবং তারা একজন রাণীর কাছে জবাবদিহি করে।[৮]

মৌমাছিদের বসবাসের সামাজিক পদ্ধতি ও সাংগঠনিক প্রক্রিয়া দেখে হতবাক না হয়ে পারা যায় না। মৌমাছিদের বোধশক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাদের শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে সুন্দর রূপে অনুমান করা যায়। এই দুর্বল প্রাণীর জীবন ব্যবস্থা মানুষের রাজনীতি ও শাসননীতির সাথে চমৎকারভাবে মিলে যায়। সমগ্র আইন-শৃঙ্খলা একটি বড় মৌমাছির হাতে থাকে এবং সেই হয় মৌমাছি ফুলের শাসক। তার চমৎকার সংগঠন ও কর্ম বন্টনের ফলে গোটা ব্যবস্থা বিশুদ্ধ ও সুশৃঙ্খল রূপে পরিচালিত হ'তে থাকে। তার অভাবনীয় ব্যবস্থা ও অলঙ্ঘনীয় আইন ও বিধিমালা দেখে মানব-বুদ্ধি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। স্বয়ং এই 'রাণী মৌমাছি' তিন সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ছয় হাযার থেকে বার হাযার পর্যন্ত ডিম দেয়। দৈহিক গড়ন ও অঙ্গ-সৌষ্ঠবের দিক দিয়ে অন্য মৌমাছিদের চাইতে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

সে কর্ম বন্টন পদ্ধতি অনুসারে প্রজাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত করে। তাদের কেউ দ্বার রক্ষকের দায়িত্ব পালন করে এবং অজ্ঞাত ও বাইরের জনকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না। কেউ কেউ ডিমের হেফাযত করে। কেউ কেউ অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের লালন-পালন করে। কেউ স্থাপত্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কর্ম সমাধা করে। তাদের নির্মিত অধিকাংশ চাকে বিশ হাযার থেকে ত্রিশ হাযার পর্যন্ত ঘর থাকে। কেউ কেউ মোম সংগ্রহ করে স্থপতিদের কাছে পৌঁছাতে থাকে। তারা মোম দ্বারা নিজেদের গৃহ নির্মাণ করে। তারা গুড়া থেকে মোম সংগ্রহ করে। আখের গায়ে এই সাদা গুড়া প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। কোন কোন মৌমাছি বিভিন্ন প্রকার ফুল ও ফলের উপর বসে রস চুষে। এই রস তাদের পেটে পৌঁছে মধুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মধু মৌমাছি ও তাদের সন্তানদের খাদ্য এবং এটি আমাদের সবার জন্য স্বাস্থ্যকর পানীয় এবং রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র।

মৌমাছিদের এই বিভিন্ন দল অত্যন্ত তৎপরতা সহকারে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে এবং সম্রাজ্ঞীর প্রত্যেকটি আদেশ মনে-প্রাণে শিরোধার্য করে নেয়। যদি কোন মৌমাছি আবর্জনার স্তূপে বসে যায়, তবে চাকের দারোয়ান তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে বাধা দান করে এবং সম্রাজ্ঞীর আদেশে তাকে হত্যা করা হয়। তাদের এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ও কর্মকুশলতা দেখে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।[৯]

জনৈক মক্ষিকা তত্ত্ববিদ মক্ষিকাদের কর্ম-পদ্ধতি ও শৈল্পিক নিপুণতা দেখে অবাক হয়ে বলেছিলেন-

"How mighty and how majestic are the works and with what a pleasant dread? There swell the sout."

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! তোমার কার্যবিধি কি সুগভীর পন্থায় নিরুপিত! এটা অন্তরের মধ্যে তোমার ভীতি আনয়ন করে এবং আত্মাকে উন্নত করে'।[১০]

কার্যগত পার্থক্যঃ

রাণী মৌমাছিঃ ডিম পাড়া ও বংশ বৃদ্ধি করাই এ মৌমাছির প্রধান কাজ। একটি রাণী মৌমাছি দিনে প্রায় ১৮০০-৩০০০ ডিম পাড়ে এবং ক্রমাগত কয়েক দিন পর্যন্ত ডিম দিতে পারে।[১১]

পুরুষ মৌমাছিঃ এরা অলস প্রকৃতির। প্রজনন করাই এদের একমাত্র কাজ।[১২] এ মৌমাছিকে ড্রোন বা অলস বলার কারণ এরা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করতে পারে না, মোম তৈরী করতে পারে না, এমনকি হুল না থাকায় হুলও ফোটাতে পারে না।[১৩]

কর্মী মৌমাছিঃ এরা সব ধরনের মৌমাছি অপেক্ষা কর্মঠ। দেহ মোম নিঃসৃত করে, মৌচাক তৈরী করে, ফুল থেকে রস আহরণ করে, বাচ্চা মৌমাছিকে খাওয়ানো ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক সব কাজই এরা করে। কর্মী মৌমাছি নাচের মাধ্যমে অন্যান্য সহকর্মীদের ফুলের সন্ধান জানিয়ে দেয়।[১৪]

মোদ্দাকথা, মৌমাছি একটি আদর্শবান পতঙ্গ। তার থেকে মানুষ অনেক কিছুই শিক্ষা নিতে পারে।

---

৭. *বিজ্ঞান না কোরআন, পৃঃ ১১১-১১২।*

৮. *ডাঃ খন্দকার আব্দুল মান্নান, কমপিউটার ও আল-কোরআন (ঢাকাঃ ইশায়াতে ইসলাম কুতুব খানা, ১৯৯৬ ইং), পৃঃ ৮৮-৮৯; তথাপি এ ব্যাপারটি আবিষ্কার করতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য বিগত ৩০০ বছরের প্রয়োজন হয়েছিল। অথচ আল-কোরআন চৌদ্দশ বছর পূর্বেই এ তথ্য আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৮৯।*

৯. *মুফতী মোহাম্মদ শফী (রহঃ), তাফসীরে মা'রেফুল কোরআন, অনুবাদঃ মাওলানা মহিউদ্দীন (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণঃ ১৯৮২ ইং), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৩-৪০৪।*

১০. *বিজ্ঞান না কোরআন, পৃঃ ১১১।*

১১. *কৃষি ও বনায়ন, পৃঃ ১৪৫।* ১২. *তদেব।*

১৩. *মাসিক অগ্রপথিক, পৃঃ ১১০। এদের কোন হুল নেই এবং পেটের শেষ প্রান্ত দেখতে ভোঁতা। দ্রঃ তদেব।*

১৪. *কৃষি ও বনায়ন, পৃঃ ১৪৫।*

মধুর পরিচয়ঃ

মধু এক প্রকার মিষ্টি আঠাল বস্তু, যা মূলতঃ বিভিন্ন প্রকার শর্করার দ্রবীভূত রূপ। এর রং গাঢ় বাদামী থেকে সোনালী পীত বর্ণের হয়ে থাকে। মৌমাছিরা ফুলের রেণু হ'তে এ মধু আহরণ করে ও ভবিষ্যতের জন্য এদের খাদ্য হিসাবে জমা করে রাখে। মধু সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রায় একমাত্র প্রাকৃতিক মিষ্টি দ্রব্য। যে সব ফুলের রেণু হ'তে এ মধু আহরিত হয় সেই সব ফুলের ধরণ অনুসারে এর স্বাদ, বর্ণ ও প্রস্তুত প্রণালী বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। মধুর উৎস হিসাবে ব্যবহৃত ফুলের প্রকারভেদের উপরই মধুর ঘ্রাণ ও রং উভয়ই নির্ভর করে। ধারণা করা হয় যে, মধুর তামাটে বর্ণের কারণেই এর রং অস্বচ্ছ ও স্বাদ তীব্র হয়ে থাকে। ক্যারোটিন বা য্যান্থফিল এর কারণে মধুর রং ঈষৎ হলুদ বর্ণ হয়। সরষে ফুল থেকে প্রাপ্ত মধুর এটাই বৈশিষ্ট্য। অ্যান্থসিয়ানিন এর কারণে সাদা লবঙ্গ জাতীয় গাছের ফুল হ'তে প্রাপ্ত মধুর রং গোলাপী-লাল বর্ণের হয়ে থাকে।[১৫]

মধু তৈরী প্রক্রিয়াঃ

ফুলের পুষ্প মঞ্জরী থেকে মৌমাছিরা মধু আহরণ করে। মাত্র ১০০ গ্রাম মধু আহরণ করতে মৌমাছিকে প্রায় দশ লক্ষ ফুলে ভ্রমণ করতে হয়। ফুল থেকেই ফলের জন্ম হয়। মৌমাছিরা ফুলের পরাগায়নে সহায়তা করে। ফুলে ভ্রমণ করলেও পক্ষান্তরে ফলেই ভ্রমণ করে থাকে। একটি পূর্ণ বয়স্ক মৌমাছি তার দেহের ওযনের পরিমাণের এক চতুর্থাংশ থেকে দুই চতুর্থাংশ পুষ্পরস সংগ্রহ করে পাকস্থলীতে বয়ে নিয়ে গৃহস্থ মৌমাছিদের কাছে জমা দেয়। গৃহস্থ মৌমাছি পুষ্পরসকে পাকস্থলীতে ধারণ করে এবং তাকে ১২০ থেকে ১৪০ বার উদগীরণ ও গলাধঃকরণ করে। ফলে পাকস্থলীতে জটিল প্রক্রিয়ায় মধু তৈরী হয়।[১৬] অতঃপর তা মৌচাকের কুঠরীতে জমা করে মোম দিয়ে ঢেকে দেয়। আল্লাহ্‌র আদেশে মৌমাছি পর্বত গাত্রে, বৃক্ষে এবং উঁচু ডালে যে গৃহ তৈরী করে তাই মোচাক নামে পরিচিত। এই মৌচাকেই সঞ্চিত হয় মধু।[১৭]

ফুলে ফুলে মধু আহরণ করলেও মৌচাকের মধু ফুলের মধু থেকে যে আলাদা এবং সে মধু যে মৌমাছিদের দেহ নিঃসৃত তাও বিজ্ঞানের আধুনিক আবিষ্কার। সংগ্রাহক মৌমাছিরা সংগৃহীত মধু গ্রাহক মৌমাছিকে খাওয়ায়-যারা নিজেদের শরীরের বিশেষ গ্রন্থী রসের সাথে মিশিয়ে মৌচাকে গাঢ় মধু তৈরী করে।[১৮]

মধুতে কি থাকে?

মধুর শতকরা গড় উপাদান হচ্ছে ৪০.৫% লেভালুজ, ৩৪% ডেকসট্রোজ, ১.৯% সুক্রোজ, ১৭.৭% পানি, ১.৯% ডেকসট্রিন ও গাস এবং ০.১৮% ভষণ। এ ছাড়া মধুর মধ্যে আছে ১.৫-৬% অন্যান্য পদার্থ।[১৯] আবার কারো কারো মতে, ১০০ গ্রাম মধুতে নিম্নলিখিত উপাদান পাওয়া যায়। পানি ১৪-২০ গ্রাম, শর্করা ৭০.৮০ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৫ মিলিগ্রাম, লোহা ০.০ মিলিগ্রাম, খনিজ লবণ ০.২ গ্রাম, আমিষ ০.৩ গ্রাম, ভিটামিন-বি ০.০৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-সি ৪.০০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-এ সামান্য পরিমাণ, ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স সামান্য পরিমাণ।[২০] মধুতে যে সব এসিড পাওয়া যায় সেগুলির নাম সাইট্রিক, ম্যালিক, বুটানিক, গ্লুটামিক, স্যাক্রিনিক, ফরমিক, এসেটিক, পাইরোগ্লুটামিক এবং এমাইনো এসিড।[২১]

মধুতে মিশ্রিত খনিজ দ্রব্যগুলি হচ্ছে পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, সিলিকা, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরাইড, সালফেট, ফসফেট, কপার, লৌহ, ম্যাংগানিজ প্রভৃতি। থায়ামিন, রিভোফ্লোবিন, ভিটামিন কে এবং ফলিক এসিড নামক ভিটামিন মধুতে বিদ্যমান থাকে।[২২]

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয় পানীয় মধুঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মধু পান করতে খুবই পসন্দ করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিষ্টি ও মধু পসন্দ করতেন'।[২৩] মধু পান সম্পর্কে একটি চমৎকার ঘটনা আছে, যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ ছহীহ বুখারী সহ বেশ কিছু ছহীহ গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পত্যহ আছরের পর প্রত্যেক বিবিদের নিকট কুশল বিনিময় করতেন। একদা হযরত যয়নাব (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে একটু বেশী সময় কাটালেন এবং মধু পান করলেন। এতে আমার ঈর্ষা হওয়ায় হযরত হাফছার সাথে পরামর্শ করলাম যে, রাসূল (ছাঃ) আসলে বলব, আপনি 'মাগাফির' পান করছেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হ'ল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, না আমি মধু পান করেছি। তখন সেই বিবি বললেন, হয়ত মৌমাছি 'মাগাফীর' রস চুষে ছিল, যার ফলে মধু দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে। এতে রাসূল (ছাঃ) মধু পান করবেন না বলে কসম করলেন।, এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সূরা 'তাহরীম' অবতীর্ণ হয়।[২৪]

[চলবে]

---

১৫. Scientific Indications in the Holy Quran, (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1995) p. 285.

১৬. চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, মধু মৌমাছির বিষ্ঠা, না মুখের থুথু। দার্শনিক এরিস্টটল কাচের একটি উৎকৃষ্ট পাত্রে চাক তৈরী করে তাতে মৌমাছিদেরকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি তাদের কর্ম-পদ্ধতি নিরীক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৌমাছিরা সর্বপ্রথম পাত্রের অভ্যন্তর ভাগে মোম ও কাদার একটি মোটা প্রলেপ বসিয়ে দেয় এবং অভ্যন্তর ভাগ পূর্ণরূপে আবৃত না হওয়া পর্যন্ত কাজই শুরু করেনি। দ্রঃ তাফসীরে মা'রেফুল কোরআন, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪০৮।

১৭. ডাঃ মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন সুন্নাহ (ঢাকাঃ কাসেমিয়া লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশঃ ১৯৯৯ ইং), পৃঃ ২৩।

১৮. বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, পৃঃ ২৬২, ২নং টিকা দ্রঃ।

১৯. Scientific Indications in the Holy Quran, p. 285.

২০. কৃষি ও বনায়ন, পৃঃ ১৪২-১৪৩।

২১. বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন সুন্নাহ, পৃঃ ২৪। ২২. তদেব।

২৩. বুখারী। গৃহতীঃ ওয়ালিউদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-খাত্বীব আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাছাবীহ (ঢাকাঃ ইমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি.), পৃঃ ৩৬৫।

২৪. বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীরে মা'রেফুল কোরআন, পৃঃ ১৩৮৬। মাগাফীর এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠাকে বলা হয়। রাসূল (ছাঃ) সর্বদা দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস হ'তে সযত্নে বেঁচে থাকতেন। বিধায় রাসূল (ছাঃ) মধু খাবেন না বলে শপথ করেন। অবশ্য বিভিন্ন রেওয়ায়াতে বিভিন্ন ভাবে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। এসব ঘটনাকে কেন্দ্রে করেই সূরা 'আত-তাহরীম' নাযিল হয়। দ্রঃ তদেব।

ঈদে মীলাদুন্নবী

-আত-তাহরীক ডেস্ক

সংজ্ঞাঃ 'জন্মের সময়কাল'কে আরবীতে 'মীলাদ' বা 'মাওলিদ' বলা হয়। সে হিসাবে 'মীলাদুন্নবী'-র অর্থ দাঁড়ায় 'নবীর জন্ম মুহূর্ত'। নবীর জন্মের বিবরণ, কিছু ওয়ায ও নবীর রূহের আগমন কল্পনা করে তার সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে 'ইয়া নবী সালাম আলায়কা' বলা ও সবশেষে জিলাপী বিলানো- এই সব মিলিয়ে 'মীলাদ মাহফিল' ইসলাম প্রবর্তিত 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আযহা' নামক দু'টি বার্ষিক ঈদ উৎসবের বাইরে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে তৃতীয় আরেকটি ধর্মীয় (?) অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

আবিষ্কর্তাঃ ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫৮৯ হিঃ) কর্তৃক নিয়োজিত ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হিঃ) সর্বপ্রথম কারো মতে ৬০৪ হিঃ ও কারো মতে ৬২৫ হিজরীতে মীলাদের প্রচলন ঘটান রাসূলের মৃত্যুর ৫৯৩ বা ৬১৪ বছর পরে। এই দিন তারা মীলাদুন্নবী উদযাপনের নামে চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হ'ত। গভর্ণর নিজে তাতে অংশ নিতেন।

ধর্মীয় সমর্থনঃ রাজনৈতিক স্বার্থে আবিষ্কৃত এই মীলাদ অনুষ্ঠানের সমর্থনে তৎকালীন আলেম সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন আবুল খাত্ত্বাব ওমর বিন দেহিইয়াহ (৫৪৪-৬৩৩ হিঃ)। তিনি মীলাদের সমর্থনে বহু জাল ও বানাওয়াট হাদীছ জমা করেন।

মৃত্যুদিবসে জন্মবার্ষিকীঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর সঠিক জন্মদিবস হয় ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার। ১২ রবীউল আউয়াল সোমবার ছিল তাঁর মৃত্যুদিবস। অথচ আমরা ১২ রবীউল আউয়াল রাসূলের মৃত্যুদিবসেই তাঁর জন্মবার্ষিকী বা 'মীলাদুন্নবী'র অনুষ্ঠান করছি।

ইমাম মালেক -এর উক্তিঃ তিনি স্বীয় ছাত্র ইমাম শাফেঈকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীদের সময়ে যে সব বিষয় 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত ছিল না, বর্তমান কালেও তা 'দ্বীন' হিসাবে গৃহীত হবে না। যে ব্যক্তি ধর্মের নামে ইসলামে কোন নতুন প্রথা চালু করল, অতঃপর তাকে ভাল কাজ বা 'বিদ'আতে হাসানাহ' বলে রায় দিল, সে ধারণা করে নিল যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় রিসালাতের দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করেছেন' (স. স.)।

'এপ্রিল ফুল' (April fool)

-আত-তাহরীক ডেস্ক

দিনটি খৃষ্টানদের কাছে আনন্দের ও মুসলমানদের কাছে বিষাদের দিন। ১৪৯২ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে ইউরোপের স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র স্পেনের রাজধানী গ্রানাডায় নযীরবিহীন প্রতারণার মাধ্যমে ৭ লক্ষ নিরস্ত্র মুসলিম নরনারী ও শিশুকে শহরের মসজিদ সমূহে তালাবদ্ধ করে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে নরপশু খৃষ্টান রাজা ফার্ডিন্যাণ্ডের নেতৃত্বে সম্মিলিত খৃষ্টান বাহিনী। পুড়ন্ত মুসলমানের কাতর আর্তনাদ ও জ্বলন্ত লাশের উৎকট গন্ধে মদমত্ত খৃষ্টান হানাদাররা সেদিন উল্লাসে নৃত্য করেছিল। সেই সাথে সমাপ্তি ঘটেছিল বিশ্ব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকেন্দ্র, আধুনিক বিজ্ঞানের উৎসভূমি, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সভ্যতার চারণ ক্ষেত্র, তুলনাহীন শিল্প নৈপুন্যের ও কারুকার্যের শিখর দেশ, ইতিহাস খ্যাত কর্ডোভা, সেভিল, গ্রানাডার সুতিকাগার উমাইয়া মুসলিম স্পেনের ৮০০ বছরের গৌরবোজ্জ্বল শাসনকালের।

পতনের ইতিবৃত্তঃ আব্বাসীয়দের নিষ্ঠুর হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া আবদুর রহমান আদ-দাখিল -এর মাধ্যমে ৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপের মাটিতে প্রথম স্বাধীন স্পেনীয় মুসলিম রাষ্ট্রের সূচনা হয়। ইসলামী শাসনের শাশ্বত সৌন্দর্য ও ন্যায়বিচারে মুগ্ধ হয়ে হাযার হাযার মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিল্প-সভ্যতার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হ'তে থাকে। যা ইউরোপীয় খৃষ্টান রাজাদের চক্ষুশূলের কারণ হয়। ফলে ইউরোপের মাটি থেকে মুসলিম শাসনের উচ্ছেদ চিন্তায় তারা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অতঃপর পর্তুগীজ রাণী ইসাবেলা পার্শ্ববর্তী চরম মুসলিম বিদ্বেষী খৃষ্টান রাজা ফার্ডিন্যাণ্ডকে বিবাহ করে দু'জনে মিলে নেতৃত্ব দেন উক্ত চক্রান্ত বাস্তবায়নের।

প্রথমে তারা স্পেনের মুসলিম যুবরাজকে প্রলোভন দিয়ে হাত করে নেয়। তারপর পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রাম-গঞ্জের নিরীহ মুসলিম নারী-পুরুষকে হত্যা করে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে উল্লাস করতে করতে ছুটে আসে শহরের দিকে। অতঃপর রাজধানী গ্রানাডা অবরোধ করে চারিদিক থেকে। এতক্ষণে টনক নড়ে মুসলিম সেনাবাহিনীর। তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তাতে ভড়কে যায় সম্মিলিত কাপুরুষ খৃষ্টান বাহিনী। সম্মুখ যুদ্ধে নির্ঘাত পরাজয় বুঝতে পেরে তারা ভিন্ন পথে পা বাড়ায়। তারা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় শহরের বাইরের সকল শস্যখামার এবং বিশেষ করে শহরের খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎস 'ভেগা' উপত্যকা। ফলে অচিরেই দুর্ভিক্ষ নেমে আসে শহরে। খাদ্যাভাবে সেখানে হাহাকার দেখা দেয়। এই সুযোগে প্রতারক খৃষ্টান রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড ঘোষণা করেনঃ 'মুসলমানেরা যদি শহরের প্রধান ফটক খুলে দেয় এবং নিরস্ত্র অবস্থায় মসজিদে আশ্রয় নেয়, তাহ'লে তাদেরকে বিনা রক্তপাতে মুক্তি দেওয়া হবে।' দিনটি ছিল ১লা এপ্রিল। দুর্ভিক্ষতাড়িত অসহায় নারী-পুরুষ ও মাছূম বাচ্চাদের কচি মুখের দিকে তাকিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দ সেদিন খৃষ্টান নেতাদের আশ্বাসে বিশ্বাস করে শহরের প্রধান ফটক খুলে দেন ও সবাইকে নিয়ে আল্লাহ্র ঘর মসজিদে আশ্রয় নেন। কিন্তু শহরে ঢুকে খৃষ্টান বাহিনী নিরস্ত্র মুসলমানদেরকে মসজিদে আটকিয়ে বাহির থেকে প্রতিটি মসজিদে তালা লাগিয়ে দেয়। অতঃপর একযোগে সকল মসজিদে আগুন লাগিয়ে বর্বর উল্লাসে ফেটে পড়ে নরপশুরা। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় দগ্ধীভূত ৭ লক্ষ অসহায় মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুদের আর্তচীৎকারে গ্রানাডার আকাশ যখন ভারী ও শোকাতুর হয়ে উঠেছিল, তখন হিংস্রতার নগ্নমূর্তি রাণী ইসাবেলা ক্রুর হাসি দিয়ে বলেছিলঃ 'হায় এপ্রিলের বোকা! শত্রুর আশ্বাসে কেউ বিশ্বাস করে?' সেদিন থেকেই খৃষ্টান জগত প্রতি বছর ১লা এপ্রিল সাড়ম্বরে পালন করে আসছে "April fool's Day" তথা 'এপ্রিলের বোকা দিবস'।

পৃথিবীর ইতিহাসে ঠাণ্ডা মাথায় এই নির্মম প্রতারণা ও লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের কোন নযীর নেই। আজকের খৃষ্টান বোমায় নিশ্চিহ্ন নাগাসাকি, হিরোশিমা, ভিয়েতনাম, সোমালিয়া, বসনিয়া, কসোভো, পূর্ব তিমুর, আফগানিস্তান, ফিলিস্তীন কি আমাদের সেই ৫১০ বছরের পুরানো হিংস্রতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় না? কিন্তু এত বড় ট্রাজেডীর পরেও আজ পর্যন্ত খৃষ্টান বিশ্ব কখনোই অপরাধ বোধ করেনি এবং মুসলিম বিশ্বের নিকটে ক্ষমা চায়নি। বরং উল্টা তারা গত ১৯৯৩ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে গ্রানাডা বিজয়ের পাঁচশত বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আড়ম্বরপূর্ণ এক সভায় মিলিত হয়ে নতুন করে শপথ গ্রহণ করে একচ্ছত্র খৃষ্টীয় বিশ্ব প্রতিষ্ঠার। বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাগরণ প্রতিহত করার জন্য গড়ে তোলে 'হলি মেরী ফাণ্ড'। বিশ্বের বিভিন্ন খৃষ্টান রাষ্ট্র উক্ত ফাণ্ডে নিয়মিত চাঁদা জমা করে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য বিশ্বব্যাপী গড়ে তুলেছে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেটওয়ার্ক। দেশে দেশে পাঠাচ্ছে তারা সাহায্যের নামে তাদের এনজিও সমূহকে। গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ চালান করে একদিকে তারা ভাইয়ে ভাইয়ে হিংসা-হানাহানির রাজনীতি চালু করেছে, অন্যদিকে মানবাধিকার রক্ষা ও সন্ত্রাস দমনের নামে মুসলিম দেশ সমূহে যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে। মুসলিম নেতৃবৃন্দ আর কতদিন বোকা থাকবেন?? (স. স.)।

সাময়িক প্রসঙ্গ

নাড়া দিল প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসা বিষয়ক আহ্বান কিন্তু...

*এসকে, মজীদ মুকুল**

মানুষ পৃথিবীতে সকল সৃষ্টির মধ্যে সেরা। আর চিকিৎসা সেই মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষ পাঁচটি মৌলিক অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অধিকারগুলি হচ্ছে- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা। এসবের মধ্যে আমার আলোচনা শুধুমাত্র চিকিৎসা নিয়ে। আলোচনায় যাবার আগে বলা দরকার, আমার আলোচনা চিকিৎসা শাস্ত্র বা কোন গবেষণা নিয়ে নয়। এমন ক্ষমতাও আমার নেই। কারণ আমি চিকিৎসাবিদ নই। আমি সাধারণ মানুষ। তবে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া চিকিৎসকদের এক সমাবেশে প্রতিদিন অন্ততঃ পাঁচজন অসহায় মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করার জন্য চিকিৎসকদের প্রতি যে আহ্বান জানিয়েছেন তার সেই আহ্বানই আমার বিবেককে নাড়া দিয়েছে কিছু লিখতে।

কথায় আছে 'যার ঘা, তারই ব্যথা'। আর সেই ব্যথায় কাতর মানুষই জানেন, ব্যথা কোন স্থান থেকে শুরু হয়। ব্যথার বিচরণ ক্ষেত্র, কোন সময় বাড়ে বা কোন সময় কম অনুভব হয়। এসব জানা তথ্যগুলি প্রকাশ করার জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর দখল থাকার প্রয়োজন নেই। চিকিৎসাবিদ হবারও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই কোন ডিগ্রীর। কিন্তু এমন বাস্তবতাকে কারো যেমন চ্যালেঞ্জ করার কিছু নেই। তেমনি অবিশ্বাসেরও কিছু নেই। কারো অবিশ্বাসেও কিছু যায় আসে না। কারণ বাস্তব খুবই রূঢ়। তারপরও বিনয়ের সাথে বলব, আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রকাশে কেউ দুঃখ পেলে বা রাগান্বিত হ'লে আমি দুঃখ পাব। আমি আগেই সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করছি।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! আমরা সবাই জানি চিকিৎসা মানুষের মৌলিক অধিকার। আর এই মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার সাংবিধানিক দায়িত্ব সরকারের। তাহ'লে কি সরকারপ্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রী চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে নিজের দায়িত্ব এড়াতে চাচ্ছেন? না-কি চিকিৎসা নিশ্চিত করার আভাস দিচ্ছেন? এ প্রশ্নের যৌক্তিকতা আছে। কেউ প্রশ্নটা করতেই পারেন। তবে আমি প্রশ্নটা এভাবে করতে পারছিনে; বরং বলতে পারি, প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব এড়াতে উক্ত আহ্বান জানাননি। কারণ তিনি দায়িত্ব এড়াতে চাইলেও পারবেন না। যত যৌক্তিক কারণই থাক। সাংবিধানিক দায়-দায়িত্ব পালনে যে কোন ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব সরকারেরই। আশা করব তিনি তার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবেন ও সফল হবেন। এ ক্ষেত্রে আমার প্রশ্নটা আমার মত সাধারণ মানুষের কাছে। যারা বিশ্বাস করেন, প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে চিকিৎসকরা সত্যিই বিনামূল্যে চিকিৎসা করবেন। হ্যাঁ, এমন বিশ্বাস করাই স্বাভাবিক। কারণ চিকিৎসা পেশাটাই মানব সেবার। মানুষের জীবন-মরণের সাথে সম্পৃক্ত। উপরন্তু প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে রয়েছে মাত্র পাঁচজন অসহায় মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসার কথা। একজন চিকিৎসক আমাদের দেশে প্রতিদিন অন্ততঃ পঞ্চাশজন রুগী দেখেন। এরা সবাইতো আর অসহায় দরিদ্র মানুষ নয়। এ কারণেও আমরা আশা করতে পারি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে চিকিৎসকরা সাড়া দিবেন। আমরাও সেবা পাব।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, চিকিৎসক কারা? কিভাবে তারা চিকিৎসক হ'লেন? এ প্রশ্নটা আমার মত সাধারণ মানুষের কাছে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন, তিনি কি ধরনের চিকিৎসার আহ্বান জানিয়েছেন। যদিও আমি বুঝি যে চিকিৎসায় অসুস্থ মানুষ সুস্থ হ'তে পারেন সে চিকিৎসারই আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এটা আমাদের সহজ-সরল মতামত। কিন্তু আমরা বুঝলে বা আশা করলে তো চিকিৎসা হবে না। যারা চিকিৎসা করবেন ও করেন তারাতো উচ্চশিক্ষিতও বটে। তারা যদি মনে করেন, প্রধানমন্ত্রী যেহেতু আহ্বান জানিয়েছেন সেহেতু গরীব-অসহায় মানুষ যদি তার দারিদ্রতার প্রমাণপত্র নিয়ে আসেন তাহ'লে চিকিৎসাপত্র দিয়ে দিব। কারণ চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে চিকিৎসাপত্রই প্রধান। ডাক্তারতো ঔষধ কিনে দিবেন না। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী যেহেতু রোগ সম্পর্কে কিছু বলেননি, সেহেতু যে রোগ নির্ণয়ে তেমন জটিলতা নেই বা প্যারাসিটামলের মত ঔষধই চিকিৎসা। সে চিকিৎসাপত্রের সাথে ঔষধও না হয় দেয়া যাবে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্নোত্তর আমাদেরকেই খুঁজে বের করতে হবে। তার আগে বলা দরকার আমরা চিকিৎসা বলতে বুঝি প্রথমতঃ রোগ নির্ণয়। দ্বিতীয়তঃ চিকিৎসাপত্র ও তৃতীয়তঃ ঔষধ। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, হাতে গোনা দু'চারজন বাদে আমাদের দেশের প্রায় সকল চিকিৎসক রোগী দেখে-শুনেই চিকিৎসাপত্র দিয়ে থাকেন। চিকিৎসাপত্রে রোগের বর্ণনার বালাই নেই। মনে হয় চিকিৎসকরাই যেন আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই আধ্যাত্মিক শক্তি বলে রোগ নির্ণয় করতে পারেন। না, বাস্তবতার নিরিখে কথাটা বলা যেতে পারে। তবে এতটা না। বিদ্যা, বুদ্ধি ও শ্রেণীগত অবস্থানজনিত কারণে তাদের মধ্যে সৃষ্ট মনস্তাত্ত্বিক ক্ষমতাগুণে বেশ কিছু ঔষধ লিখে দেন। একটা না একটা ঔষধে কাজ করবেই। আর যদি ব্যথা ও যন্ত্রণাদায়ক হয়, তাহ'লে ব্যথা নাশক (পেইন কিলার) বড়ি বা ইনজেকশন। সেই সাথে ঘুমের ঔষধ। ক্ষণিকের জন্য হ'লেও উপশম হবেই। ক্ষণিক ঘুমটাও হবে। রোগী ও স্বজনরা একটু হ'লেও স্বস্তি পাবেন। তারপর যা হবার, তা-ই। এভাবে দু'একদিন। ইতিমধ্যে চিকিৎসাপত্রে দেয় পরামর্শ মতে রোগ-ব্যাধি পরীক্ষার একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট প্রাপ্তির পর পুনরায়

* মুক্তিযোদ্ধা সাংবাদিক, ১০/১/আই, সায়েদাবাদ বিশ্বরোড, ঢাকা।

চিকিৎসকের শরণাপন্ন। না, নযরানা নয়। ফিস জমা দিয়ে সাক্ষাত। প্রথম দিনের মনস্তাত্ত্বিক বিদ্যা বলে দেয় চিকিৎসাপত্রের ঔষধে কাজ হয়ে থাকলে ভাল। দু'একটা ঔষধ বাদ বা পরিবর্তন করে দিয়ে চিকিৎসকের দায়িত্ব শেষ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা রিপোর্ট অনুসরণের প্রয়োজন নেই। এছাড়া প্রয়োজন থাকলেও রিপোর্টের উপর নিশ্চিত হওয়া দুষ্কর। কথাটা বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জিত মনে হ'তে পারে। কিন্তু এক এক প্রতিষ্ঠানের একই পরীক্ষার ফল যে ভিন্ন এ নিয়ে নতুন করে বলার কোন অবকাশ নেই। তবুও যদি দু'একজন নতুন করে যাচাই করতে চান তা করতে পারেন। এজন্য খুব বেশী অর্থ ব্যয় করতে হবে বলে মনে হয় না। প্রস্রাব বা পায়খানা অথবা রক্তের যে কোন একটা পরীক্ষা চিকিৎসকের নির্দেশিত পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে নিন। অতঃপর অন্য একটি পরীক্ষা কেন্দ্রে একই পরীক্ষা করে রিপোর্ট নিন। এখানে দু'টো জিনিস বুঝা যাবে। দু'টি পরীক্ষা কেন্দ্রের ফলাফল যদি একও হয়। কিন্তু নির্দেশিত চিকিৎসককে যদি তার নির্দেশিত প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট না দেখিয়ে ভিন্নটা দেখান তাহ'লে তিনি সোজা বলে দেবেন এটা কি রিপোর্ট হ'ল! কেউ আবার একটু ভিন্নভাবে বলে থাকেন, রিপোর্টটি স্পষ্ট নয়। এখানে অবশ্য জনশ্রুতির একটা অভিযোগ আছে তা হ'ল, পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির প্রায়গুলিতে প্যাথোলজিষ্ট ডিগ্রীধারী কেউ নেই। এটা যেলা ও উপযেলা শহরগুলিতে অবশ্য বেশী। লক্ষণ দেখে পূর্ব স্বাক্ষরিত রিপোর্টটিতে যা লেখার লিখে দেন। যিনি রেফার্ড করেন তাকে অবশ্য কমিশন দিতে হয়। অনেক কথা বলে ফেললাম। দোহাই চিকিৎসাবিদদের। আমার প্রতি রাগান্বিত হবেন না। কারণ আমার মত মানুষের কথায় আপনাদের নূন্যতম গুরুত্ব কমবে না। আর কৈফিয়ত কে তলব করবে? মামলাই বা কে করবে? প্রয়োজনে অভিযোগকারী, সংশ্লিষ্ট আইনজীবী ও বিচারকের চিকিৎসা বন্ধ। তাই ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে বিরূপ মন্তব্যের দরকার নেই। আশা করি শেষ ধারণা থেকে রেহাই দিবেন আমাকেও।

এবার প্রতিশ্রুতি মতে আমার অভিজ্ঞতা লেখার কথা। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে যতখানি লিখেছি তার চেয়ে অনেক বেশী লিখতে হবে। তবে যা লিখেছি তাতে আমার অভিজ্ঞতাও অনেকটা বর্ণিত হয়েছে বটে। এক্ষণে পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেও একটু অভিজ্ঞতা না লিখলে আলোচিত চিকিৎসকদের পরামর্শপত্রের মতই হবে লেখাটা। তাই বিজ্ঞজনদের সারমর্ম আকারে লিখতে না পারলেও সহজ-সরলভাবে আমার দীর্ঘদিনের চিকিৎসা গ্রহণের অভিজ্ঞতার একটু করে চিত্র বর্ণনা করব।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ১১নং সেক্টরের কোদালকাটির ঐতিহাসিক যুদ্ধে জেড ফোর্স হিসাবে অংশ নিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলাম। কিন্তু সেটার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হবার সুযোগ নিতে পারিনি। তবে যুদ্ধ পরবর্তীতে এক পর্যায়ে অসুস্থ্য হয়ে পড়ি। দুই বছরাধিককাল চিকিৎসাধীন থাকতে হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও পিজি হাসপাতাল মিলে। এ সময়ের রয়েছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। যা এ আলোচনায় আলোচ্য নয়। আলোচ্য হ'ল ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে অসুস্থ হয়ে অদ্যাবধি চিকিৎসাধীন থাকার সময়কার অভিজ্ঞতার সার সংক্ষেপ। তার আগে একটু বলতেই হবে। সেটা হ'ল আমার পেশাগত কারণে গাইবান্ধা যেলার গোবিন্দগঞ্জ থেকে যেলা শহরস্থ বাসায় ফিরছিলাম। পথিমধ্যে এক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হই। যুদ্ধকালে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের হাড়-হাড্ডি ভেঙ্গে যায়। তিন মাস দশ দিন হাসপাতালে চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে ফিরি। কিন্তু মাঝে মাঝে ডান কাধের ভাঙ্গা হাড় ও মেরুদণ্ডের হাড়ে ব্যথা অনুভব হ'ত। এজন্য দু'দুবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। এমনি ব্যথা শুরু হয় আটানব্বই'র ডিসেম্বরে। অবশেষে নিরানব্বই'র শুরুতে ভর্তি হই গাইবান্ধা হাসপাতালে। ক'দিন একটানা চিকিৎসায়ও ব্যথা উপশম না হওয়ায় সিদ্ধান্ত হয় ঢাকাস্থ পঙ্গু হাসপাতালে প্রেরণের। তার আগে একটা ফোড়া কেটে দেয় সেখানে। চলে আসি ঢাকায়। সময়জনিত কারণে ইসলামী আরোগ্য নিকেতন নামে এক ক্লিনিকে ভর্তি করা হয় আমাকে। পরদিন ডাক্তার দেখেন আমি টিটেনাসে আক্রান্ত। তড়িৎ মহাখালী সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে স্থানান্তর। ভাগ্য বলি আর দুর্ভাগ্যই বলি উক্ত দিনে ভর্তি হওয়া অনেকের মধ্যে আমি সহ ক'জন বেঁচে যাই মাত্র। সম্ভবতঃ মাসাধিককাল চিকিৎসা চলে সেখানে। পূর্ণ সুস্থবোধ করিনি। একজন সিনিয়র নার্সও মন্তব্য করেছিলেন, আর কিছুদিন উক্ত চিকিৎসাধীন থাকলে ভাল হ'ত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, আমাকে দেখতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট সাংবাদিক গিয়াস কামাল চৌধুরীসহ অনেকে হাসপাতালে গিয়েছিলেন।

পরবর্তীতে পত্র-পত্রিকায় কিছু অনিয়মের খবর ছাপা হয়েছিল। যা আমার জন্য কাল হয়েছিল বলে এখন বলা যায়। কর্তৃপক্ষ আমাকে পঙ্গু হাসপাতাল বা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হাড়ভাঙ্গা স্থানের ব্যথার চিকিৎসার পরামর্শ দিয়ে ছুটি দিয়ে দেন। সে মতে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তির চেষ্টা। না, বাইরে থেকে চিকিৎসার পরামর্শ দিলেন কর্তৃপক্ষ চিকিৎসকবৃন্দ। যা পরামর্শ সেই কাজ। আমার চিকিৎসায় যারা নিয়োজিত ছিলেন তারা চারজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসাবিদ। একটানা আট মাস চিকিৎসা। বিরাট অংকের অর্থ ব্যয়ে দীর্ঘ সময়ের চিকিৎসায় প্রথম পর্যায়ে অচল হয়ে পড়ি। তারপর হই বোবা। সর্বশেষে ভুলে যাই সবকিছু। পাঠকবৃন্দ নিশ্চয়ই বুঝেছেন চিকিৎসার ফলাফল। তবুও একটা কথা বলি আমাদের দেশে অনেক চিকিৎসক আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন। এটা স্বীকার করি। জাতীয়ভাবে সবাই খ্যাতি পেতে পারেন। তবে এর জন্য চাই মানব সেবার মানসিকতা ও ভাল ব্যবহার। চিকিৎসা ব্যয় ও দর্শন ফি কমানো। রোগ নির্ণয়ে সমস্যা হ'লে উচ্চ চিকিৎসার জন্য দেশ বা বিদেশে যায়, পরামর্শও নেয়।

অবশেষে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নিজেরা করি, সিডিএস, প্রশিকার আর্থিক সহায়তায় এবং প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের অর্থ নিয়ে ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের ভোলোরের সিএমসি হাসপাতালে ভর্তি। আমি কৃতজ্ঞ

দাতাদের প্রতি। সেই সাথে কৃতজ্ঞ দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক দিনকাল ও দৈনিক ভোরের ডাক (একাধিকবার লিখেছেন), ডেইরী স্টার, ইত্তেফাক, প্রথম আলো, ভোরের কাগজ ও মানবজমিনসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের প্রতি যারা আমাকে নিয়ে লিখেছেন।

নিরানব্বই সালের ডিসেম্বর থেকে ২০০০ সালের এপ্রিলের ত্রিশ তারিখ, ২০০১ সালের জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চিকিৎসার পর আজ লিখতে পারছি। বলতে পারি। শীঘ্রই যেতে হবে শেষ চিকিৎসার জন্য। আমি অবশ্য ইতিপূর্বে চিকিৎসার জন্য মানুষ কেন বিদেশে যান এবং চিকিৎসা জগতে সিএমসি একটি উদাহরণ শিরোনামে লিখেছি। সে কারণে বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। শুধু বলব সেখানে একটা পরীক্ষায় দেখা গেছে টিটেনাস ক্রোনিক হয়েছিল। সেখানে প্রথমে যখন গিয়েছি তামিল ও ইংরেজী ভাষা ছাড়া হিন্দি বুঝেন এমন চিকিৎসক ষ্টাফ খুবই কম ছিল। দু'একজন একটু একটু বাংলা বলতে পারতেন। এখন অবশ্য প্রতি বিভাগেই দু'একজন করে চিকিৎসক নার্স বাংলা বুঝেন। এটা আলোচ্য নয়। আলোচ্য সেখানকার চিকিৎসক, নার্স ও ষ্টাফদের ব্যবহার। ভাষাগত সমস্যা থাকলেও তারা আচার-আচরণ দিয়ে আকৃষ্ট করে থাকেন রোগী ও তার স্বজনদের। রূঢ় আচরণ ও কড়া কথা বা রাগ কারো দেখিনি। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে এক ফোটা ঔষধ দিতে তারা রাযী নন। চিকিৎসক-নার্সদের মধ্যেকার সম্পর্ক যেমন বন্ধুর মত, তেমনি চিকিৎসক-নার্সদের সাথে রোগী ও তার স্বজনদের সম্পর্ক আপনজনের মত। তাদের মিষ্টি কথা ও বন্ধুসুলভ আচরণ রোগীদের মানসিকভাবে সুস্থ করে তোলে। স্বস্তি পায় স্বজনরা। একজনের বুঝতে অসুবিধা হ'লে অন্য চিকিৎসক বা প্রয়োজনে অন্য বিভাগের চিকিৎসকের শরণাপন্ন হ'তে কার্পণ্য নেই তাদের। সাথে সাথে রেফার্ড করছেন সংশ্লিষ্ট বিভাগে। মানসিক রোগীদের বেঁধে রাখার নিয়ম নেই সেখানে। সেক্ষেত্রেও যেন তাদের ব্যবহার বাধ্য করে রোগীদের হাসপাতাল চত্বরে থাকতে। প্রয়োজনে রোগীদের জন্য অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে থাকেন। ঔষধ যতটা কম দেয়া যায় সে প্রতিযোগিতা তাদের। অকুথ্রাপির প্রচলন বেশী। এভাবে চলে সেখানকার চিকিৎসা। সেখানকার চিকিৎসক ও নার্স-ষ্টাফদের চিকিৎসা সেবা সত্যিই সন্তোষজনক।

সিএমসি হাসপাতালের চিকিৎসার ছোট্ট বিবরণ থেকে আমাদের সম্যক একটা ধারণা হয়েছে নিশ্চয়ই। সেজন্যই তো বলি চিকিৎসা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান নাড়া দিল লিখতে। কিন্তু কতটা সফলতা আসবে তা নির্ভর করবে মূলতঃ এ দেশের গর্বিত মায়ের গর্বিত সন্তান চিকিৎসকদের ভূমিকার উপর। সরকারেরও দায়িত্ব রয়েছে চিকিৎসকদের সুযোগ-সুবিধা প্রদান। মানব সেবায়, চিকিৎসা পেশায় যেহেতু শিক্ষা অর্জন করেছেন তারা। তাই তাদের প্রতি সবিনয় আবেদন- অর্থ নয়, মানব সেবাকে প্রাধান্য দিয়ে চিকিৎসা সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করুন। জাতিকে রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা করুন। বৈদেশিক মুদ্রা রক্ষায় দেশকে সহায়তা করুন। গর্বিত করুন জাতিকে। গর্বিত সন্তান হৌন জাতির।

অর্থনীতির পাতা

বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতি চর্চার প্রসারে প্রতিবন্ধকতা

*শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

বার কোটি তাওহীদী জনতার দেশ বাংলাদেশ। ভারত বিভাগের সময় হ'তেই এদেশের আপামর মুসলিম জনসাধারণের ইচ্ছা-আকাংখা ছিল দেশে ইসলামী জীবন বিধান কায়েম হোক। এমনকি দেশের শাসকগোষ্ঠীও পর্যন্ত মাঝে মধ্যেই ঘোষণা দিয়েছেন, এদেশে কুরআন ও সুন্নাহবিরোধী কোন আইন পাশ হবে না। কিন্তু মুসলিম জনতার অন্তরের প্রকৃত আকাংখা বাস্তবায়নের জন্যে তাদের কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা তো ছিলই না; বরং আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ফলে এদেশে সেকুলার শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের সকল পদক্ষেপ গৃহীত হ'তে থাকে সরকারীভাবেই। স্বাধীনতার পরেও বৃটিশের রেখে যাওয়া শিক্ষানীতির তেমন কোন পরিবর্তন করা হ'ল না। না পাকিস্তান আমলে, না বাংলাদেশ আমলে। ফলে মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করা কোটি কোটি বনী আদম বেড়ে উঠতে থাকল দিকভ্রান্ত মানুষ হিসাবে। তার সামনে জীবনের লক্ষ্য হাযির রইল না; বরং পাশ্চাত্যের Eat, drink and be merry -এর ভোগবাদী দর্শনের প্রতি সে প্রলুব্ধ হয়ে পড়ল। তার জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্য হয়ে গেল শংকর; ধর্মীয় জীবন ও কর্মজীবন হয়ে গেল একেবারে পৃথক। ধর্মীয় জীবনে মুসলমানের দাবীদার হ'লেও কর্মজীবনে সে হয়ে গেল পাশ্চাত্যের তথাকথিত সেকুলারধর্মী আকণ্ঠ ভোগের দাসানুদাস। ফলে তার জীবনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর শিক্ষা রয়ে গেল ক্রমাপসৃয়মান।

এরই বিপরীতে মুষ্টিমেয় মুসলমান ইসলামের শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরে রইল। তারা সকলেই যে মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত এমন নয়। বরং পাশ্চাত্যের ধর্মহীন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও বেশ কিছু মুসলমান ইসলামী জীবন আদর্শের অনুসারী তো রইলই, উপরন্তু তারা সমাজ জীবনে পরিবর্তন আনার জন্যে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করল। মূলতঃ এই ধারার প্রচেষ্টার ফলেই ইসলাম সম্পর্কে জনগণের, বিশেষতঃ যুবকদের মধ্যে জানবার ও এর জীবন আচরণ পালনের প্রতি লক্ষ্যণীয় আগ্রহ দেখা দিতে থাকে। এদেরই প্রচেষ্টার ফলে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনেকেই নিজেদের স্বার্থ হাছিলের জন্যে হ'লেও বলতে শুরু করেন Islam is the complete code of life- 'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা'। ইসলামের প্রতি এদেশের জনগণের আগ্রহ আরও

* প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সক্রিয়ভাবে তীব্রতা অর্জন করে মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানদের নবজাগরণের ফলে। পাশাপাশি পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পাশ্চাত্যের জড়বাদী দর্শনের প্রতি সেসব দেশেরই বহুলোকের বিতৃষ্ণা ও বীতরাগ এবং ইসলাম সম্বন্ধে নতুন করে জানার ও বোঝার জন্যে কৌতূহলী করে তোলে এদেশের শিক্ষিত মুসলিম জনগোষ্ঠীকে।

উপরন্তু একদা পরাক্রমশালী সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে যেতে থাকে এবং স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনের মত লোকেরা শ্রেণী সংগ্রামের চাইতে সভ্যতার দ্বন্দ্ব, Class Struggle এর চাইতে Clash of Civilization-এর কথা স্বীকার করে নিয়ে ইসলামই পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শের প্রতি আগামী দিনের অমোঘ চ্যালেঞ্জ হিসাবে স্বীকার করে নেন তখন মুসলিম যুবমানস এক অজানা আনন্দ ও সাফল্যের গর্বে আবেগতাড়িত হয়। নিজের দেশের দিকে, সমাজের দিকে তাকিয়ে সে যুগপৎ হতাশ ও বিচ্ছিন্ন বোধ করে। সে দেখে তার শিক্ষা, জীবিকা পরিবেশ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির বিরাট অংশেই ইসলাম নেই; বরং রয়েছে ইসলামের প্রতি প্রবল বিরোধিতা। তার তখন মনে হয় সে যেন আপন গৃহেই পরবাসী। এই দোদুল্যমান অবস্থা, চিত্তের এই শংকা কাটিয়ে উঠতে সে খোঁজে শিকড়ের সন্ধান। সে তখন জানতে চায় ইসলামকেই আমূলাগ্র। এভাবেই ধীরে ধীরে জনে জনে বিশাল জনতার সৃষ্টি হয়। আর তাদের চাপের কাছে, তাদের দাবীর মুখে এদেশের সরকারকেও ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে মৌখিকভাবে হ'লেও নমনীয় হ'তে হয়। এরই পথ ধরে ইসলামী অর্থনীতি চর্চারও পথ খুলে যায়।

এক্ষেত্রে অবশ্য দেশের মাদরাসাগুলির চাইতে বরং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের প্রেক্ষিতে এই উদ্যোগ আরও জোরদার হয়ে উঠে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ পদ্ধতির সাফল্য, দারিদ্র্য দূরীকরণে ও কর্মসংস্থানে ইসলামের মৌলিক কর্মকৌশলের ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা এই উদ্যোগকে আরও সামনে এগিয়ে নিতে উৎসাহিত করে। দীর্ঘ দুই দশকের চেষ্টার ফলে আজ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইসলামী অর্থনীতি, যা ইসলামী জীবন বিধানেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, পাঠদানের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এতে উল্লসিত হবার কিছু নেই। বরং এদেশে ইসলামী অর্থনীতি চর্চা ও প্রয়োগের পথে রয়েছে হিমালয় প্রমাণ প্রতিবন্ধকতা। সেসব প্রতিবন্ধকতাকে চিহ্নিত করা ও তার অপসারণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এদেশে ইসলামী অর্থনীতি চর্চার প্রসারে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হ'ল এদেশের শিক্ষানীতি। এদেশের শিক্ষানীতিতে ইসলামী জীবনাদর্শকে ভালভাবে অনুধাবন করারই কোন সুযোগ নেই, ইসলামী অর্থনীতি তো দূরের কথা। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ডঃ কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে যেমন এদেশে সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষা প্রসারের বিরোধিতা করা হয়েছে, তেমনি বিরোধিতা করা হয়েছে শামসুল হক শিক্ষা কমিশন রিপোর্টেও। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে জনমতের প্রবল চাপে আগে যেমন শেখ মুজিবর রহমান কুদরত-ই খুদা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন করতে পারেননি, তেমনি শেখ হাসিনা ওয়াজেদও শামসুল হক কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নে অগ্রসর হ'তে পারেননি। এর কারণ সুস্পষ্ট। যাদের সমন্বয়ে এই দু'টো শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল তাঁরা প্রায় সকলেই সেকুলার জীবনাদর্শে বিশ্বাসী। ইসলাম বাস্তবায়নের জন্যে তাঁদের কোন কমিটমেন্ট নেই। তাই তাদের রিপোর্ট প্রবলভাবে ইসলামবিরোধী। পক্ষান্তরে এদেশের তাওহীদী জনতা প্রবলভাবেই ইসলামী শিক্ষার তথা জীবনদর্শনের প্রতি অনুরাগী। সে জন্যেই কোন সরকারের আমলেই শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হ'তে পারেনি। কিন্তু ইসলামী শিক্ষার তথা ইসলামী অর্থনীতিও পঠন-পাঠনের সুযোগকে অবারিত করা যায়নি। শিক্ষানীতিতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা নেই বলেই এমনটি হ'তে পেরেছে।

এর প্রতিবিধানের জন্যে শিক্ষা কমিশন নতুন করে গঠন করে কিভাবে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের আদর্শ ও বিশ্বাসের ভিত্তি ইসলামকে জানা ও বুঝা যায় তার পদক্ষেপ নিতে হবে। কমপক্ষে সর্বশেষ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে এ বিষয়ে যথাযথ কর্মসূচী অন্তর্ভুক্তির পদক্ষেপ নেওয়া যায়। এ জন্যে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারেঃ বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? এজন্যে অবশ্যই আগ্রহী উদ্যোগী গোষ্ঠীকে জনমত গঠনের জন্যে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সেইসব পদক্ষেপের মাধ্যমেই সরকারের উপর ক্রমাগত অব্যাহত চাপ দিয়ে যেতে হবে।

দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সম্মান ও মাষ্টার্স পর্যায়ে ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে যেটুকু পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে তা অপূর্ণাঙ্গ ও অসম্পূর্ণ। উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কোর্সের মধ্যে সমন্বয়হীনতা সামঞ্জস্যহীনতাও বিদ্যমান। প্রসঙ্গতঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টার্স পর্যায়ে ইসলামী অর্থনীতির যে কোর্স রয়েছে তার সাথে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স সমভাবে তুলনীয় নয়। একইভাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান তৃতীয় বর্ষে ইসলামী অর্থনীতি ঐচ্ছিক পত্র হিসাবে থাকলেও ঐ পর্যায়ের কোর্স আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। অর্থনীতির চিন্তাধারার বিকাশে মুসলিম অর্থনীতিবিদদের অবদান সম্পর্কে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে যতটুকু রয়েছে তা দেশের অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে নেই। তবুও বলতেই হবে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমেই ইসলামী অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গ পাঠ নেই। এই অভাব পূরণের ও সমন্বয়হীনতা দূর করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিশেষজ্ঞদের বৈঠক ও আলোচনা নিতান্তই যরূরী।

তৃতীয়তঃ এদেশের মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায়, যা অনেকের কাছেই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বলে পরিচিত, ইসলামী অর্থনীতির পাঠদান শুরু হয়েছে অনেক পরে। কিন্তু তারপরেও সেই পাঠ যথার্থ অর্থে ইসলামী অর্থনীতির পাঠ নয়; বরং বাংলাদেশের অর্থনীতি বিষয়ক পাঠ। এটা খুবই দুঃখের বিষয় (এবং খানিকটা আশ্চর্যের বিষয়ও বটে)। মাদরাসা ব্যবস্থায় শিক্ষিত বহু পণ্ডিতজনেরই ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে আদৌ কোন সুষ্ঠু ধারণা নেই। উপরন্তু যে সিলেবাস অনুসারে বই লেখা হয়েছে সে সিলেবাসেও ইসলামী অর্থনীতির প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি অনুপস্থিত। এই জন্যে পাঠ্যবইও সেই দাবী পূরণে ব্যর্থ। আরও দুঃখের বিষয়, ইসলামী অর্থনীতির কয়েকটি মৌলিক বিষয় মাদরাসায় পড়ানো হ'লেও সেসবের অর্থনৈতিক তাৎপর্য ও ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে আলোচনা হয় না বল্লেই চলে। উদাহরণতঃ সূদ, যাকাত ও ব্যবসায় পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আল-কুরআনে সূদ নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই সূদের আর্থ-সামাজিক কুফলগুলি কি এবং কিভাবে মুসলমানরা সূদ ব্যতিরেকেই তাদের আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালাতে পারে তার কোন ধারণাই পাওয়া যাবে না ফাযিল বা কামিল পাস ছাত্রদের কাছ থেকে। একইভাবে যাকাত বিষয়ে দীর্ঘ উল্লেখ রয়েছে ছহীহ আল-বুখারীতে। কিন্তু কিভাবে যাকাতের অর্থ ব্যবহার করে সমাজ হ'তে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বেকারত্ব মোচন সম্ভব সে সম্বন্ধেও আলোচনা হয় না।

'হেদায়া' নামক বইটিতে ইসলামী রীতি-পদ্ধতিতে ব্যবসায়ের কৌশল সম্বন্ধে ফতোয়া ও মাসায়েল থাকলেও সেগুলি যে আজকের যুগে প্রয়োগযোগ্য সে ব্যাপারে কোন দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না। বিশেষভাবে বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল ইসলামী ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যারা এসব বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম, এই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিদের বাদ দিলে দেশের প্রচলিত নিউক্লীম বা আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষিত হাযার হাযার ছাত্রদের সাথে ইসলামী অর্থনীতির ধ্যান ধারণার ব্যাপারে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে কোনই পার্থক্য নেই। এই সমস্যা দূর করার জন্য যথোচিত ও সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে। না হ'লে দুই ধারার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কোন সমন্বয় হবে না। ফলশ্রুতিতে ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগ বা ব্যবহার পিছিয়ে যাবে আরও বহু কালের জন্য।

চতুর্থ যে সমস্যাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবী রাখে সেটি হ'ল যথার্থ পাঠ্যপুস্তকের অভাব। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলেজে সম্মান পর্যায়ে ইসলামী অর্থনীতিতে যতটুকু পাঠদানের সুযোগ রয়েছে সেটুকুও ছাত্র/ছাত্রীরা গ্রহণ করতে পারছেনা শুধুমাত্র মানসম্মত টেক্সট বইয়ের অভাবে। সম্প্রতি দু-তিনটি বই লিখিত হয়েছে এই অভাব পূরণের জন্যে। কিন্তু সেগুলি বাজারে সহজলভ্য নয়, নয়তো বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসকে সামনে রেখে লেখা বলে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের শিক্ষার্থীদের কাজে আসছে না। ইসলামী অর্থনীতির বই বলতে এই দেশে এখনও ইসলামের অর্থনৈতিক দিক নির্দেশনা সম্পর্কে আল-কুরআন ও সুন্নাহ হ'তে বাছাই করা আয়াত ও হাদীছের উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যার সংকলনই বুঝানো হয়ে থাকে। এ বিষয়ে প্রথম যিনি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নেন তিনি এদেশের ইসলামী সাহিত্য ও গবেষণায় শুধু দিকপালই নন, এর বরং প্রবাদপুরুষ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। তাঁর বই 'ইসলামের অর্থনীতি' এক্ষেত্রে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। এই বইয়ে তিনি আধুনিক অর্থনীতির ব্যবহার্য টেকনিক ও প্রয়োগ করেই আল-কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষাকে বর্তমান সময়ের সমস্যা সমাধানের উপযোগী করেই তুলে ধরেছেন। ইসলামী অর্থনীতি চর্চায় বাংলা ভাষায় লিখিত তাঁর এই বইটি মাইলফলক হিসাবে গণ্য হবে। তারপর দীর্ঘদিন যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি আধুনিক অর্থনীতি বইয়ের মাপকাঠিতে ধোপে টেকে না। অতি সম্প্রতি ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে ইংরেজিতে টেক্সট বুক লিখেছেন প্রফেসর এম. এ. হামিদ একেবারে পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ব্যবহৃত টেকনিকের অনুসরণে। বইটি বাংলায় অনুবাদ হয়েছে, তবে এটি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের উপযোগী হ'লেও কলেজের উচ্চমাধ্যমিক বা ডিগ্রী পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী নয়। এ স্তরের জন্যে প্রয়োজনীয় বই লেখার উদ্যোগ গ্রহণ এখন সময়ের দাবী। এই স্তরের হাযার হাযার শিক্ষার্থীর কথা মনে রেখে যথার্য মানসম্পন্ন ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক বই প্রকাশ খুবই যরূরী। এই উদ্যোগ না নিতে পারলে ইসলামী অর্থনীতির পঠন-পাঠন প্রসারে কাংখিত সাফল্য আসা অসম্ভব।

বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতি চর্চার ক্ষেত্রে পঞ্চম যে বাধাটি সবিশেষ গুরুত্বসহ উল্লেখের দাবী রাখে তা হ'ল আমাদের আরবী ও ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের অভাব। ইসলামী অর্থনীতি চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাৎপদতার এটি অন্যতম কারণ। ইসলামী অর্থনীতির উপর আরবী ও ইংরেজী ভাষায় গত কুড়ি বছরে শত শত বই রচিত হয়েছে। ফরাসী ও জার্মান ভাষাতেও রচিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বই। আরবী ভাষাতে ইসলামী অর্থনীতির উপর উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে বহু গুরুত্বপূর্ণ বই রচিত হ'লেও সেসব বই আধুনিক রচনাশৈলী ও বিশ্লেষণাত্মক ধরনের নয়। কিন্তু আকর গ্রন্থ হিসাবে সেগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী অর্থনীতির উপর হাল আমলে রচিত বইসমূহের মধ্য থেকে বাছাই করা আড়াইশ বইয়ের উল্লেখ রয়েছে **'ইসলামী অর্থনীতিঃ নির্বাচিত প্রবন্ধ'** বইয়ে। এসব বই হ'তে ইসলামী অর্থনীতির তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয়বিধ প্রসঙ্গেই সার্থক অবহিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

কিন্তু আমাদের দেশের ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরা যেমন আরবীতে অদক্ষ, তেমনি আরবী ভাষায় শিক্ষিত লোকদেরও অনেকেই ইংরেজীতে অদক্ষ। অবশ্য এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম রয়েছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য।

এজন্যেই এই দুই ভাষাতে যেসব বই ও গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলি ব্যবহার করে বাংলায় মানসম্পন্ন বই রচিত হচ্ছে না। অথচ উঁচু মানের বই রচনার জন্যে এই উদ্যোগ গ্রহণ খুবই যরূরী। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যাপকদের মধ্যে যারা বই লিখতে পারেন তাদেরকে ইংরেজী বইয়ের পাশাপাশি আরবী বইগুলি ব্যবহার করতে হবে। তাহ'লে ঐসব বইয়ের যেমন মান উন্নত হবে তেমনি যুগ-জিজ্ঞাসার জবাবের সন্নিবেশ ঘটবে। কারণ আরবী ভাষার বইগুলিতে আল-কুরআন ও হাদীছের আলোকে যেসব সমস্যার সমাধান দেওয়া আছে সেগুলি এদেশের মুসলমানদেরও অবহিত হওয়া প্রয়োজন। ইসলামী অর্থনীতি যেহেতু শরী'আতের বিধি-বিধান মান্য করেই প্রয়োগ ও ব্যবহার হবে সেহেতু এই সম্মিলন অপরিহার্য। অথচ আমাদের দেশে এই উদ্যোগের বড়ই অভাব। এজন্যেও ইসলামী অর্থনীতির চর্চা গতিবেগ লাভ করছে না।

বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনীতি চর্চার ক্ষেত্রে ষষ্ঠ প্রতিবন্ধকতা হ'লঃ উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। বার কোটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে ইসলামের অন্যতম ইন্সটিটিউশন যাকাত ও তার বিলিবন্টন ব্যবস্থা দারুণভাবে অবহেলিত। অথচ উপযুক্তভাবে যাকাতের সম্পদ আদায় ও তার পরিকল্পিত ব্যবহার হ'লে একদিকে যেমন দারিদ্র্য বিমোচন সহজ হ'তে পারত, অন্যদিকে ধনী-গরীবের বৈষম্যও অনেকখানি হ্রাস পেত। অথচ এদেশে যাকাতের প্রায়োগিক চর্চা খুবই অবহেলিত। বহু লোক রয়েছে যারা 'ছাহেবে নিছাব' হওয়া সত্ত্বেও যাকাত আদায় করে না। যারাও বা করেন তাদের অনেকেই সঠিক হিসাব করে যাকাত বের করেন না। আবার অনেকেই যাকাতের প্রকৃত হকদারদের খবরই রাখেন না। উপরন্তু 'ওশর' আদায় তো এদেশে হয়ই না বলা চলে। অঞ্চল বিশেষে কেউ কেউ 'ওশর' আদায় করলেও সারাদেশে এর কোন প্রভাব পড়ে না। তাই যাকাত ও ওশর সূত্রে যে বিপুল অর্থ আদায় হ'তে পারত তার উপকার হ'তে সমগ্র দারিদ্র জনগোষ্ঠিই বঞ্চিত, যারা বাংলাদেশের জনগণের ৮০%। এ ব্যাপারে সরকার যেমন নির্লিপ্ত, তেমনি শিক্ষিতরাও উদাসীন। এর প্রতিবিধান হ'লে এদেশে ইসলামী অর্থনীতির চর্চা সঠিক হ'ত এবং বিপুল সাফল্য বয়ে আনত।

ইসলামী অর্থনীতি চর্চার সপ্তম প্রতিবন্ধকতা হ'ল উপযুক্ত ব্যক্তি, মানসিকতা ও প্রতিষ্ঠানের তীব্র সংকট। ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ে ইসলামী অর্থনীতি চর্চা করতে হ'লে যেসব ইসলামী কর্মপদ্ধতি অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে সেসবের মধ্যে মুযারাবা, মুশারাকা ও করযে হাসানা প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে শুধু অভাবী লোকেরই সাময়িক প্রয়োজন পূরণ হয় তাই না; বরং উদ্যোগী ও কর্মী লোকদের কর্মসংস্থানের উপায় হয় হালাল পদ্ধতিতেই। ইসলামের সোনালী যুগে তো বটেই, আইয়ামে জাহেলিয়ায়ও মুযারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতি চালু ছিল। বর্তমানে সূদের সর্বগ্রাসী প্রকোপ এবং ব্যক্তি চরিত্রের নিদারুণ অবনতির কারণে না করযে হাসানা প্রদান করা যায়, না মুযারাবা ও মুশারাকার উদ্যোগ নেওয়া যায়। এই অবস্থার পরিবর্তন হওয়া খুবই যরূরী। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী অর্থনীতি চর্চা করার জন্যে চাই ইসলামী জীবনাচরণের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াসমূহ সম্বন্ধে সার্থক জ্ঞান ও তা পালনের জন্যে আন্তরিক আকাংখা। নইলে শুধুমাত্র মৌখিক সহানুভূতির দ্বারা ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়িত হয়ে যাবে না।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আলোচ্য ক্ষেত্রে সর্বশেষ যে প্রতিবন্ধকতা উল্লেখযোগ্য সেটি হ'ল এদেশের লোকের আবেগপ্রবণতা এবং বাহ্যিক আচরণেই তৃপ্তি। এদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতি খুবই তীব্র ও প্রবল। কিন্তু প্রকৃত দ্বীনী শিক্ষার অভাবে এই অনুভূতি বহুলাংশে আবেগবহুল এবং ইসলামের বহিরঙ্গ নিয়েই তৃপ্ত হওয়ার মানসিকতা। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের বাস্তব প্রয়োগ করে জীবন ও সমাজকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোক রঙ্গীন করার লক্ষ্য তার কাছে গৌণ। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এই চেতনার অভাবে তাদের ইসলামের প্রতি আবেগতাড়িত অনুভূতিকে সুসংহতভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। অথচ ইসলামী অর্থনীতি চর্চার জন্যে সেটাই সবচেয়ে বেশী কাঙ্খিত। বাংলাদেশের ইসলামপ্রিয় জনগোষ্ঠীকে ইসলামী জীবন যাপনের জন্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে প্রয়োজনীয় কর্মতৎপরতা গ্রহণ ও ক্ষেত্রবিশেষে ত্যাগ স্বীকারের দীক্ষায় উজ্জীবিত করতে এবং সুসংহত করে সুগঠিত শক্তিতে রূপান্তর করতে যে উদ্যোগ ও তৎপরতা প্রয়োজন এই মুহূর্তে তার বড়ই অভাব। এই প্রয়োজন পূরণই বর্তমান সময়ে এদেশে ইসলামী অর্থনীতি চর্চার সবচেয়ে বড় সমস্যা ও বিরাট চ্যালেঞ্জ। এর যথোচিত মুকাবিলা করতে পারলেই কাংখিত মনযিলে মকছূদে পৌছানো সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকলেরই তৎপর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাইদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ
রৌপ্য অলঙ্কার
প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

নবীনদের পাতা

বস্তাপচা সংস্কৃতির কবলে বনী আদম

*মুহাম্মাদ হাশেম**

বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ, উন্নতির যুগ, প্রযুক্তি ও উৎকর্ষের যুগ। এ বিজ্ঞান মানব জাতির জীবনে চলার পথকে করেছে সহজ থেকে সহজতর। নিকটকে করেছে নিকটতর, অসম্ভব ও বিস্ময়কর বস্তুকে করেছে সম্ভবপর ও সহজসাধ্য। জলজ প্রাণী হাঁসের মডেলকে পরিণত করেছে জাহাজে, আকাশে উড়ন্ত পাখির মডেলকে পরিণত করেছে বিমানে এবং কাফেলার বাহনকে পরিণত করেছে দ্রুতগামী বাস, কোচ ও ট্রেনের আকৃতিতে। এভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে বিজ্ঞান সারাবিশ্বকে এনে দিয়েছে মানুষের হাতের মুঠোয়। এক বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই বিজ্ঞান আমাদের সামনে হাযির করেছে অন্য আরেক বিস্ময়। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে সমগ্র জগত অভূতপূর্ব উন্নতির শীর্ষে উপনীত হয়েছে। আদিম যুগের অরণ্য ও গুহাবাসী মানুষ আজ বিজ্ঞান সাধনায় উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করে আকাশচুম্বি অট্টালিকায় বসবাস করছে।

আমরা একুশ শতকে পদার্পণ করেছি। বর্তমান শতকের মানুষের সকল প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতার মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অবদান। মানুষের কৌতুহলপ্রিয় দৃষ্টি বিজ্ঞানের বিচিত্র পথে গমন করে মানব জীবনের জন্য বয়ে এনেছে পরম কল্যাণ, এনেছে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানের কল্যাণ স্পর্শ মানব জীবনকে করে তুলেছে সহজ ও আনন্দমুখর। বিজ্ঞানের ব্যবহার যতই বাড়ছে জীবন ততই স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখছে।

বিবর্তনের ধারা অতিক্রম করে বিকশিত হয় সভ্যতা। বর্তমান সভ্যতা হচ্ছে মানব জাতির দীর্ঘদিনের বুদ্ধি, মনন, মেধা ও অভিজ্ঞতার সমষ্টি। মানব সভ্যতার মূলে বিজ্ঞানের অবদান যে কত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী, তা প্রতিদিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে অনুভব করা যায়। বিজ্ঞান বিশ্ব সভ্যতাকে বহু দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। বিজ্ঞান ছাড়া আজ মানব জীবন যেন অচল। এ বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে নতুন জীবনের ঠিকানা।

কিন্তু বিজ্ঞানের এত কিছু অবদানের পরও যদি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ? তাহ'লে এর কোন জবাব মিলবে না। এক কথায় বলতে হবে আশীর্বাদ ও অভিশাপের সংমিশ্রণেই বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়।

বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে আমরা সাদরে বরণ করে নিলাম। তা বরণ করা উচিতও বটে। আর যে বিজ্ঞান মানুষের জন্য অভিশাপ এবং মানুষের জাতীয়তা, স্বকীয়তা ও জাতিগত মূল্যবোধকে করে কলুষিত-কলংকিত, সে বিজ্ঞানকে আমরা চরমভাবে ঘৃণা করি, ধিক্কার জানাই।

টেলিভিশন, ভিসিআর-ভিসিপি, ডিশ-এন্টিনা, সিনেমা, রেডিও, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি যে বিজ্ঞানের নব বিস্ময়কর আবিষ্কার, এতে কোনই সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বিশ্বে এগুলির প্রয়োজনীয়তাকে হালকা করে দেখার ও অবকাশ নেই। কারণ এগুলিতে অনেক উপকারী বিষয়বস্তু জানা যায়, অনেক কিছু শোনা যায় ও সারা বিশ্বে কি ঘটছে তার কিছু নমুনা সাথে সাথে দেখা যায়। দ্বীন-ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, চিকিৎসা, কৃষি, দেশ ও আদর্শ সমাজ গঠন, চরিত্র উন্নয়ন, ব্যাপক নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও জনকল্যাণ, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইত্যাকার বিষয় প্রচার-প্রসারে এগুলি বিপুল অবদান রাখে। এছাড়া মানুষের কর্মে উৎসাহ যোগানো এবং শারীরিক-মানসিক ক্লান্তি দূরীকরণের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু হায়! অত্যন্ত মূল্যবান এসব প্রচার মাধ্যম বর্তমানে এক সর্বনাশা যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

নব-আবিষ্কারের শারঈ বিধানঃ

নব আবিষ্কার তথা টিভি, ভিসিআর-ভিসিপি, ডিশ-এন্টিনা, সিনেমা, রেডিও, টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদির ব্যাপারে শারঈ দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট যে, ইসলাম নব আবিষ্কৃত বস্তুর ব্যবহারকে একেবারে নিষেধও করে না, আবার লাগামহীন ভাবে ব্যবহারের অনুমতিও প্রদান করে না। বরং ইসলামী বিধি-বিধান তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কষ্টি পাথরে যাচাই করার নির্দেশ দেয়।

যেমন- (১) যে সকল দৃশ্য ও কথা কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি দেখা বা শ্রবণ করা জায়েয, সে সকল দৃশ্য ও কথা টিভি, ভিসিআর, ভিসিপি, ডিশ-এন্টিনা, রেডিও, টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদির মাধ্যমেও দেখা বা শ্রবণ করা জায়েয হবে।

(২) যে সকল দৃশ্য ও কথা কোন প্রকার মধ্যস্থতা ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে দেখা বা শ্রবণ করা নাজায়েয (যেমন- গায়ের মাহরাম নারী, বাদ্য-বাজনা, অশ্লীল কথা, গান ও দৃশ্য)। সে সকল দৃশ্য ও কথা টিভি, ভিসিআর, ভিসিপি, ডিশ-এন্টিনা, রেডিও, টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদির মাধ্যমে দেখা ও শ্রবণ করা নাজায়েয হবে।

উপরোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে আমরা সবাই বলতে পারব যে, এসব নব আবিষ্কারে প্রদর্শিত, অনুষ্ঠিত এবং পরিবেশিত অনুষ্ঠানগুলি দেখা বা শ্রবণ করা জায়েয কি নাজায়েয।

এ জাতীয় আবিষ্কার বর্তমানে মানুষকে ক্ষণিকের জন্য আনন্দ দিচ্ছে বটে। কিন্তু তার বিনিময়ে ধ্বংস করছে মানুষের ঈমান-আক্বীদা, সংস্কৃতি, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ এবং সলিল-সমাধি করছে মানুষের অমূল্য সম্পদ চরিত্রের। বিজ্ঞানের এসব অবদান বর্তমানে এক সর্বগ্রাসী আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়ীতে-বৈঠকখানায়, দোকানে, বাসে, ট্রেনে, বিমানে, স্টিমারে, রাস্তা-ঘাটে এক কথায়

* কুড়ালিয়া (পশ্চিম পাড়া), সিরাজগঞ্জ।

সর্বত্র ঈমান-আক্বীদা, মানবতা ও লজ্জা-শরম বিধ্বংসী নৃত্যানুষ্ঠান, ঝুমুর-ঝংকার গান বাজনা, চরিত্র হননকারী নাটক ও ছায়াছবি এবং নগ্ন প্রদর্শনীর তাণ্ডবলীলা চলছে। যারা ছালাত আদায় করে না তাদের কথা এবং নামে মাত্র মুসলমান তাদের কথা বাদই দিলাম, মুছল্লী, হাজী, তাবলীগী ও অন্যান্য অনেক ধার্মিকদের বাড়ী-ঘরেও এই টিভি, ডিশ-এন্টিনা, ভিসিআর, ভিসিপি ইত্যাদিকে সভ্যতার অন্যতম উপাদান বলে মনে করা হচ্ছে। বাড়ীর ছাউনী-ছাদের উপর আল্লাহ্র গযবের এন্টিনা না থাকলে দারিদ্র্যতার আলামত মনে করা হচ্ছে।

টিভি-সিনেমা ইত্যাদিতে যেসব নিষিদ্ধ কাজ হয়ঃ

অশ্লীল গান-বাদ্য, ঝুমুর-ঝংকার নাচ, পর স্ত্রীর নগ্ন-অর্ধনগ্ন ছবি ও দেহ বল্লরীর অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন অন্যান্য ইত্যাদি। উল্লেখিত সমস্ত কাজই অবৈধ। এতদ্ব্যতীত টিভি, সিনেমা, ডিশ-এন্টিনা ইত্যাদিতে বেশীরভাগ সময় নানা প্রকার অনর্থক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। অথচ পবিত্র-কুরআন ও ছহীহ হাদীছে অনর্থক ক্রিয়াকলাপ থেকে বেঁচে থাকতে বলা হয়েছে।[১]

তবে হ্যাঁ, শিক্ষণীয় ও জনকল্যাণমূলক দু'একটি অনুষ্ঠান টিভিতে অবশ্যই আছে। যথা- খবর পরিবেশন, সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক ও জ্ঞান-বিজ্ঞান মূলক অনুষ্ঠান। কিন্তু তাও উপস্থাপিত হয় সুসজ্জিতা রমণীদের মাধ্যমে। স্বেচ্ছায় কোন গায়ের মাহরাম রমণীর চেহারা দেখা যেমন অবৈধ তথা হারাম, ঠিক তেমনি আয়না বা পানির মধ্যে তার প্রতিবিম্ব দেখাও হারাম। কেননা প্রত্যক্ষভাবে কোন গায়ের মাহরাম নারীকে নযর ভরে দেখলে যেমন ফিতনা ও কাম রিপুর তাড়নার আশংকা রয়েছে, ঠিক তেমনি আয়না বা পানিতে পরোক্ষভাবে দেখার মধ্যেও একই কারণ বিদ্যমান। আর টিভির রঙ্গীন পর্দায় সুসজ্জিতা নারীর ছবি প্রদর্শনতো আরও ভয়ংকর।

অপসংস্কৃতির কবলে শিশু-কিশোরঃ

বর্তমানে সন্তান-সন্ততির জ্ঞান বৃদ্ধির নামে কচি কাঁচাদের চারিত্রিক অবক্ষয়ের সাথে সাথে বিজাতীয় সভ্যতার প্রদর্শনীতে ঈমান ও ধর্মীয় স্পৃহাকে গোড়াতেই ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। আজ টিভি, ভিসিআর, ডিশ-এন্টিনা ইত্যাদি অভিশাপগুলি যার ঘরেই প্রবেশ করেছে, তাকে এবং তার পরিবারকে ধ্বংস করেছে চরমভাবে। আর সে ধ্বংস চরিত্রগতভাবেই হোক অথবা ঈমান-আক্বীদা, চাল-চলন ধ্বংসের মাধ্যমেই হোক।

'রাবেতা আলম আল-ইসলামী'র মুখপত্র 'আখবারুল আলম আল-ইসলামী'-তে প্রকাশিত মিসরের এক জরিপ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, মিশরের ৯১ শতাংশ শিশু টিভিতে প্রকাশমান সবক'টি অনুষ্ঠান দেখে থাকে। তারপর পত্রিকাটি আরও লিখেছে যে, এটা ৯১ শতাংশ শিশুর ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে একথা প্রমাণ করে যে, এসব শিশু সারাটা দিন টিভির অনুষ্ঠান দেখার পিছনেই ব্যয় করে থাকে। শুধু তাই নয়, উক্ত জরিপে ৯৩ শতাংশ শিশু এমন পাওয়া গেছে যে, তারা সেসব অনুষ্ঠানের শুধু নাম বলতে পারে, যা দু'মাসের অধিক সময়ে দেখানো হয়েছে। পক্ষান্তরে ৬৬ শতাংশ শিশু এমন পাওয়া গেছে যে, তারা সেসব ফিল্মের নামের সাথে কিছুটা বিশ্লেষণও স্মরণ রাখতে পারে, যা তিন সপ্তাহ ব্যাপী টিভির পর্দায় এসেছে। আর ২৭ শতাংশ শিশু এক সপ্তাহের মধ্যকার অনুষ্ঠান পূর্ণ বিশ্লেষণের সাথে স্মরণ রাখতে পারে।[২] এটা হচ্ছে মিসরের শিশু-কিশোর সমাজের চিত্র। এরকম জরিপ যদি আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশে চালানো হয়, তবে বোধ হয় বাংলাদেশের শিশু-কিশোর সমাজের উপর টিভির প্রভাব মিসরের চেয়ে বেশী ছাড়া কম হবে না।

মনোবিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের মধ্যে বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের উপরে টিভি, ভিসিআর, ভিসিপি, ডিশ-এন্টিনা ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।[৩] বৃটেনের সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'টিভির যৌন বিষয়ক প্রোগ্রাম শিশুদের উপরে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে'। তার মতে, 'টেলিভিশনে অনুষ্ঠান প্রচারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। সাথে সাথে মা-বাবাকেও শিশু-কিশোরদের শাসনে রাখতে হবে, যেন তারা নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে যেতে না পারে'।[৪]

মাদ'আজ আল-আযেমী তাঁর 'টিভি এক নতুন সাথী' নামক প্রবন্ধে বলেন, '(টিভি) আমাদের শিশু-কিশোর ও যুবক ছেলে-মেয়েদের চরিত্রকে কিভাবে ধ্বংস করছে তা আমরা জানি। আমি যদি বলি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকে جليس السوء। (দুষ্ট সঙ্গী) বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তা এই টিভি, তাহ'লে হয়ত অত্যুক্তি হবে না। টিভির জঘন্যতম অনুষ্ঠানগুলি একদিকে যেমন শিশু-কিশোর ও যুব সমাজের চরিত্রকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে ধ্বংস করে দিচ্ছে এবং সমাজ থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। তারা টিভি, ভিসিআর, ভিসিপি, ডিশ-এন্টিনা ইত্যাদির বানোয়াট কেচ্ছা-কাহিনী ও বাজে ফিল্মগুলি নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করে। এতে তাদের আক্বীদা নষ্ট হয়ে যায় এবং সুন্দর অনুভূতি ও হায়া-শরম হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে তাদের

---

১. *মুয়াত্তা ইমাম মালেক (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ জুন ১৯৮৭), হা/২৬৯৫; আহমাদ, মিশকাত হা/৪৮৩৯ 'আদব' অধ্যায়।*

২. *মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন, প্রবন্ধঃ 'অপসংস্কৃতি ও যুবসমাজ' দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন স্মরণিকা ২০০০ (বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী), পৃঃ ২৮।*

৩. *মাসিক 'আত-তাহরীক' অক্টোবর ১৯৯৮, পৃঃ ১২ মূল প্রবন্ধঃ মাদ'আজ আল-আযেমী, অনুবাদঃ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, প্রবন্ধঃ টিভি এক নতুন সাথী'।*

৪. *মাসিক মুঈনুল ইসলাম, জুন ১৯৯৯, পৃঃ ৩৩। জাকারিয়া বিন নোমান ফয়াজি, প্রবন্ধঃ 'টিভি ভিসিআর সিনেমা ও ডিশ-এন্টিনার ধ্বংসাত্মক পরিণাম'।*

মেধা ও বুদ্ধিমত্তা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে লেখাপড়া থেকে তাদের মন উঠে যায়'।[৫]

গত কয়েক বছর পূর্বে বাংলাদেশ সরকার বিদেশী একটি মারদাঙ্গা সিরিজ শিশুদের উপরে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করার কারণে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ সেই মারদাঙ্গা সিরিজটি তখন এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, ঐ সিরিজের বিভিন্ন দৃশ্য অনুকরণ করতে গিয়ে বেশ কয়েকজন শিশু করুণ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিল।[৬] সঊদী সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শায়খ আবদুল হামীদ তাঁর এক নিবন্ধে বলেন, 'জার্মানীর এক সমাজ বিশেষজ্ঞ সমাজ ও নতুন প্রজন্মের উপর টিভির ভয়াবহ প্রভাব সম্পর্কে গভীর উদ্বেগের সাথে বলেছেন, 'টিভি ও টিভি ব্যবস্থাকে তোমরা ধ্বংস করে দাও এবং এ যন্ত্রটি তোমাদের সর্বনাশ করার পূর্বেই কাজটি সম্পন্ন কর'।[৭]

আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, শিশু-কিশোররা যখন তাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা মহান প্রভু আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার সুন্দর সুন্দর বুলি আওড়াবে, ঠিক সেই সময় তারা টিভি, ভিসিআর, ভিসিপি, ডিশ-এন্টিনা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষা করা অশ্লীল ও কুরুচি পূর্ণ নানা প্রকার শব্দ অহরহ মুখ থেকে বের করছে।

টিভি, সিনেমা, ভিসিআর ইত্যাদিতে প্রচারিত অনুষ্ঠানের ক্ষতিকর প্রভাবঃ

আমেরিকার এক প্রসিদ্ধ পত্রিকা মার্কিন সভ্যতার বর্তমান দুঃখজনক অবস্থার মূল কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে লিখেছে যে, 'তিনটি শয়তানী শক্তি আছে যেগুলি এই সুন্দর পৃথিবীকে জাহান্নামে পরিণত করার কাজে লিপ্ত বা ব্যস্ত। (১) অশ্লীল বই, পত্রিকা। যা কিনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আশংকাজনক গতিতে সমাজ ও পরিবারে বেহায়াপনা বিস্তার করে চলেছে এবং দিন দিন এর প্রচার-প্রসার দ্রুতবেগে বেড়েই চলেছে। (২) টিভি ও সিনেমা। এ ধ্বংসাত্মক শক্তি দু'টি শুধু সমাজকে অবাধ যৌনাচারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে না; বরং যৌনতার বাস্তব প্রশিক্ষণও প্রদান করে থাকে। ও (৩) মহিলাদের পতিত চারিত্রিক মান'।[৮]

বাংলাদেশ সহ অধুনা বিশ্বের সর্বত্রই নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও যৌন চর্চার মাধ্যমে ছায়াছবি, নাটক প্রভৃতি নির্মিত হয়ে থাকে। নায়ক-নায়িকার প্রকাশ্য বেহায়াপনা ও ভিলেনের রোমান্টিক দৃশ্য দেখে মানুষ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। যার মাধ্যমে মানবীয় চরিত্রের সলিল-সমাধি হয়ে পশুর চরিত্র তার মধ্যে চলে আসে।

বিভিন্ন ছায়াছবি ও নাটক ইত্যাদি অনুষ্ঠানের নায়ক-নায়িকা, ভিলেন সর্বোপরি বিভিন্ন চরিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যেভাবে কথা বলে, পোশাক পরিধান করে, চুল ছাটে, ঠিক দর্শক-শ্রোতারা সেগুলি অনুসরণ করতে ব্যাপকভাবে চেষ্টা চালায়। যার ফলশ্রুতিতে আধুনিক যুগের মেয়েরা জিনসের স্কিন টাইট প্যান্ট-শার্ট তথা শয়তানী পোশাক পরিধান করে, বব কাটিং চুল ছেটে ফ্যাশন সচেতনতার মহড়া দিয়ে বেড়ায়। আর ছেলেরা লম্বা-লম্বা চুল রেখে, স্বর্ণের চেইন গলায় দিয়ে শার্টের বোতাম খুলে দিয়ে সঙ সেজে বেড়ায়। তাছাড়া প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলারা অতি সংকীর্ণ মাপের পোশাক পরে। ফলে তাদের পুরো অঙ্গগুলিই থাকে উন্মুক্ত। নায়ক-নায়িকা যেভাবে প্রেম নিবেদন করে, বাক্যালাপ করে, স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েরা একে অপরের সাথে বাস্তবে সেগুলির প্রয়োগ ঘটায়। যার ফলশ্রুতিতে আজ স্কুল-কলেজগামী মেয়েরা রাস্তায় চলাচলের সময় নানা প্রকার বিশ্রী শব্দের মাধ্যমে চরমভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছে। এগুলি কোন না কোন নায়ক-নায়িকারই চমৎকার অবদান(?) বৈকি!

দেশে খুন, সন্ত্রাস ও ধর্ষণ বৃদ্ধিতে টিভি, সিনেমা, ভিসিআর-ভিসিপি, ডিশ-এন্টিনা ইত্যাদির যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এ সময়ে নির্মিত ছবি ও নাটকগুলিতে ভিলেনদের এত দাপট কেন? ভিলেন অনায়াসেই একের পর এক খুন করে যায়। ভিলেনের সন্ত্রাসী বাহিনীর অনায়াসে চালিয়ে যাওয়া কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে খুন, সন্ত্রাস ও ধর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনীতি, অর্থনীতি ও বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাব এর জন্য যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী হ'ল হাল আমলের নির্মিত ছবিগুলি। সমাজে যা ঘটছে তা প্রতিদিন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে। এসব খবর পাঠ করে একজন পাঠক যতটা না প্রভাবিত হচ্ছে, তার চেয়ে বেশী প্রভাবিত হচ্ছে একজন দর্শক টিভি, সিনেমা, ভিসিআর, ভিসিপি, ডিশ-এন্টিনা ইত্যাদি দেখে। কারণ পাঠক খবরটি পড়ে ঘটনাটি ক্ষণিকের জন্য কল্পনা করতে পারে। সে কল্পনা এক সময় মন থেকে মুছেও যায়। কিন্তু টিভি, সিনেমা, ভিসিআর, ভিসিপি, ডিশ-এন্টিনা ইত্যাদিতে খুন, সন্ত্রাস ইত্যাদি দৃশ্য দেখার পর তা মনে গেঁথে যায়। ফলে মানুষ খুন, সন্ত্রাস ও ধর্ষণের পদ্ধতিগুলি আয়ত্ব করে বাস্তবে সমাজে প্রয়োগ করে।[৯]

হৃদয়ের জন্য বাদ্যযন্ত্র দেহের জন্য মদের সমতুল্য। মদ দেহের উপরে যে কু-প্রভাব বিস্তার করে বাদ্যযন্ত্রের সুরলহরী হৃদয়ের উপরে তার চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে।[১০] আর গান-বাদ্যের মধুর আওয়াজের তালে তালে যখন গায়িকার আকর্ষণীয় নাচ, গান ও অঙ্গভঙ্গি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই দেহমন উত্তপ্ত হয়। এটা এরূপ স্বাভাবিক যেমন আগুনের উত্তাপ ও পানির ভিজানোর ক্ষমতা স্বাভাবিক।[১১] এরকম নাচ-গান-বাদ্য মানুষকে মাদকাসক্ত ব্যক্তির চেয়ে অধিক যৌনাসক্ত করে তোলে।

[চলবে]

---

৫. মাসিক 'আত-তাহরীক' অক্টোবর ১৯৯৮, পৃঃ ১২।
৬. মাসিক মুঈনুল ইসলাম, জুন ১৯৯৯, পৃঃ ৩৩।
৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩, গৃহীতঃ টিভি আওর আজকে লাড়কে-২১।
৮. প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩, গৃহীতঃ টিভি কা জহর-২২।
৯. স্মরণিকা ২০০০, পৃঃ ২৮।
১০. দরসে কুরআনঃ 'বাদ্য-বাজনাঃ বুদ্ধিবৃত্তির অপচয়' মাসিক 'আত-তাহরীক' জুলাই ১৯৯৯ইং, পৃঃ ৫।
১১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

জামাতা নির্বাচন

*মুহাম্মাদ আখতারুযযামান**

সুলতান ইবরাহীম বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। বয়সের ভারে ন্যুব্জ। ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছেন তিনি। সুলতান বুঝতে পারলেন, আর বেশি দিন বাঁচবেন না। তাঁর চিন্তা যে, একমাত্র কন্যা জাহানারার এখনও বিয়ে হয়নি। রাজকন্যা সুন্দরী, তার বিয়ের বয়স হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেকেই তাকে বিয়ে করার জন্য এসেছিল। কিন্তু তার যোগ্য বর আজও খুঁজে পাননি সুলতান। একদিন সুলতান কন্যা জাহানারাকে ডেকে বললেন, মা, এবার আমি তোমার বিয়ে দেব। রাজকন্যা বললেন, কিন্তু কিভাবে তুমি বর নির্বাচন করবে বাবা?

সুলতান বললেন, আমার কোন পুত্র সন্তান নেই। তোমার স্বামীই হবে আমার এই রাজ্যের ভাবী সুলতান। যে ভালভাবে রাজ্য শাসন করতে পারবে এবং প্রজাপালন করতে পারবে আমি তারই সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।

রাজকন্যা বললেন, কিন্তু কিভাবে তুমি যোগ্য বরকে নির্বাচন করবে?

সুলতান বললেন, সে ব্যবস্থা আমি করব। আগে যারা রাজকন্যার বিয়ের জন্য এসেছিল, তাদের মধ্যে তিনজনকে যোগ্য বর হিসাবে মনে মনে বাছাই করেছিলেন সুলতান। তিনি একদিন দূত পাঠিয়ে তিনজন যুবরাজকে ডেকে আনলেন রাজসভায়। তিনজন যুবরাজই ছিলেন বয়সে যুবক এবং বীর। তাদের নাম ছিল খালিদ, যুবায়ের ও ছাবিত। তিনজনই ছিল দেখতে সুদর্শন এবং আচরণ ও কথা-বার্তায় ভদ্র।

রাজকন্যা বুঝে উঠতে পারল না, সে কিভাবে এই তিন জনের মধ্য থেকে একজনকে তার স্বামী হিসাবে বাছাই করবে। তাই সে তার বাবার উপর বর নির্বাচনের ভারটা ছেড়ে দিল।

যুবরাজ তিনজন সুলতানের সামনে হাযির হ'লে সুলতান বললেন, আমি তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছি। কারণ, আমি এবার আমার কন্যাকে পাত্রস্থ করতে চাই।

যুবরাজ তিনজন হাসি মুখে মাথা নত করল।

সুলতান বললেন, তোমরা তিনজন আমার রাজ্য শাসনের উপযুক্ত। ভবিষ্যতে তোমরা সুলতান হ'তে পার। কিন্তু তোমাদের মধ্যে একজনের হাতে আমার কন্যাকে অর্পণ করতে হবে। তাই আমি তোমাদের তিনজনের মধ্যে একজনকে নির্বাচন করার জন্য একটি পরিকল্পনা করেছি। আজ পূর্ণিমা। আজই তোমাদের এক মাসের জন্য দেশ ভ্রমণে পাঠাতে চাই। আজ হ'তে এক মাস পরে ঠিক পরের পূর্ণিমায় তোমরা সফর শেষে ফিরে আসবে এই রাজ সভায়। তোমরা প্রত্যেকেই রাজকন্যার উপযুক্ত বিবেচনা করে সবচেয়ে মূল্যবান উপহার নিয়ে আসবে। সে উপহারের গুণাগুন বিচার করেই তোমাদের যোগ্যতা নির্ণয় করা হবে।

যুবরাজ তিনজন আশান্বিত হয়ে সেদিনই দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ল।

দেখতে দেখতে একটি মাস কেটে গেল। পরের মাসে আবার পূর্ণিমা এল। পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ উঠতেই সুলতানের প্রাসাদ দ্বারে যুবরাজদের আগমন ঘোষণা করা হ'ল। আলোকমালা ও ফুল দিয়ে সজ্জিত করা হ'ল সমস্ত প্রাসাদ।

সুলতান প্রথমে যুবরাজ খালিদকে ডেকে বললেন, তুমি আমার কন্যার জন্য কি উপহার এনেছ? যুবরাজ খালিদ নতজানু হয়ে একটি বড় থলে থেকে অনেক বড় বড় মূল্যবান জিনিস বের করল। তারপর সুলতানকে বলল, এগুলি সবচেয়ে দামী হীরে মুক্তা, পান্না ও চুন্নি। এগুলি বিভিন্ন দেশ ঘুরে বাছাই করে এনেছি। এগুলি দিয়ে রাজকন্যার জন্য একটি মুকুট, গলার হার, হাতের বালা আর আংটি গড়াতে চাই। হাসিমুখে খুশি হয়ে মাথা নত করল রাজকন্যা জাহানারা। কিন্তু সুলতান কোন কথা বললেন না।

এবার সুলতান যুবরাজ যুবায়েরকে ডেকে বললেন, তুমি কি উপহার এনেছ? যুবায়ের বলল, 'আমি একটি বন্দুক এনেছি। এটি এক শক্তিশালী অস্ত্র। এই অস্ত্র দিয়ে সভ্য জগতের লোকেরা যুদ্ধ করে। এই অস্ত্র দিয়ে অনায়াসে এবং অব্যর্থভাবে লোক মারা যায়। এই অস্ত্র কাছে থাকলে বাইরের কোন শত্রু ভয়ে পা দেবে না আপনার রাজ্যের সীমানায়। আপনি এর দ্বারা অনেক দেশ জয় করতেও পারেন। আপনি হয়ে উঠতে পারেন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিজয়ী রাজা।

যুবরাজ যুবায়েরের কথা শুনে রাজকন্যা কেঁপে উঠলেন ভয়ে। সুলতান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নীরবে। কিন্তু রাজসভায় উপস্থিত লোকদের মুখগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এবার যুবরাজ ছাবিতকে ডাকলেন সুলতান। কুণ্ঠিত পায়ে লজ্জাবনত মুখে সুলতানের সামনে খালি হাতে এসে দাঁড়াল যুবরাজ ছাবিত। সে বলল, ক্ষমা করবেন সুলতান, আমি রাজকন্যার জন্য কোন উপহার আনতে পারিনি।

সুলতান আশ্চর্য হয়ে বললেন, সে কি? কোন উপহারই আননি?

ছাবিত বলল, আমি রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চাই। অথচ তার জন্য কোন উপহার না আনতে পারায় সত্যিই দুঃখিত। কিন্তু এই একটি মাস আমি কাজে এমনই ব্যস্ত হয়ে

* জলাইডাঙ্গা (পূর্বপাড়া), পোঃ গোপালপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর।

পড়েছিলাম যে, কোন উপহার যোগাড় করতে পারিনি।

একথার অর্থ বুঝতে না পেরে সুলতান বললেন, ব্যস্ত? এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে যে, কোন উপহারই যোগাড় করতে পারনি? জানতে পারি, কি কাজে তুমি এতখানি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে?

ছাবিত বলল, আমি আপনার রাজসভা থেকে বেরিয়ে দেশ ভ্রমণে যাবার সময় পথে এক মুমূর্ষু পথিককে দেখতে পাই। তার গা থেকে রক্ত ঝরছিল। সর্বাঙ্গ ছিল ক্ষত-বিক্ষত। আমি তা দেখে চলে যেতে পারলাম না। তার সেবা-শুশ্রূষা করলাম। তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে দু-একদিন পর আবার পথ চলতে শুরু করলাম। কিন্তু কিছু দূর যেতেই দেখলাম, একদল নারী ও শিশু ভয়ার্ত অবস্থায় গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছে। কারণ জিজ্ঞেস করে জানলাম, একদল জলদস্যু নদী পথে এসে তাদের গ্রাম লুণ্ঠন করেছে, গ্রামের বেশির ভাগ পুরুষকে হত্যা করেছে, তাদের ধন-সম্পদ সব ছিনিয়ে নিয়ে গেছে এবং আবার আসবে বলে ভয় দেখিয়ে গেছে। আমি তাদের বুঝিয়ে নিয়ে সে গ্রামে গেলাম। দেখলাম গ্রামের অল্প সংখ্যক লোক যারা বেঁচে আছে তারা জলদস্যুদের সঙ্গে লড়াই করতে চায়। কিন্তু কোন যোগ্য নেতা না থাকায় মনোবল পাচ্ছে না। আমি সে সব নিঃস্ব, অসহায় ও ভীত-সন্ত্রস্ত লোকদের ফেলে চলে আসতে পারলাম না। তাদের সশস্ত্র ও সংঘবদ্ধ করে জলদস্যুদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করলাম। জোর লড়াই করে জলদস্যুদের ঘায়েল করে গ্রাম থেকে চিরদিনের মত তাড়িয়ে দিলাম।

তারপরও অনেক কাজ ছিল। আহতদের চিকিৎসা, বিধবা ও শিশুদের পুনর্বাসন প্রভৃতি কাজগুলি সারতে আমার বেশ কিছুদিন দেরি হয়ে গেল। কাজের চাপে আমি উপহারের কথা, রাজকন্যার কথা সব ভুলে গেলাম। হঠাৎ একদিন আকাশে চাঁদ দেখে পূর্ণিমার কথা মনে পড়ে গেল। তাই ক্ষমা চাইতে এলাম। আমাকে ক্ষমা করবেন সুলতান।

যুবরাজ ছাবিতের কথা শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন বৃদ্ধ সুলতান। তিনি যখন চোখ তুললেন তখন দেখা গেল, চোখের পানিতে ঝাপসা হয়ে গেছে তার দৃষ্টি। রাজকন্যার চোখেও পানি এসেছিল।

সুলতান যুবরাজ ছাবিতকে তার কাছে ডাকলেন। যুবরাজের একটি হাত ধরে হাসিমুখে বললেন, এই মহান যুবরাজ রাজকন্যার জন্য হাতে কোন উপহার না নিয়ে এলেও এ হাতে ফুঠে আছে জনসেবার অনেক অমূল্য নিদর্শন। আমি তারই হাতে তুলে দেব আমার কন্যাকে। এই মহানহৃদয় পরোপকারী যুবরাজ হবে আমার রাজ্যের উপযুক্ত শাসক।

চিকিৎসা জগৎ

মোরগ-মুরগীর গামবোরো রোগ

*ডাঃ মুহাম্মাদ মনছুর আলী**

'গামবোরো' একটি অতি দ্রুত সংক্রমণশীল ভাইরাস জনিত রোগ। ১৯৬২ সালে বিজ্ঞানী কসগ্লোভ আমেরিকার গামবোরো যেলাতে এই রোগ আবিষ্কার করেন। বাচ্চা মোরগ-মুরগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টিকারী প্রধান অঙ্গ বার্সা ফেব্রিসাস (BURSA FEBRICIUS) এ প্রদাহ সৃষ্টি করে বলে একে Infectious Bursa Disease বলে। সংক্ষেপে IBD বলা হয়।

১৯৯২ সালে ভারত ও নেপাল থেকে বাচ্চা আমদানীর মাধ্যমে এই রোগ আমাদের দেশে বিস্তার লাভ করে। প্রায় দশ বৎসর যাবৎ এই রোগ পোলট্রি শিল্পের প্রভূত ক্ষতি সাধন করছে। এমনকি বহু খামার মালিক নিঃস্ব হয়ে পড়েছে।

রোগের কারণ ও বিস্তারঃ

RNA নামক অতি জীবনীশক্তি সম্পন্ন ভাইরাস এই রোগের কারণ। যা বিভিন্ন পরিবেশে ১২০ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। এই ভাইরাস বাচ্চা মুরগীর দেহে প্রবেশ করে বার্সা ফেব্রিসাস ও থাইমাস গ্রন্থীর কোষ আক্রান্ত করে। ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পায়। ৪ মাস পরে এই রোগে আক্রান্ত কম হয়।

সাধারণতঃ গামবোরো ভাইরাস খাদ্য, পানি, খামারের খাদ্যপাত্র, বস্তা, জামা-কাপড়, জুতা, আমদানীকৃত বাচ্চা ইত্যাদির মাধ্যমে সংক্রমিত হয়।

রোগ লক্ষণঃ

(১) পালকগুলি উষ্ক-খুষ্কু দেখা যায়।
(২) হাটা-হাটি করতে পারে না বা চায় না।
(৩) খাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং তাড়া দিলেও নড়তে চায় না।
(৪) ব্রয়লার মুরগীর ওযন কমতে থাকে।
(৫) পানির মত পায়খানা করে।
(৬) মলদ্বারের চার পার্শ ভিজা থাকে।
(৭) চামড়ার নীচে ও মাঝে রক্ত জমতে দেখা যায়।
(৮) মৃত মুরগী কাটলে ভিতরে কিডনী ফুলে যেতে দেখা যায়।
(৯) থ্যাইমাস গ্ল্যাণ্ড বৃদ্ধি হয় এবং রক্ত দেখা যায়।
(১০) উরু ও বক্ষের মাংশপেশীতে বিন্দু বিন্দু রক্ত দেখা যায়।

* *ডি,এইচ,এম,এস; হোমিও রিসার্চ কর্ণার, তাহেরপুর পৌরসভা, রাজশাহী।*

(১১) অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ এবং ডায়রিয়া জনিত ডি-হাইড্রেশনের জন্য বাচ্চা মুরগীগুলি দ্রুত মারা যায়।

(১২) মনে রাখতে হবে, ৩-১২ সপ্তাহের মধ্যে এই রোগ বেশী দেখা দেয় এবং ৩-৫ দিনের মধ্যেই মারা যায়। মৃত্যু হার ৩০%-৪০%।

চিকিৎসাঃ

যেহেতু এটি একটি ভাইরাস জনিত রোগ, সেহেতু এর কোন কার্যকরী চিকিৎসা এ্যালোপ্যাথিতে নেই।

হোমিও চিকিৎসাঃ

বিগত ১০ বৎসর যাবৎ হোমিওপ্যাথিক গবেষণাতে এটা চিকিৎসার ও প্রতিরোধের সুফল পাওয়া গেছে।

১. চেলিডোনিয়াম (Cheledonium Majus) ৬ অথবা ৩০ শক্তিঃ কোন খামারে রোগ লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে পাল থেকে রোগাক্রান্তগুলিকে পৃথক করে এ ঔষধ ৩ ঘন্টা পরপর ড্রপার দিয়ে ২/৩ ফোটা করে ২-৩ দিন খাওয়াতে হবে। বেশী মুরগীর জন্য পাত্র পরিষ্কার করে ১ আউন্স পরিমাণ ঔষধ ২০ লিটার পানিতে মিশিয়ে দিনে ৩ বার করে খাওয়াতে হবে।

২. মার্ক কর (Merk cor) ৩০ শক্তিঃ মোরগ-মুরগীর লাল রঙের পায়খানা সহ উপরোক্ত লক্ষণগুলি থাকলে মার্ক কর ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।

৩. আয়োডিয়াম (Iodium) ৩০ শক্তিঃ মোরগ-মুরগীর থ্যাইমাস গ্রন্থি, কিডনী ফুলা সহ উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ দেখা দিলে আয়োডিয়াম ৩০ শক্তি ৩ ঘন্টা পরপর প্রয়োগ করলে ২/৩ দিনের মধ্যে উপশম হয়। এছাড়া এই রোগ প্রতিরোধের জন্য নিম্নের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

প্রতিকার/প্রতিষেধক ব্যবস্থাঃ

(১) খামার মালিকগণকে মুরগী পালনের সঠিক পদ্ধতি ও নিয়ম-ক্বানূন মেনে চলতে হবে।

(২) যথাসময়ে ও যথানিয়মে গামবোরো ভ্যাকসিন দিতে হবে।

(৩) গামবোরো আক্রান্ত খামারের কোন দ্রব্যাদি ব্যবহার করা যাবে না।

(৪) তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ থাকে না এমন ফ্রিজের ভ্যাকসিন ব্যবহার করা যাবে না।

(৫) হোমিও **Chelidonium-M Q** প্রতিষেধক হিসাবে প্রথম ও পঞ্চম সপ্তাহে ২-৩ দিন ব্যবহার করতে হবে।

(৬) হোমিও **Iodium 30** শক্তি ঐ নিয়মে ১ম ও ৫ম সপ্তাহে ২-৩ দিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৭) মোরগ-মুরগীর ঘরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ রেখে সুষম খাদ্য দিতে হবে।

কবিতা

কেমন দাবীদার?

-হাসানুযযামান বিন সুলায়মান
রাজপুর, সোনাবাড়িয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

দিয়ে মন-প্রাণ ব্যয়ে নিজ জ্ঞান
খুঁজেছি দলীল যা অনুকূল,
হোক সেটা দুর্বল ছাড়ে না কভু হাল
ছাড়তে রাযী ছহীহ বিলকুল।
সবাই চায় হক্ব বলে ওরা থাক
মানবো ফিক্বহে আছে যা,
বাপ-দাদার পথ ছাড়তে অমত
রাযী তবু যেতে হ'লে লাযা।
মানবে মাযহাব ছাড়বে আর সব
হোক সেটা কুরআন ও হাদীছের,
না হ'লে নিজ মতে বাদ সে বিনা কথে
যা আছে তাই যেন হ'ল ঢের।
বাঁচতে যে চায় ফিরছে তরীকায়
কিতাব ও সুন্নাহ্র গড়া পথ,
দাবী নেই অতীতে চায় সে যে বাঁচতে
মানতে চায় খাঁটি সুন্নাত।
ছাড়তে বিদ'আত শিরকের উৎখাত
করতে রাযী সে দিয়ে জান,
প্রভু তার পানে চায় সদা খুশি মনে
করে তারে ওয়াদা দিবে মান।
পরকালে পাবে সে প্রতিদান নিমিষে
খুশি মনে দিবে রব জান্নাত,
অবশেষে হবে তার প্রভুর দীদার
চিরতরে পেয়ে যাবে নাজাত।

জেগে ওঠো মুসলিম

-আনীস আহমাদ
বালিয়াডাঙ্গা, যশোর।

ইহুদী, খ্রীষ্টান হুঁশিয়ার সাবধান!
জেগেছে মুসলিম, জেগেছে কোটি প্রাণ
ইহুদী, খ্রীষ্টান, কাফের, বেঈমান
মেরেছিস ইরাকী, মেরেছিস আফগান।
মেরেছিস চেচনীয়, কাশ্মীরী, সোমালি
বদলা নেব গুণে গুণে, করেছিস যত কোল খালি।
যতই করিস বাহাদুরী, করিস যত ছুটাছুটি
সময় যখন হবে শেষ, ধরব চেপে টুটি।
ভেঙ্গে দেব, গুড়িয়ে দেব তোদের ঐ অভিজাত
এক হয়েছে মুসলিম, রেখেছে হাতে হাত।
আসুক যতই বাধা, পর্বত সমান
পিছু হটে না মুসলিম বীর, ইতিহাস তার প্রমাণ।
বিশ্বনবী রাসূল (ছাঃ) মোদের দক্ষ সেনাপ্রধান

সঙ্গে ঈমানী তেয আর বুকেতে আল-কুরআন।
বিশ্ব বেঈমান বাজিয়েছিস যুগে যুগে যুদ্ধের দামামা
শুনে রাখ! মোরা সেই জাতি, দিয়েছি শির, দেইনি তবু আমামা।
এ যুগের আবরাহা, নমরূদ, ফির'আউন
প্রস্তুত থাক আসছে তোদের পরিণতি নিদারুণ।

হারানো ভাগ্য

মূলঃ আল্লামা ইক্বাল
ভাষান্তরঃ মুহাম্মাদ শাহাদত আলী
মহেশ্বরপাশা বাজার, বি,আই, টি, খুলনা।

বিড়াল বসে খেলা করে
বাঘের মাথার পরে,
মুসলমানের মন্দ বরাত
কেমন দেখ ওরে!
শহীদী তামান্না তাদের
হয়েছে নিপাত,
রেখে হাতিয়ার তাসবীহ দানায়
খোঁজে সবে জান্নাত!

দু'টি জাগরণী

-আনীসুর রহমান ছিদ্দীক্বী
চতুর্থ বর্ষ, বি. এস. সি (ইঞ্জিঃ),
বি, আই, টি, রাজশাহী।

(১)

রবে নিশ্চিন্ত কিভাবে?
বড় যে কঠিন শেষ হিসাবের দিন
রবে নিশ্চিন্ত কিভাবে?
জবাব কি দেবে হাশরে, হে শিল্পী?
বলেছেন নবী, আঁকলে প্রাণীর ছবি।
বিচার দিবসে বলবেন রহমান,
তোমার সৃষ্টিতে তুমি দাও প্রাণ।
বিফল হবে তাদের সব সৎকাজ
আগুনে ফেলা হবে বিনা হিসাবে।
রবে নিশ্চিন্ত কিভাবে?

(২)

জবাব কি দেবে হাশরে, হে ভগিনী!
বলেছেন নবী, পোশাক পরেও উলংগিনী
আর যে নিজের দিকে পুরুষদের করে আকর্ষণ
বদলোকেরাও তাদের টানে, করে আক্ষারণ;
জান্নাতে ঐ নারীরা হবে না দাখিল,
জান্নাতের খোশবু তারা কভু না পাবে।
রবে নিশ্চিন্ত কিভাবে?
এসো! ইসলামী সমাজ গড়ি
বর্জন করি বিদ'আত আর শিরক,
অবসান হবেই তবে সকল শোষণ
সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, নারী নির্যাতন।
মিটে যাবে সাদা-কালোর অন্যায় বিভেদ;
চরিত্রের বিচারে মানুষ মর্যাদা পাবে।
রবে নিশ্চিন্ত কিভাবে?

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন)-এর সঠিক উত্তর

১. আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়া।
২. হযরত যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ)।
৩. 'কুরআন' অর্থ পঠিত। যা বার বার পাঠ করা হয়। 'ফুরক্বান' অর্থ সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।
৪. ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)।
৫. সূরা ও আয়াত দীর্ঘ এবং আহকাম সম্বলিত।

গত সংখ্যার ধাঁধা-র সঠিক উত্তর

১. ধাঁধা।
২. AC এর মধ্যে আছে বলে।
৩. টাইম টেবিল।
৪. বোতল।
৫. হাসিনা।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (কুরআন)

১. কোন্ পাঁচটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের খবর স্বয়ং আল্লাহ জানেন?
২. মহান আল্লাহ কেন নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন?
৩. 'পুরুষরা নারীদের অভিভাবক' পবিত্র কুরআনের কোথায় বর্ণিত আছে?
৪. জিন ও ফেরেশতাকে আল্লাহ কি থেকে সৃষ্টি করেছেন?
৫. দুনিয়ার পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান একদিন কোন্ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে?

❐ সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী জগৎ)

১. কোন্ দেশে হাতির জন্য হাসপাতাল আছে?
২. মানুষের পরে সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী কি?
৩. কোন্ প্রাণীর চামড়ায় বন্দুকের গুলিও (সহজে) ঢুকে না?
৪. প্রজাপতির কান কোথায় থাকে?
৫. কোন্ মাছ পাখির মত ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটায়?

❐ সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

২০০১-২০০৩ সেশনের 'সোনামণি' উপযেলা পরিচালনা পরিষদ

১০. গোদাগাড়ী, রাজশাহীঃ
প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা বদরুদ্দোজা

উপদেষ্টাঃ আলহাজ্জ কসীমুদ্দীন
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণঃ

১. বাঘা, রাজশাহীঃ

(ক) ৭ মার্চ ২০০২ বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব হ'তে ৩০ জন সোনামণি এবং ৭ জন দায়িত্বশীলের উপস্থিতিতে স্থানীয় হাবাসপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ এবং অত্র উপযেলার সোনামণি প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল হোসাইন। প্রধান অতিথি আদর্শ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গড়ার জন্য সোনামণি সংগঠনের অপরিহার্যতা এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গিয়াছুদ্দীন।

(খ) ৮ মার্চ ২০০২ শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল ২ টা হ'তে সন্ধ্যা পর্যন্ত গঙ্গারামপুর মণিগ্রাম মাদরাসায় শতাধিক সোনামণির উপস্থিতিতে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাঘা উপযেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল হোসাইন, উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আবু ত্বালিব এবং পরিচালক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম।

২. গোদাগাড়ী, রাজশাহীঃ

গত ৮ মার্চ শুক্রবার সকাল ৯ টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত ৬৫ জন সোনামণির উপস্থিতিতে সারাংপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল মুক্বীত। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র উপযেলার পরিচালক মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন, সহ-পরিচালক শফীকুল ইসলাম এবং আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া শাখার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ছোট্ট সোনামণি মীযানুর রহমান।

৩. বাগমারা, রাজশাহীঃ

গত ১৪ মার্চ ২০০২ বৃহস্পতিবার স্থানীয় তাহেরপুর পৌরসভা হাইস্কুল মসজিদে বাদ আছর সোনামণি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক জাহিদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকায শাখার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শাখার উপদেষ্টা মুহাম্মাদ আবূ হেনা।

৪. নওগাঁ যেলাঃ

গত ১৪ মার্চ ২০০২ বৃহস্পতিবার বাদ আছর যেলার পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এবং ১৫ মার্চ শুক্রবার সকাল ৮-৩০ মিনিটে চকশিদ্ধিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পৃথক পৃথক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণদ্বয়ে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক (নাটোর)। প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলমন্ত্র ও ৫টি নীতিবাক্য ইত্যাদির উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন আল-মারকায শাখার সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক রবীউল ইসলাম। বৈঠক পরিচালনা করেন শাখা পরিচালক আফযাল আলী।

৫. রাজশাহী মহানগরীঃ

(১) ২৫ মার্চ ২০০২ সোমবারঃ অদ্য বিকাল ৩ ঘটিকা হ'তে মাগরিব পর্যন্ত রাজশাহী মহানগরীর বায়তুল আমান জামে মসজিদে ৩৮ জন সোনামণি এবং ৬ জন দায়িত্বশীলের উপস্থিতিতে মুহাম্মাদ রণি এবং সাহেলা বাশার-এর কুরআন তেলাওয়াত ও জাগরণীর পরিবেশনের মাধ্যমে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন অত্র মসজিদের মুআযযিন মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব, সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতের আলোকে পর্দার গুরুত্ব ও মর্যাদা, ইসলামী জ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা রাখেন 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম ও খুরশিদ আলম।

প্রশিক্ষণ শেষে বক্তাদের বক্তব্যের উপরে ২০টি প্রশ্নোত্তরের এক আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ী সোনামণিদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। বিজয়ীরা হ'ল- (১) মুসাম্মাৎ রণজিতা আখতার, (২) আসমা ফারিহা, (৩) তাহমীনা আখতার, (৪) শারমিন সুলতানা, (৫) সুমী আখতার, (৬) রাজীব হোসাইন (৭) তৌকির আহমাদ (৮) মাহমূদুল হাসান (৯) শাফী'উল হাসান ও (১০) সাব্বির হোসাইন।

(২) ২৬ মার্চ ২০০২ মঙ্গলবারঃ অদ্য বিকাল ৩-টা হ'তে রাজশাহী মহানগরীর লিচু বাগান জামে মসজিদে ৪৫ জন সোনামণি ও ৭ জন দায়িত্বশীলের উপস্থিতিতে সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

মুহাম্মাদ রাজীব হোসাইন-এর কুরআন তেলাওয়াত এবং সোহাইল ইবনে সীনা-এর জাগরণী পরিবেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দেন অত্র মসজিদের ইমাম হাফেয আহমাদুল্লাহ সিরাজী।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম এবং খুরশিদ আলম।

প্রশিক্ষণ শেষে প্রধান অতিথির আলোচনার উপর ৩০ টি প্রশ্নোত্তরের ভিত্তিতে এক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতায় নিম্নোল্লিখিত বিজয়ী সোনামণিদের পুরস্কার প্রদান করা হয়- (১) মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, (২) আপেল মাহমূদ (৩) তৌকির আহমাদ (৪) মুসাম্মাৎ খুকুমণি (৫) শারমিন আখতার ও (৬) খাদীজা খাতুন।

সোনামণি অংকন প্রতিযোগিতাঃ

গত ১৫ মার্চ শুক্রবার আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরী পরিচালনা পরিষদের পক্ষ থেকে এক অংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মহানগরীর বিভিন্ন শাখা হ'তে প্রায় চল্লিশ জন সোনামণি এতে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতাটি তিনটি স্তরে বিভক্ত ছিল। যথাঃ ১ম শ্রেণী হ'তে ৪র্থ শ্রেণী বালক 'প্রাকৃতিক দৃশ্য', ৫ম হ'তে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত বালক প্রস্তাবিত 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ', রাজশাহী এবং ১ম হ'তে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত বালিকা 'প্রাকৃতিক দৃশ্য'। অংকন প্রতিযোগিতা পরিদর্শন করেন 'সোনামণি' সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। উক্ত প্রতিযোগিতা চলাকালে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন, যিয়াউল ইসলাম ও আবুবকর ছিদ্দীক এবং রাজশাহী যেলা সহ-পরিচালক আব্দুল মুক্বীত ও জাহাঙ্গীর আলম, রাজশাহী মহানগরীর পরিচালক জাহিদুল ইসলাম, সহ-পরিচালক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাক্বিব, মুহাম্মাদ হাশেম আলী ও সোহেল, মারকায শাখার পরিচালক দেলোয়ার হোসাইন ও তার সহ-পরিচালক এবং কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ।

প্রতিযোগিতা শেষে প্রস্তাবিত বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। যিয়াউল ইসলামের পরিচালনায় আব্দুল্লাহ আল-মামূনের তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে সোনামণি জাগরণী পরিবেশন করে সাইফুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, সোনামণিরাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ এবং আমাদের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তাদের হাতেই। তিনি এই প্রতিযোগিতায় অত্যন্ত খুশী হন এবং প্রাণহীন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনের এই প্রতিযোগিতাকে স্বাগত জানান। অনুষ্ঠান শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিজয়ী সোনামণিরা হ'ল-

*** প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন (বালক)**

১মঃ তানভীর ইসতিয়াক (মারকায শাখা)
২য়ঃ রুবাব আমীন (নওদাপাড়া বাজার জামে মসজিদ)
৩য়ঃ সজীব (সপুরা, মিঞাপাড়া শাখা)।

*** প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন (বালিকা)**

১মঃ শোগোফা নাজনীন (বানেশ্বর শাখা)
২য়ঃ শাহিনা (হরিষারডাইং শাখা)
৩য়ঃ সুমী (হরিষারডাইং শাখা)।

*** ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জমে মসজিদ অংকন (বালক)**

১মঃ লাবীব আমীন (নওদাপাড়া বাজার জামে মসজিদ শাখা)
২য়ঃ নাছীরুদ্দীন (মারকায শাখা)
৩য়ঃ আব্দুর রশীদ (মারকায শাখা)।

Poem হ'ল কবিতা

-মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক
সোনামণি।

Eat খাওয়া, Go যাওয়া
Read হ'ল পড়া,
Hope আশা, House বাসা
Catch হ'ল ধরা॥
Father পিতা, Mother মাতা
Teacher হ'ল শিক্ষক,
Book বই, Brother ভাই
Bigger হ'ল ভিক্ষুক॥
Goat ছাগল, Mad পাগল
Fruit ফল জানি,
Flower ফুল, Wrong ভুল
Water হ'ল পানি॥
Light আলো, Black কালো
Today হ'ল আজ,
Hand হাত, Rice ভাত
Work হ'ল কাজ॥
Star তারা, Do করা
Air হ'ল বাতাস,
Flood বন্যা, Daughter কণ্যা
Sky হ'ল আকাশ॥
Know জানা, Gold সোনা
Down হ'ল নীচে,
Mango আম, Name নাম
False হ'ল মিছে॥
Story গল্প, Some অল্প
Might হ'ল ক্ষমতা,
Hot গরম, Soft নরম
Poem হ'ল কবিতা॥

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

১০ হাযার ৪শ' কোটি ডলার এনেও এনজিওরা দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যর্থ

দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত এক সেমিনারে দেশের প্রবীণ অর্থনীতিবিদদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সরকার ও এনজিও উভয়েই দারিদ্র্য দূর করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এনজিওগুলি স্বাধীনতার পর থেকে দাতাদের কাছ থেকে ১০ হাযার ৪শ' কোটি ডলার এনেছে। দারিদ্র্য দূর করার ক্ষেত্রে এ অর্থ ব্যয়ের কার্যকর কোন ফল দেখা যায় না।

এই সেমিনারে দাতাদের চাপিয়ে দেওয়া জাতীয় স্বার্থ বিরোধী শর্ত গ্রহণ করে কৌশলপত্র তৈরী না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

গত ৯ মার্চ 'পিপলস এমপাওয়ারমেন্ট ট্রাষ্ট' ও 'অ্যাকশন এইড বাংলাদেশে'র যৌথ উদ্যোগে 'দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলঃ কি, কেন এবং কার জন্য?' শীর্ষক জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। আইডিবি ভবনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ট্রাষ্টের চেয়ারপারসন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ডঃ এম,এম আকাশ। আলোচনায় অংশ নেন দেশের প্রবীণ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মুযাফফর আহমাদ, সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সুবহান, এফবিসিসিআই সভাপতি ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারূণ ও দৈনিক সংবাদের প্রধান সম্পাদক আহমাদুল কবীর।

প্রফেসর মুযাফফর আহমাদ বলেন, এক সময় শহরের মানুষ ঋণের জালে আবদ্ধ ছিল। এখন এনজিওদের মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে গ্রামের মানুষকেও ঋণের জালে আটকে দেওয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাদের সম্পদ ও ঋণের দায় হিসাব করলে দেখা যাবে, তাদের নীট সম্পদ কিছুই সৃষ্টি হয়নি। গত কয়েক দশকে সামাজিক পুঁজি প্রাপ্তি কমেছে, শহর-গ্রামে বৈষম্য বেড়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে সন্ত্রাস। তিনি বলেন, গ্রাম পর্যায়ে সামাজিক পুঁজি গঠন করে তাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা গেলে গ্রামবাংলার চেহারা পাল্টে যাবে।

এবতেদায়ী মাদরাসা দেশের ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক বুনিয়াদ

-শিক্ষা উপমন্ত্রী

শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু বলেছেন, সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা দেশের সকল এবতেদায়ী মাদরাসার জন্য প্রদানের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছেন। এবতেদায়ী মাদরাসাকে দেশের ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক বুনিয়াদ বলে আখ্যায়িত করে উপমন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকলে যেমনি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা থাকবে না, তেমনি এবতেদায়ী মাদরাসা না থাকলে আলিম, ফাযিল ও কামিল মাদরাসাগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে এবতেদায়ী মাদরাসা সহ সকল মাদরাসার জন্য সরকার একটি কারিকুলাম তৈরীর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এজন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে প্রধান করে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

এসিড অপরাধ দমন বিল পাস

গত ১৩ মার্চ জাতীয় সংসদে এসিড অপরাধ দমন বিল-২০০২ সর্বসম্মতভাবে পাস হয়েছে। এসিড নিক্ষেপ করে কেউ কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটালে কিংবা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিনষ্ট করলে তার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হয়েছে এ বিলে। এ আইন কার্যকর হ'লে এসিড নিক্ষেপ জনিত অপরাধের দ্রুত বিচার ও অপরাধীর শাস্তি হবে।

পাসকৃত বিলে বিধান করা হয়েছে যে, এসিড দ্বারা কেউ কারো মৃত্যু ঘটালে কিংবা দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি সম্পূর্ণ বা আংশিক নষ্ট করলে বা মুখমণ্ডল, স্তন বা যৌনাঙ্গ বিকৃত বা নষ্ট করলে ঐ ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লাখ টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। এই অপরাধে সহায়তাকারীও অনুরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হবে। এই অপরাধের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হবে। এই অপরাধের অপরাধী যামিনের অযোগ্য বিবেচিত হবে।

বিলে আরো বিধান করা হয়েছে যে, ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগের তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে এবং বিচার প্রক্রিয়া একটানা ৯০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

শেখ হাসিনার ৭টি অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রী আনতে ব্যয় হয় ১৩ কোটি ৪০ লাখ টাকা

সাবেক সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদেশ থেকে সর্বমোট ৭টি অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রী পেয়েছিলেন। এগুলির জন্য সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১৩ কোটি ৩৯ লাখ ৬৯ হাযার ২৫৩ টাকা।

গত ১৪ মার্চ জাতীয় সংসদে বিএনপি সদস্য গোলাম হাবীব (দুলাল) ও জামায়াতে ইসলামীর সদস্য এ,এম রিয়াছাত আলী বিশ্বাসের পৃথক দু'টি প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম, মোরশেদ খান উপরোক্ত তথ্য জানান।

তিনি বলেন, এ ডিগ্রীগুলি কিভাবে সংগ্রহ করা হয়েছিল সে বিষয়ে জানার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রদূতগণকে পত্র লেখা হচ্ছে। তাছাড়া এ ডিগ্রীগুলি গ্রহণ করায় তদানীন্তন সরকার ও সরকার প্রধানের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছিল কি-না সে বিষয়েও সংশ্লিষ্ট দূতাবাস সমূহের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হচ্ছে।

সূতা আমদানীর উপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ

সরকার দেশীয় সূতা শিল্পের প্রতিরক্ষণের উদ্দেশ্যে সব ধরনের কটন সূতার আমদানীর উপর ১০ শতাংশ রিগুলেটরি শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে আমদানীকৃত কটন ইয়ার্ণের সার্বিক কর আপাতন পৌনে ২৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সোয়া ৪০ শতাংশে উন্নীত হবে। অর্থমন্ত্রী এম, সাইফুর রহমান উন্নয়ন ফোরামের বৈঠকে যোগদানের আগে সূতা আমদানীর উপর ১০ শতাংশ রিগুলেটরি শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত দিয়ে যান। সরকার একই সাথে স্বর্ণ চোরাচালান নিরুৎসাহিত করার জন্য ব্যাগেজ রুলে আনীত স্বর্ণের শুল্ক ৪০ শতাংশ হ্রাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন এক সূত্র থেকে জানা গেছে, সরকার কটন সূতা আমদানীকে নিরুৎসাহিত করা এবং স্থানীয় কটন সূতা শিল্পের প্রতিরক্ষণের উদ্দেশ্যে ৫২.০৫ শিরোনামের এইচএস কোডভুক্ত সকল কটন ইয়ার্ণের উপর ১০ শতাংশ রিগুলেটরি বা নিয়ন্ত্রণকারী শুল্ক আরোপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরবর্তী বাজেটে এই নিয়ন্ত্রণকারী শুল্ককে আমদানী শুল্কের সাথে সমন্বয় করা হবে।

বর্তমানে কটন সূতা আমদানীর উপর ৫ শতাংশ আমদানী শুল্ক, ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর, ২.৫ শতাংশ উন্নয়ন সারচার্জ, ৩ শতাংশ অগ্রিম আয়কর ও ২.৫ শতাংশ লাইসেন্স ফী ধার্য রয়েছে। এতে কর আপাতন সৃষ্টি হয় ২৮.৭৫ শতাংশ। ১০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণকারী শুল্ক আরোপের পর এই কর আপাতন ৪০.২৫ শতাংশে উন্নীত হবে। এতে স্থানীয় কটন সূতা উৎপাদকরা সাড়ে ১১ শতাংশ অতিরিক্ত মূল্য সংরক্ষণ লাভ করবে। ভারতীয় সূতা ডাম্পিং-এর ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে স্থানীয় সূতা খাতের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

গোপন তথ্য দলীলপত্রসহ প্রশিকার কর্মকর্তা ও বাহক গ্রেফতার

দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক কাজে লিপ্ত থাকার দলীলপত্রসহ 'প্রশিকা'র একজন কর্মকর্তা ওমর তারেক চৌধুরী ও এসব তথ্য পাচারের ঘটনার বাহক আযহারুল ইসলামকে ধানমণ্ডি থানা পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

জানা গেছে, গত ১১ মার্চ সোমবার সন্ধ্যার পর গোপন তথ্যসহ 'প্রশিকা' কর্মকর্তার বাহক আযহারুল ইসলাম একটি মোটর সাইকেলযোগে জিগাতলা দিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় চলছিল পুলিশের ব্লক রেইড। মোটর সাইকেল চালক দ্রুত গাড়ী চালালে পুলিশের সন্দেহ হয়। পুলিশ মোটর সাইকেল অনুসরণ করে আযহারুলকে আটক করলে সে একটি প্যাকেট লুকানোর চেষ্টা করে। পুলিশ প্যাকেটে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী কাগজপত্র পায়। বাহক ঐ কাগজপত্র কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কে পাঠিয়েছে পুলিশ জানতে চাইলে 'প্রশিকা'র ডেপুটি ডিরেক্টর ওমর তারেক চৌধুরীর কাছে নেয়া হচ্ছে বলে সে জানায়। ঐ সময় পুলিশ কাগজপত্রের মধ্যে যে লিফলেট ও বুকলেট পায় তাতে একজন বিতর্কিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ ছিল।

বাহক আযহারের তথ্য অনুযায়ী সোমবার রাতে পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কুয়েত মৈত্রী হলের হাউজ টিউটর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক গীতিয়ারা নাসরীনের বাসায় অভিযান চালায়। পুলিশ প্রশিকার একজন কনসালট্যান্ট ও অধ্যাপিকা গীতিয়ারার স্বামী প্রশিকার উপ-পরিচালক ওমর তারেক চৌধুরীকে গ্রেফতার করে। এ সময় পুলিশ ঐ বাসা থেকে কন্টিনেন্টাল কুরিয়ার সার্ভিসের ২টি রিসিভ উদ্ধার করে, যাতে গত নির্বাচনের আগে ভারতে প্রেরিত ৩ কেজি ওযনের ডকুমেন্ট এবং নির্বাচনের পরে ৮শ' গ্রাম ওযনের একটি ডকুমেন্ট প্রেরণের তথ্য রয়েছে। ধানমণ্ডি থানা পুলিশ দু'জনকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে ১০ দিনের রিমাণ্ডের আবেদন জানালে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শহীদুল ইসলামের আদালতে হাযির করে। আদালত তাদের বিরুদ্ধে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট মামলা ছাড়া রিমাণ্ডের আবেদন নাকচ করে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেয়।

দেশের ১৬ ভাগ মানুষ আলসার ও ৮ ভাগ হেপাটাইটিস বি'তে আক্রান্ত

ঢাকায় মহাখালী বিসিপিএস মিলনায়তনে পেটের পীড়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের এক সম্মেলনে বলা হয়, দেশের ১৬ ভাগ প্রাপ্তবয়স্ক লোক পেপটিক আলসারে আক্রান্ত। শতকরা ৮ ভাগ হেপাটাইটিস বি ভাইরাসে এবং ৩ ভাগ মানুষ হেপাটাইটিস সি ভাইরাসে আক্রান্ত। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন।

শেখ মুজিবের ছবি রহিতকরণ বিল পাস

গত ২১ মার্চ রাত সোয়া ৯-টায় জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশের বেশী সদস্যের উপস্থিতিতে 'জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন (রহিতকরণ) বিল ২০০২' সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়েছে। নওগাঁ-৪ আসন থেকে নির্বাচিত বিএনপি'র সংসদ সদস্য শামসুল আলম প্রামাণিক আনীত বিলটি পাস হয় তুমুল হর্ষধ্বনি ও টেবিল চাপড়ানোর মধ্য দিয়ে। অবশ্য বিলটি পাসের বিরোধিতা করে কাদের ছিদ্দীকী ও স্বতন্ত্র সদস্য মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসেন অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করেন। কণ্ঠভোটে বিলটি পাসের সময় বেগম রওশন এরশাদ সহ জাতীয় পার্টির ৫ জন সদস্য উপস্থিত থাকলেও তারা ভোটের সময় 'হ্যাঁ' বা 'না' ধ্বনি থেকে বিরত থাকেন। প্রধানমন্ত্রীসহ চারদলীয় জোটের ২০২ জন সদস্য একযোগে 'হ্যাঁ' ধ্বনি দিয়ে আইনটি বাতিলের পক্ষে রায় দেন। আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্যগণ বিল পাসের আগেই বিরোধিতা প্রদর্শন করে ভবন ত্যাগ করেন।

বিলটি পাসের পরপরই প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এক ভাষণে ছবি সংক্রান্ত বিতর্কের স্থায়ী অবসান ঘটাতে এখন থেকে সরকারী অফিস-আদালতে সরকার প্রধানের পাশাপাশি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ প্রেসিডেন্ট যিয়াউর রহমানের ছবি প্রদর্শনের প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবের ব্যাপারে আলোচনা করতে তিনি নিজেই বিরোধী দলকে সংসদে আসার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, কার্যকর হওয়ার এক বছর ছয় মাসের মাথায় আইনটি বাতিল হ'ল। ৭ম সংসদের ১৭তম অধিবেশনে ২০০১ সালের ১৮ জানুয়ারী বিরোধী দলবিহীন সংসদে বেসরকারী বিল হিসাবে ছবি সংরক্ষণ আইনটি পাস হয়। ৬ দিন পর ২৪ জানুয়ারী ২০০১ প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে আইনটি কার্যকর হয়।

ফার ইষ্টার্ণ ইকোনমিক রিভিউ ও ওয়াল স্ট্রীট জার্নালে বাংলাদেশ বিরোধী জঘন্য প্রচারণা

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে দেশী ও বিদেশী প্রচারণা শুরু হয়েছে। এই প্রচারণার টার্গেট হ'ল, বাংলাদেশকে বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে বিশেষ করে আমেরিকা ও পশ্চিমা দুনিয়ার কাছে একটি ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাদমুখী তথাকথিত তালিবানী রাষ্ট্র হিসাবে ধিকৃত ও নিন্দিত করা। একটি সুসংগঠিত ও সুপরিকল্পিত ধারাবাহিক প্রচারণার মাধ্যমে বাংলাদেশকে চলমান বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ও কোণঠাসা করা। পরবর্তী পর্যায়ে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সাহায্য প্রবাহ বন্ধ করা। পর্যায়ক্রমিক এই প্রচারণার শেষ ধাপে বাংলাদেশকে ভারতের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করা। এতদিন পর্যন্ত এই প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছিল ভারতের বাংলাদেশ বিরোধী 'হিন্দুস্থান টাইমস' 'দি হিন্দু' প্রভৃতি পত্রিকা। এর সাথে নতুনভাবে যোগ দিয়েছে 'ফারইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ' ও 'ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল' নামক ইংরেজী পত্রিকা দু'টি।

গত ৪ এপ্রিল হংকং থেকে প্রকাশিত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ফারইষ্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ'-এর প্রচ্ছদ শিরোনাম ছিল- Beware of Bangladesh. অর্থাৎ 'বাংলাদেশ থেকে সাবধান'। জনৈক বার্টিল লিন্টনার রচিত রিপোর্টটি

বস্তুনিষ্ঠাবর্জিত এবং ভয়ংকরভাবে পক্ষপাতদুষ্ট। রিপোর্টে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমেরিকা এবং পশ্চিমা কোয়ালিশনকে উস্কিয়ে দেওয়া হয়েছে, জঙ্গীদের সাথে গোপন সম্পর্ক রক্ষার অভিযোগে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। দেশের ৬৪ হাযার মাদরাসাকে সন্ত্রাস উৎপাদনের সূতিকাগার হিসাবে বদনাম দেওয়া হয়েছে। ভারত এবং আওয়ামী লীগের নির্লজ্জ দালালী করা হয়েছে। উক্ত পত্রিকাটির ভাষায় হরকাতুল জিহাদের সশস্ত্র ব্যক্তিরা নাকি বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে কলিকাতায় মার্কিন কনসুলেটে হামলা চালিয়েছে। তারা আওয়ামী লীগের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে 'দলটিকে কঠোরভাবে ধর্মনিরেপক্ষ' হিসাবে আখ্যায়িত করেছে এবং হিন্দুরাও আওয়ামী লীগের সমর্থক বলে উল্লেখ করেছে।

রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে যে, উসামা বিন লাদেনের অর্থে বাংলাদেশীদের কাছে অপরিচিত জনৈক ফযলুর রহমানের দল নাকি বাংলাদেশে আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ ব্যাপারে আমেরিকা ও দাতা সংস্থাগুলির নিবির্কার ভূমিকায় পত্রিকাটি গভীর উষ্মৎ প্রকাশ করেছে। এই উষ্মা প্রকাশের সাথে সাথে প্রচ্ছন্নভাবে তারা বাংলাদেশে বিদেশী সাহায্য বন্ধ করার সূক্ষ্ম ওকালতি করেছে এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মার্কিন যুদ্ধকে বাংলাদেশে সম্প্রসারিত করার পরোক্ষ নছীহত করেছে।

উল্লেখ্য, এতদিন পর্যন্ত এই পত্রিকাটি 'ডাউজোনস' নামক মার্কিন কোম্পানীর মালিকানাধীন ছিল। শোনা যাচ্ছে যে, এই মালিকানা নাকি একটি ভারতীয় কোম্পানীর কাছে হস্তান্তর হওয়ার পথে। সম্ভবত সে কারণেই পত্রিকাটি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এ জঘন্য প্রচারণা চালিয়েছে।

ঐ একই সাংবাদিক 'ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল' পত্রিকায় 'বাংলাদেশে ইসলামী চরমপন্থীদের ব্যাপক উত্থান ঘটেছে' বলে একটি প্রতিবেদন লিখেছেন। 'ওয়াল স্ট্রীট জার্নালে'র আন্তর্জাতিক পাতায় "In Bangladesh as in Pakistan a Worrisomerise in Islamic extremism" শিরোনামে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনে মৌলবাদী জামাআতে ইসলামী ১৭টি আসনে জয়ী হয়েছে এবং রক্ষণশীল বিএনপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। এরপরই উগ্রপন্থী মৌলবাদীদের তৎপরতা উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে।

বিদ'আতীদের চক্রান্তে ইসলামী সম্মেলন পণ্ড। ১৪৪ ধারা জারি

বিদ'আতী ও ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া যেলার মিরপুর উপযেলাধীন পোড়াদহ ইউপি প্রাঙ্গনে পূর্ব নির্ধারিত ১৩ ফেব্রুয়ারী তারিখের ইসলামী সম্মেলনটি পণ্ড হয় এবং সম্মেলনের উপর মিরপুর থানা ১৪৪ ধারা জারি করে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ উক্ত এলাকার কতিপয় ভাই আহলেহাদীছ হ'লে স্থানীয় মাযহাবী আলেমগণ তাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং নতুন আহলেহাদীছ ভাইদেরকে নানাভাবে হুমকি-ধমকি প্রদান করতে থাকেন। কিন্তু তাতে কাজ না হওয়ায় তারা সম্মেলন বানচালের চক্রান্তে লিপ্ত হন এবং অবশেষে তারা থানাকে দিয়ে ১৪৪ ধারা জারির ব্যবস্থা করে সম্মেলনটি পণ্ড করেন।

বিদেশ

ইরাকে মার্কিন হামলায় সমর্থন দিলে বৃটেনের কয়েকজন মন্ত্রী পদত্যাগ করতে পারেন

ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন সামরিক অভিযানকে সমর্থন দিলে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের মন্ত্রীসভার কয়েকজন সদস্য পদত্যাগ করতে পারেন। এর মধ্যে কমপক্ষে একজন কেবিনেট মন্ত্রীও রয়েছেন। 'ফিনান্সিয়াল টাইমস' পত্রিকা একথা জানায়। মন্ত্রীসভার নিয়মিত বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার পর সরকারের ভিতরের একজন পত্রিকাটিকে জানান, নিম্ন পর্যায়ে পদত্যাগের কথা আলোচনা হয়েছে। তবে তা কেবিনেট পর্যন্ত গড়াতে পারে।

সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের ঘনিষ্ঠ মিত্র ব্লেয়ার উপসাগরীয় যুদ্ধের পুরনো শত্রুদের কঠোর সমালোচনা করেন। তবে সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে তার হুঁশিয়ারি নিজ দল 'লেবার পার্টি'র মধ্যেই প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে। এ যেন ভিমরুলের চাকে ঢিল মারার অবস্থা।

সাদ্দামের বিরুদ্ধে ব্লেয়ারের কঠোর সমালোচনার পর পার্লামেন্টের ৫২ জন সদস্য ইরাকে সামরিক অভিযানে বৃটেনের সমর্থনের সম্ভাবনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে একটি প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেন।

এদিকে বৃটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ব্লাঙ্কেট প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, ইরাকে সামরিক অভিযান বৃটেনে তীব্র গণঅসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারে। 'সানডে টেলিগ্রাফ' পত্রিকার খবরে একথা বলা হয়েছে। ব্লাঙ্কেট বলেছেন, 'আমরা মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইরাককে আলাদা করতে পারি না। তাই ইরাকের বিরুদ্ধে গৃহীত কোন ব্যবস্থা আন্তর্জার্তিক ও আভ্যন্তরীণভাবে বড় ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি করবে'।

ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করার মার্কিন নীতির প্রতি টনি ব্লেয়ারের সমর্থনের কারণে ঊর্ধ্বতন বৃটিশ কর্মকর্তা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যকার অসন্তোষের প্রেক্ষিতে ডেভিড ব্লাঙ্কেট এই মন্তব্য করেন। 'সানডে টেলিগ্রাফ' বলেছে, মুসলিম নেতারা এই অভিমতের সঙ্গে একমত যে, বৃটেন যদি ইরাকে হামলা চালায়, তাহ'লে মধ্যপ্রাচ্যে সহিংসতার কারণে বৃটেনে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে তা দাঙ্গায় পর্যবসিত হ'তে পারে।

ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এইডস কবলিত দেশ

ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এইডস কবলিত দেশ। গত ১৪ মার্চ বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লীতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে, ২০০১ সালে দেশে এইচআইভি পজিটিভ রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৯ লাখ ৭০ হাযার। তিন মাস ধরে পরিচালিত এক জরিপের পর এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। জরিপে বলা হয়, ১৯৯৮ সালে এইচআইভি পজিটিভ লোকের সংখ্যা ছিল ৩৫ লাখ, ১৯৯৯ সালে ৩৭ লাখ, ২০০০ সালে ৩৮ লাখ এবং ২০০১ সালে ৩৯ লাখ। তবে সরকারী হিসাবে ভারতে এইডস রোগীর সংখ্যা ৫০ লাখের কাছাকাছি। উল্লেখ্য, বিশ্বের সবচেয়ে বেশী এইডস রোগী রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায়।

গত বছর বিশ্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ৩৩ হাযার লোকের মৃত্যুঃ বীমা ব্যয় ৩৪৪০ কোটি ডলার

২০০১ সালে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগে বিশ্বে ৩৩ হাযার লোকের মৃত্যু হয়েছে এবং এর জন্য ইন্স্যুরেন্স বাবদ ৩ হাযার ৪৪০ কোটি ডলার ব্যয় হয়েছে। আর এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির ফলে। গত ১৩ মার্চ জুরিখে সুইস রি-ইন্স্যুরেন্স সংস্থা 'সুইস রি' এ খবর পরিবেশন করে।

মার্কিন সামরিক বাহিনীতে ১৮ হাযার মুসলিম সৈন্য

ফিলিস্তীনী বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রের জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলার ইমাম ইয়াহইয়া হেন্দী বলেন, বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ও পেন্টাগনে সন্ত্রাসী হামলার ৬ মাস পরেও পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের মুসলমানদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির অবসান ও ভবিষ্যৎ সংঘাত নিরসনে শিক্ষার বিস্তার ও সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। স্কলার ইমাম হেন্দী গত ১২ মার্চ টেলিফোনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবদান কালে বলেন, মার্কিন মুসলমানরা একেবারেই অবাঞ্ছিত নয়। তারা মার্কিন প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্থাপনা, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত কাঠামোর অংশবিশেষ। তারা মার্কিন সামরিক বাহিনীরও অংশ। যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে প্রায় ১৮ হাযার মুসলমান রয়েছে।

বিশ্বে লাখ লাখ সৈন্য মোতায়েন করে যুক্তরাষ্ট্র মানবাধিকার লংঘন করেছে

-চীন

গত বছর নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে হামলার পরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বজুড়ে তাদের সামরিক উপস্থিতি আরো জোরদার করায় চীন তার কড়া সমালোচনা করেছে। একটি চীনা সরকারী রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে যে, সারাবিশ্বে লাখ লাখ সৈন্য মোতায়েন ও অজস্র সামরিক ঘাঁটি তৈরী করে মার্কিন কর্তৃপক্ষ মানবাধিকার লংঘন করেছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলার পর মার্কিন সেনা মোতায়েনের ঘটনা আরো বেড়েছে। সাম্প্রতিককালে আফগানিস্তানে সেনা অভিযান ছাড়াও মার্কিন সেনাবাহিনী ফিলিপাইন, ইয়েমেন ও জর্জিয়ায় সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজে জড়িত হচ্ছে। আর বলকান ও উপসাগরীয় অঞ্চল, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপান ছাড়াও কিছু দেশে বিভিন্ন মাত্রায় মার্কিন উপস্থিতি লক্ষণীয়। মার্কিন কর্তৃপক্ষ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এই যে সেনা উপস্থিতি বাড়াচ্ছে তার উদ্দেশ্য ও ঝুঁকির দিকগুলি নিয়ে এই প্রতিবেদনে আলোচনা করা হয়েছে।

১১ সেপ্টেম্বরের ট্রাজেডির শিকারদের পরিবার ক্ষতিপূরণ পাবে

১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের পরিবারদের জন্য এককালীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের ঘোষণা গত ৭ মার্চ চূড়ান্তভাবে দেয়া হয়েছে। নিহতদের পরিবারকে গড়ে ১৮ লাখ ৫০ হাযার ডলার করে ফেডারেল তহবিল থেকে প্রদান করা হবে। গত ডিসেম্বরে দেয়া প্রাথমিক ঘোষণার তুলনায় তা প্রায় দু'লাখ ডলার বেশী। শুধু তাই নয়, সোস্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট এবং চাকরিস্থলের ক্ষতিপূরণের অর্থও নিহতদের স্বজনরা পৃথকভাবে যাতে পায় সেই ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। সংশোধিত ঘোষণা অনুযায়ী ঐ হামলায় আহতদেরকেও বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। 'টুইন টাওয়ার' ধূলিসাত হবার ৭২ ঘন্টার মধ্যে যারা আহত হয়েছে অর্থাৎ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে তাদেরকেও ক্ষতিপূরণের আওতায় নেয়া হয়েছে। এছাড়া উদ্ধারকর্মী অর্থাৎ পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এখনো যদি অসুস্থ কিংবা আহত হয় তবে তারাও ঐ ক্ষতিপূরণ পাবেন। চূড়ান্ত ঘোষণা অনুযায়ী স্বজন হারানো সন্তানকে (মাথাপিছু) দেয়া হবে এক লাখ ডলার করে। এটা হচ্ছে শুধুমাত্র মানসিক কষ্ট লাঘবের জন্য। অন্যান্য বিষয়গুলির জন্য রয়েছে অবশিষ্ট অর্থ।

উল্লেখ্য, ট্রেড সেন্টার ট্রাজেডির শিকার ৬ বাংলাদেশীর স্বজনরাও সংশোধিত ঘোষণায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। নিহত বাংলাদেশীরা হ'লেন- শাকিলা ইয়াসমীন এবং তার স্বামী নূরুল হক মিয়া, মুহাম্মাদ শাহজাহান, সালাউদ্দীন আহমাদ চৌধুরী, সাব্বির আহমাদ এবং আবুল কে, চৌধুরী।

হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ভারতের পার্লামেন্ট স্পীকার নিহত

ভারতের পার্লামেন্ট স্পীকার জি,এম,সি বালাযোগী (৫০) গত ৩ মার্চ অন্ধ্রপ্রদেশে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে নিহত হন। রিপোর্টে বলা হয়, হেলিকপ্টারে বালাযোগী, তার একজন ব্যক্তিগত সহকারী এবং পাইলট ছিলেন। তারাও নিহত হয়েছেন। জানা যায়, বালাযোগীকে বহনকারী হেলিকপ্টার কুয়াশার মধ্যে নীচু দিয়ে উড়ে যাবার সময় একটি গাছের সাথে ধাক্কা লেগে সকাল ৭-টা ৪৫ মিনিটের দিকে উপকূলীয় কৃষ্ণ যেলায় বিধ্বস্ত হয়। বালাযোগী অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদের দিকে যাচ্ছিলেন।

উল্লেখ্য, বালাযোগী বিগত নির্বাচনে অন্ধ্রের 'তেলুগু দেশম পার্টি' থেকে নির্বাচিত হয়ে ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয়বারের মত ভারতীয় লোকসভার স্পীকার নিযুক্ত হন। ভারতের নিম্নশ্রেণীর দলিত সম্প্রদায় থেকে তিনিই প্রথম স্পীকার নির্বাচিত হন। তার দল বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের দ্বিতীয় বৃহত্তম শরীক দল।

বিশ্বের ১২০ কোটি লোক আশ্রয়হীন অবস্থায় রয়েছে

বিশ্বের ১২০ কোটি লোক প্রায় আশ্রয়হীন অবস্থায় রয়েছে। জাতিসংঘের মানববসতি কর্মসূচীর নির্বাহী পরিচালক আনা কাজুমুলো তিবাজুকা একথা জানান। মেক্সিকোর মনটেরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিবাজুকা বলেন, প্রত্যেকের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করাই হবে প্রধান চ্যালেঞ্জ। কিন্তু অনেক সময় একথা আমরা ভুলে যাই। তিবাজুকা আশা করছেন, উন্নয়নে আর্থিক সহযোগিতা বিষয়ক জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহায়নে অর্থ যোগানের ব্যাপারে একটি সমঝোতা হবে। তিনি বলেন, এ লক্ষ্য অর্জনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজন।

ভারতে বিতর্কিত পোটো আইন পাশ

ভারতের পার্লামেন্টের একটি যৌথ অধিবেশনে গত ২৬ মার্চ বিতর্কিত আইন 'পোটো' পাস হয়েছে। এই আইনের অধীনে সন্দেহভাজন লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য পুলিশকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করারও বিধান রাখা হয়েছে এতে। এমনকি তাদের কথাবার্তাও রেকর্ড করা যাবে। সরকার বলেছে, সন্ত্রাস দমনের জন্য এবং বিশেষ করে গত ডিসেম্বরে পার্লামেন্ট ভবনে হামলার প্রেক্ষিতে তাদের একটি শক্তিশালী আইনের প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের বিরোধী দলগুলি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেছে, এই আইনটি ব্যবহার করে বিরোধীদের দমন করা হ'তে পারে। অনেকে আশংকা করছেন, এটি ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের

বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হ'তে পারে।

এ আইনটির ব্যাপারে দিল্লীর একজন আইনজীবী বলেছেন, এর ফলে সন্ত্রাস আরো বাড়বে। কেননা পুলিশের হাতে এত বেশী ক্ষমতা দেওয়া হ'লে তারা যাকে তাকে ধরে ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে। এই আইনে একটি বিধান রয়েছে যে, পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি দেওয়া হ'লেই সেটি সন্ত্রাসের স্বীকারোক্তি হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে।

আইনজীবী বর্মাকৃষ্ণ বলেন, এতদিন আমরা মেনে এসেছি, পুলিশের কাছে যা কিছু বলা যায় তাকে প্রামাণ্য দলীল হিসাবে মানা যাবে না। কেননা রিমাণ্ডের ভয়ে অনেকে অনেক কথা স্বীকার করতে পারে। সরকার বলেছে, এ ধরনের আইন ছাড়া দেশ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করা যাবে না। এ ব্যাপারে বর্মাকৃষ্ণ বলেন, এর আগেও এ ধরনের অনেক আইন যেমন 'টাডা' আইন ছিল। অথচ এই 'টাডা' থাকতেও সন্ত্রাস কমেনি। তিনি বলেন, পাঞ্জাবে ওরা তো ব্যবহার করেনি 'টাডা'। কোন আইনকে না মেনে তারা অনেক লোককে এমনিই মেরে ফেলেছে। পুলিশ যখন এত এক্সট্রা জুডিশিয়াল পাওয়ার ব্যবহার করে সেক্ষেত্রে তাদের জন্য এত নতুন আইনের দরকার কি?

চীনে হাযার হাযার উইঘুর মুসলিম গ্রেফতার

চীন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মার্কিন হামলার সুযোগ নিয়ে সে দেশের প্রত্যন্ত পশ্চিমাঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত মুসলমানদের ব্যাপকভাবে গ্রেফতার করছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা 'এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল' একথা জানিয়েছে। সংস্থাটি জানায়, ১১ সেপ্টেম্বরের পর ঝিনজিয়াং-এর হাযার হাযার উইঘুর মুসলমানকে গ্রেফতার করে আটক রাখা হয়েছে। গত কয়েক বছর স্বল্পসংখ্যক উইঘুর মুসলিম ছোটখাট বোমা হামলা চালিয়েছে। কিন্তু চীন সরকার বহু সংখ্যক নিরপরাধ মুসলমানকেও গ্রেফতার করেছে যারা তাদের ধর্ম পালন এবং সংস্কৃতি রক্ষার চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছুই করেনি।

এ্যামনেষ্টি বলেছে, গত কয়েক বছরে ঝিনজিয়াং-এর উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে তেমন কোনই সন্ত্রাসী তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি। তারপরও গত ৬ মাসে হাযার হাযার লোককে কর্তৃপক্ষ আটক রেখেছে এবং ধর্মকর্ম পালনে বিঘ্ন সৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংকুচিত করার লক্ষ্যে নতুন করে বিধি নিষেধ আরোপ করেছে। সংস্থাটি আরও বলেছে, কিছু বন্দীকে দীর্ঘকালের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং অন্যদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

চীন বলেছে, উইঘুর মুসলমানদের অনেকে আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণ পেয়েছে এবং তাদের সাথে উসামা বিন লাদেনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশনার মেরী রবিসহ অন্যান্য মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ এ ব্যাপারে একমত যে, চীন শান্তিপূর্ণ ভিন্ন মতকে নির্মমভাবে দমনের জন্য ১১ সেপ্টেম্বরের হামলাকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করছে। তারা আরো বলেন, গত বছরে কমিউনিষ্ট পার্টির জাতিগত ও ধর্মীয় নীতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়ার জন্য চীন কর্তৃপক্ষ উইঘুর মুসলমানদের ৮ হাযার ইমামকে প্রশিক্ষণ দেয়।

খবরে আরো বলা হয়, পবিত্র রামাযান মাসে ছিয়াম পালন না করার জন্য স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মকর্তাদের চাপ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, উইঘুর মুসলমানরা তুর্কী ভাষী। তারা চীনের সংখ্যাগরিষ্ঠ 'হ্যান' সম্প্রদায় থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এক সম্প্রদায়। উইঘুর মুসলমানরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছে। তাদের এই রাষ্ট্রের নাম হবে পূর্ব তুর্কিস্তান।

মুসলিম জাহান

ফিলিস্তীন-ইসরাঈল সংঘাত চরমে

ফিলিস্তীনী ভূখণ্ড থেকে সৈন্য প্রত্যাহারে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ও বিশ্ব নেতৃবৃন্দের আহ্বানের প্রতি বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে শান্তিকামী বিশ্বকে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ দিয়ে ইসরাঈলের যুদ্ধবাজ প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারনের ৫০ হাযারের বেশী সৈন্য শত শত ট্যাংকসহ অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিরীহ ফিলিস্তীনী জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ইসরাঈল জাতিসংঘ প্রস্তাব ও বিশ্ব নেতৃবৃন্দের আহ্বান অনুযায়ী অধিকৃত ফিলিস্তীনী ভূখণ্ড থেকে সৈন্য প্রত্যাহার তো করেছেই না; বরং নতুন নতুন ফিলিস্তীনী এলাকা দখল করে নিচ্ছে এবং সমানে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি রামাল্লা হাসপাতালেও ইসরাঈলী সৈন্যরা গণহত্যা চালিয়েছে বলে ফিলিস্তীনীরা অভিযোগ করেছেন। প্রতিনিয়ত সেখানে ফিলিস্তীনীদের রক্তে ইসরাঈলী সৈন্যরা হুলি খেলছে। নিহত হচ্ছে বেসামরিক লোক, ধ্বংস হচ্ছে ঘরবাড়ী এবং শত শত নিরপরাধ ফিলিস্তীনীকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতালে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

আগ্রাসী ইসরাঈলী বাহিনী জেনিনে ফিলিস্তীনী যোদ্ধাদের পাশাপাশি ব্যাপক সংখ্যক নারী ও শিশু হত্যার পর ভারী বুলডোজার দিয়ে তাদের লাশ মাটিতে পিষে ফেলেছে। জেনিনে কয়েকশ' অসামরিক নারী-পুরুষকে হত্যার চিহ্ন মুছে ফেলার জন্যই এই কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। জেনিনসহ পশ্চিম তীরের সর্বত্র অচিন্তনীয় ধ্বংস আর হত্যাকাণ্ড চালানো সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের 'হোয়াইট হাউজ' ইসরাঈলের রক্ত পিপাসু প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারণকে 'শান্তিবাদী মানুষ' হিসাবে অভিনন্দিত করে বলেছে, ফিলিস্তীনী ভূখণ্ড থেকে সেনা প্রত্যাহার প্রশ্নে ওয়াশিংটনের আহ্বান অগ্রাহ্য করলেও ইসরাঈলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন কমবে না। ইহুদী মিত্র মার্কিন প্রশাসনের এই নমনীয়তার সুযোগ নিয়ে ইসরাঈলী বাহিনী আরো বেপরোয়া হয়ে নতুন নতুন ফিলিস্তীনী এলাকায় তাদের আধিপত্য বিস্তারে ক্রমেই অগ্রসর হচ্ছে। বেথলেহেম, কালকিলিয়া, রামাল্লা, বেইতজালা, তুলকারাম, জেনিন, নাবলুস প্রভৃতি শহরে তাদের দখলদারিত্ব ইতিমধ্যেই কায়েম হয়েছে।

রামাল্লায় ইসরাঈলী ট্যাংক প্রেসিডেন্ট কমপ্লেক্সের ৮টি ভবনের মধ্যে ৭টি ভবন গুড়িয়ে দিয়েছে। কেবলমাত্র আরাফাতের নিজের অফিস রুমটি দাঁড়িয়ে আছে। ফিলিস্তীনী নেতা বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ইসরাঈলী সৈন্যদের দ্বারা ২৯ মার্চ থেকে অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন। একটি মাত্র মোবাইল ছাড়া বাইরের দুনিয়ার সাথে তাঁর যোগাযোগের আর কোন পথ নেই। কমপ্লেক্সের জেনারেটরটিও ইসরাঈলী সৈন্যরা ধ্বংস করেছে। আরাফাতের অফিস কক্ষে একটি মাত্র ব্যাটারি রয়েছে তা দিয়ে মোবাইল ফোনটি চার্জ হচ্ছে। বিদ্যুতবিহীন অবস্থায় তিনি মোমবাতি দিয়ে তাঁর কাজ চালাচ্ছেন। এদিকে ভুলবশত আরাফাতকে গুলী করে হত্যা করার একটি পরিকল্পনা নিয়ে জল্পনা চলছে। যেকোন মুহূর্তে তাকে হত্যা করা হ'তে পারে। প্রেসিডেন্ট আরাফাত বলেছেন, ইসরাঈলের কাছে নতি স্বীকার করার চেয়ে তিনি শাহাদাতকে হাসিমুখে বরণ করে নিবেন।

এক্ষণে ইসরাঈলী আগ্রাসনে এ পর্যন্ত কতজন ফিলিস্তীনী নিহত বা আহত হয়েছেন তার সঠিক পরিসংখ্যান জানা দুরূহ। কারণ ইসরাঈলী বাহিনী যখন যেই এলাকায় প্রবেশ করছে সেখানে হত্যা ও ধ্বংসের নারকীয় তাণ্ডব নৃত্যে মেতে উঠছে এবং আক্রমণকৃত এলাকাকে সামরিক এলাকা ঘোষণা দিয়ে সেখানে সাংবাদিকদের প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। এদিকে এ হামলা কতদিন চলবে সে সম্পর্কে গত ৮ই এপ্রিল ইসরাঈলী পার্লামেন্টের এক উত্তপ্ত অধিবেশনে শ্যারন বলেন, ফিলিস্তীনীদের কাঠামো ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত এবং লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে।

ইসরাঈলের এ আগ্রাসী তৎপরতা বিশ্ব বিবেককে স্তব্ধ ও হতবাক করে দিয়েছে। আরব বিশ্বের জনগণসহ মুসলিম বিশ্ব এবং অমুসলিম বিশ্বও ইসরাঈলের এ ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। এমনকি ফিলিস্তীনী ভূ-খণ্ডে ইসরাঈলের সামরিক অভিযানের প্রতিবাদে টোকিওর একটি পার্কে তাকাও হিমোরি (৫৪) নামের একজন জাপানী মানবাধিকার কর্মী প্রকাশ্যে নিজ দেহে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। এতকিছুর পরও ইসরাঈলী আগ্রাসন কমছে না; বরং তা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলছে।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ফিলিস্তীন রাষ্ট্রকে অনুমোদন করে প্রস্তাব গ্রহণ

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এই প্রথমবারের মত ফিলিস্তীনী রাষ্ট্রকে অনুমোদন করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। প্রস্তাবে অবিলম্বে ফিলিস্তীন-ইসরাঈল সংঘাত বন্ধের আহ্বান জানানো হয়েছে।

আকস্মিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের উত্থাপিত এই প্রস্তাবটি ১২ মার্চ রাতে গৃহীত হয়। নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্যের মধ্যে ১৪ জন সদস্য প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেছেন। একমাত্র সিরিয়া প্রস্তাবের উপর ভোটদানে বিরত থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের উত্থাপিত এই প্রস্তাবটিতে 'এমন একটি অঞ্চলের স্বপ্ন বিধৃত হয়েছে যেখানে ফিলিস্তীন ও ইসরাঈল এ দু'টি রাষ্ট্র পাশাপাশি একটি নিরাপদ ও স্বীকৃত সীমান্তের মধ্যে বসবাস করবে'। ১৩৯৭ নম্বর প্রস্তাব হিসাবে গৃহীত এই প্রস্তাবে 'অবিলম্বে সহিংসতা, সহিংসতায় ইন্ধন যোগানো এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপসহ সকল প্রকার সহিংস তৎপরতা বন্ধের আহ্বান জানানো হয়েছে'।

জাতিসংঘে ফিলিস্তীনের পর্যবেক্ষক নাছের আল-কিদওয়া প্রস্তাবটিকে একটি 'গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ' হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, 'ফিলিস্তীনী পক্ষ এই প্রস্তাব মেনে চলতে তার আগ্রহের কথা পুনর্ব্যক্ত করবে'। জাতিসংঘে ইসরাঈলের রাষ্ট্রদূত ইহুদী ল্যানক্রাই এই প্রস্তাবকে 'বিরল ও স্মরণীয়' বলে মন্তব্য করেছেন।

আরব ও মুসলমানরা শান্তিকামী

-সঊদী যুবরাজ

সঊদী যুবরাজ আব্দুল্লাহ বলেছেন, আরব ও মুসলমানরা শান্তিকামী এটা বিশ্বকে দেখানোর জন্য তিনি মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রস্তাব দিতে উদ্বুদ্ধ হন। জনাব আব্দুল্লাহ পশ্চিম তীর, গাযা, পূর্ব জেরুযালেম ও গোলান উপত্যকা থেকে ইসরাঈলীদের প্রত্যাহারের বিনিময়ে ইসরাঈলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, সিরিয়াসহ অধিকাংশ আরব দেশ এ প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে। গত ১৩ মার্চ বুধবার জেদ্দার এবিসি'র সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, প্রথমত বিশ্বে বিচারের অভাব, দ্বিতীয়তঃ মানবতার অভাবের কারণে আমি প্রস্তাব দিতে উদ্বুদ্ধ হই। তৃতীয়তঃ আমি বিশ্বকে এটা দেখাতে চাই যে, আরব ও মুসলমানরা শান্তিকামী। তিনি বলেন, মুসলমানরা শান্তিকামী এ প্রস্তাবেই তার প্রতিফলন ঘটেছে। জনাব আব্দুল্লাহ বলেন, আমরা সন্ত্রাসকে প্রত্যাখ্যান করি। কুরআনের শিক্ষা হচ্ছে, একজন নিরীহ মানুষকে হত্যা মানবতাকে ধ্বংস করার শামিল।

ইসলামাবাদে গ্রেনেড হামলায় নিহত ৫, আহত ৪৫

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে কড়া নিরাপত্তাবেষ্টিত কূটনৈতিক পল্লীতে এক গীর্জায় গত ১৭ মার্চ সকাল ১০-টা ৪৫ মিনিটে অজ্ঞাত পরিচয় ২ ব্যক্তি প্রবেশ করে কয়েকটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে এবং পরে নিরাপদে পালিয়ে যায়। এ গ্রেনেড হামলায় ৫ জন নিহত ও ৪৫ জন আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে দু'জন মার্কিন নাগরিক রয়েছেন। এছাড়া ১০ জন আমেরিকান নাগরিক আহত হয়েছেন। শ্রীলংকার রাষ্ট্রদূত, তার স্ত্রী ও কন্যাও আহত হয়েছেন। এছাড়া আহতদের মধ্যে যাদের পরিচয় পাওয়া গেছে তাদর মধ্যে রয়েছেন বারজন পাকিস্তানী, পাঁচজন ইরানী, একজন ইরাকী, একজন ইথিওপিয়ান ও একজন জার্মান নাগরিক। উল্লেখ্য যে, প্রোটেষ্ট্যান্ট ইন্টারন্যাশনাল চার্চে প্রার্থনা সভায় ১৫০ জনের মত উপস্থিত ছিল।

ইসলামাবাদের সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা নাসির খান দুররানি এই হামলাকে একটি 'সন্ত্রাসী কাণ্ড' বলে বর্ণনা করেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ এই হামলার তীব্র নিন্দা করে বলেন, পাকিস্তান তার সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে অটল থাকবে। পাকিস্তানের আইন মন্ত্রী খালিদ রানকা এই হামলার তীব্র নিন্দা করে বলেন, বহির্বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নস্যাৎ করার এটি একটি অপচেষ্টা। হামলাকারীরা সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলার জন্য এই স্থানকে বেছে নিয়েছে। বিশ্লেষক মহল বলছেন, প্রেসিডেন্ট মোশাররফ ধর্মীয় চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে যে দমন অভিযান চালাচ্ছেন এটি তারই একটি পাল্টা জবাব বলে মনে হচ্ছে।

শ্রীলংকা সরকার ইসলামাবাদে গীর্জায় গ্রেনেড বিস্ফোরণে তাদের রাষ্ট্রদূত আহত হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

নিরাময় হোমিও হল

এখানে সকল প্রকার আঁচিল, অর্শ্ব, আমবাত, ঘন ঘন প্রস্রাব, প্রসাবের সাথে ধাতুক্ষয়, প্রসাবে জ্বালা-যন্ত্রনা, সিফিলিস, গণোরিয়া, মূত্র ও পিত্ত পাথরী, গ্যাষ্টিক, মাথা ব্যাথা, পুরাতন আমাশয়, হাঁপানী, বাত, প্যারালাইসিস, চর্মরোগ, টিউমার, মহিলাদের ঋতুর যাবতীয় গোলযোগ, বাঁধক, বন্ধ্যাত্ব, হাত, পা, মাথার তালু জ্বালা ও ধ্বজভঙ্গ রোগ সহ সর্বপ্রকার রোগীর সু-চিকিৎসা ও পরামর্শ দেওয়া হয়।

ডাঃ মুহাম্মাদ শাহীন রেযা

(ডি,এইচ,এম,এস), ঢাকা।

চেম্বারঃ রাজশাহী টেক্সটাইল মিলের ১নং গেটের সামনে নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

পানি পান ছাড়াই বেঁচে থাকে যে প্রাণী

এক ধরনের প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে, যারা জীবনে একবারও পানি পান করে না। এর নাম 'ক্যাঙ্গারু র‍্যাট'। এরা ইঁদুর জাতীয় প্রাণী। আমাদের বাংলাদেশে এ 'ক্যাঙ্গারু র‍্যাট'-এর কোন অস্তিত্ব এখনও আবিষ্কার করা যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে মরু এলাকায় এই ক্যাঙ্গারু র‍্যাটদের বাস। এদের নামকরণ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, দৈহিক গড়নের দিক থেকে এরা অনেকটা আমাদের দেশী ইঁদুরের মতই।

পাথর থেকেও কাগজ প্রস্তুত করা যায়

লেড ভেনচুনাস একজন সোভিয়েত আবিষ্কারক। পাথর থেকে কাগজ প্রস্তুত প্রক্রিয়া তিনিই আবিষ্কার করেন। এ প্রক্রিয়া প্রথমে বিশেষ এক ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে তিনি পাথর থেকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আঁশের ন্যায় কিছু পদার্থ আলাদা করতে সক্ষম হন। সংগৃহীত আঁশের সাথে তিনি ফেনিশ অ্যালডিহাইড নামক পদার্থের মিশ্রণ যুক্ত করে আঁশগুলিতে বাদামী রঙের প্রলেপ দেন। অতঃপর আঁশগুলিকে মণ্ডে পরিণত করে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তুষার শুভ্র কাগজে পরিণত করেন।

মঙ্গল গ্রহে বরফের আকারে প্রচুর পানি রয়েছে

নাসাম্বর মহাকাশ যান মার্স ওডিসিতে স্থাপিত রুশ যন্ত্রপাতিতে লালগ্রহ মঙ্গলের উপরিভাগে বিপুল পরিমাণ বরফের আকারে পানি রয়েছে। আইআর-এ নভোস্তি বার্তা সংস্থা রাশিয়ার মহাকাশ গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান ইগর মিএফানভের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে, হস্তসদৃশ একটি যন্ত্র মঙ্গলের মাটি পরীক্ষা করে দেখেছে যে, এই গ্রহের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে ১ কোটি বর্গ কিঃ মিঃ এলাকা জুড়ে বরফের অস্তিত্ব রয়েছে। মিএফানভ বলেন, মঙ্গলের ২৬ বর্গ কিঃ মিঃ মাউন্ট অলিম্পাসের ঢালুতেও জমাট বাঁধা পানি লক্ষ্য করা গেছে। মঙ্গল পৃষ্ঠে এ যাবত যতগুলি পাহাড়ের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে মাউন্ট অলিম্পাস তারই সর্বশেষ।

২ কোটি বছর আগের স্তন্যপায়ী প্রাণীর ফসিল আবিষ্কার

পাকিস্তানের ডেরাগাযী খান এবং আশপাশের উপজাতীয় অঞ্চলের প্রত্যন্ত পার্বত্য এলাকায় বিপুলসংখ্যক স্তন্যপায়ী প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেছে। পাকিস্তানের 'মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্টোরি' এবং যুক্তরাষ্ট্রের 'নর্থইষ্টার্ণ ওহিয়ো ইউনিভার্সিটিজ কলেজ অব মেডিসিন'-এর একদল বিজ্ঞানী এসব ফসিল আবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানী দলের একজন সদস্য বলেন, বর্তমানে যখন পৃথিবীর প্রাচীনকালের ভৌগলিক আকৃতি সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে উঠছে এবং পৃথিবীর জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে সে সময় এসব স্তন্যপায়ী প্রাণীর ফসিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ের প্রতিনিধিত্ব করছে।

আমাশয় সারায় রসুন

রসুন একটি উপকারী মসলা। সম্প্রতি ইসরাঈলের ওয়াইজম্যান বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সার্গেই এ্যাস্কারি ও তার সহকর্মীরা গবেষণার মাধ্যমে দেখেছেন যে, রসুনের সক্রিয় উপাদান এনিসিন আমাশয়ের জীবাণু ধ্বংস করতে সক্ষম। তারা বলেন, রসুনের রস ও গন্ধে আমাশয়ের জীবাণু সংক্রমিত হ'তে পারে না। গবেষণায় দেখা গেছে যে, জীবাণু ধ্বংস করতে এলিসিন খুব কার্যকর। তারা আরো বলেন, শুধু আমাশয় নয়, অন্যান্য রোগের ভাইরাস ধ্বংসেও রসুনের কার্যকারিতা আছে। রসুনের রস কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া রক্তের জমাট ভেঙ্গে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই রসুন। উল্লেখ্য যে, প্রতিবছর বিশ্বে ৫ কোটি লোক আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়।

ভিটামিনযুক্ত সোনালী ভাত

সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে ভিটামিনযুক্ত ভাত। এটি আবিষ্কার করেছেন সুইজারল্যাণ্ডের ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা। তারা এটির নাম দিয়েছেন 'সোনালী ভাত'। কারণ এ চালে আছে ভিটামিন এ, বিটাকারোটম। যার ফলে ভাতের রং সোনালী।

জনসংখ্যার চাপ কমাতে চাঁদে আবাসন!

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে পৃথিবীর বুক থেকে জনসংখ্যার চাপ কমানোর জন্য একটি বিকল্প জায়গা খুঁজে বের করেছেন। সেই বিকল্প জায়গাটি হ'ল চাঁদ। সেখানে এখন আবাসন তৈরীর পরিকল্পনা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। অবশ্য বিজ্ঞানীরা পরিকল্পনার কিছু অংশ এখন বাস্তবে রূপ দিতে চলেছেন। এই পরিকল্পনার আওতায় আগামী ২০৪০ সাল নাগাদ চাঁদে তৈরী হবে লুনার ভিলেজ। অন্যদিকে চাঁদে একটি সুরম্য হোটেল নির্মাণের কাজ শেষ হবে ২০৫০ সাল নাগাদ। এটি তৈরী করবেন নেদারল্যাণ্ডসের রটারডাম একাডেমী অব আর্কিটেকচার-এর বিজ্ঞানী হ্যান্স জার্গেন রমজাই। তিনি হোটেলটিকে বলছেন 'সেনসেশন ইঞ্জিন'। হোটেলে ১৬০ মিটার উঁচু দু'টি টাওয়ার থাকবে। এই টাওয়ারের ভেতরে থাকবে পর্যটন কেন্দ্র। হোটেলের রেস্তোরাঁ থাকবে টাওয়ারের সর্বোচ্চ তলায়। সেখানে হেঁটে বা লিফটে করেও যাওয়া যাবে। আবাসনের এই অবস্থার পাশাপাশি সেখানে চাষাবাদেরও পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। চাঁদের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে জমাট বাঁধা ৮০ বিলিয়ন গ্যালন পানি মানুষের আবাসস্থল, হোটেল নির্মাণ এবং চাষাবাদের কাজে ব্যবহার করা হবে। বিজ্ঞানীরা এও আশা করছেন যে, চাঁদে ভূ-পৃষ্ঠের অভ্যন্তরেও পানি আছে। চাঁদে সবসময় সূর্যের আলো থাকার ফলে সেখানকার গাছপালা অতিদ্রুত বাড়বে। সেখানে ১৬০ একর জমি চাষাবাদ করলে ১০ হাযার লোকের এক বছর চলে যাবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন।

বিজ্ঞানীরা চাঁদে শহর নির্মাণের ব্যাপক প্রস্তুতি চালাচ্ছেন। এটি নির্মাণ করা হবে চাঁদের 'ক্লোভিয়াস' অঞ্চলে। শহরটির নাম লুনার কলোনি। এক বাড়ী থেকে অন্য

বাড়ীতে যেতে হবে গুহার ভেতর দিয়ে। শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে নির্মাণ করা হবে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র। থাকবে সৌর বিদ্যুতের ব্যবস্থা। সেখানে থাকবে সিভিক সেন্টার নামে একটি বিনোদন কেন্দ্র। আরো থাকবে সুইমিংপুল, খাবারের দোকান, ইনডোর স্টেডিয়াম প্রভৃতি। চাঁদে পুকুর থাকবে, তাতে চলবে গোসলের কাজটা। পুকুরে মাছ চাষ করা হবে। ডিম আর মাংসের জন্য হাঁস-মুরগী আর ছাগলের খামার থাকবে। খামারে বেশী থাকবে সাদা রঙের ছাগল।

এখন শুধুই অপেক্ষার পালা-কখন আসবে সেদিন, যেদিন মানুষ চাঁদে আবাসন করে জনসংখ্যার চাপ থেকে রক্ষা করতে পারবে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীকে।

ক্লোনিং-এর মাধ্যমে খরগোস জন্মদানে ফরাসী বিজ্ঞানীদের সাফল্য

একদল ফরাসী বিজ্ঞানী প্রথমবারের মত ক্লোনিং-এর মাধ্যমে খরগোস জন্মদানের কথা ঘোষণা করেছেন। ক্লোন করা এসব খরগোস আসলে জন্ম নেয় গত বছর। বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিষয়টি প্রকাশ করতে সময় নিয়েছেন এ কারণে যে, তারা খরগোসগুলি স্বাস্থ্যবান এবং প্রজননে সক্ষম কি-না তার ব্যাপারে নিশ্চিত হ'তে চেয়েছেন। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ইঁদুরের চাইতে খরগোসের আকৃতি বড় হওয়ায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় আরো বেশী কাজে লাগবে। ক্লোনিং-এর মাধ্যমে জন্মানো এইসব খরগোসের জিনগত পরিবর্তন ঘটালে তারা যে দুধ তৈরী করবে তাতে এমন ওষুধের উপাদান সৃষ্টি করবে, যা মানবদেহের ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশী বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব

জ্বালানি ছাড়া বিদ্যুৎ তৈরীর বিস্ময়কর প্রযুক্তি উদ্ভাবন

জ্বালানি ব্যবহার না করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিস্ময়কর প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন বাংলাদেশী বিজ্ঞানী ড. আবদুল খালেক। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরীতে প্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ৫৫ শতাংশের মত খরচ পড়বে। কোন জ্বালানির প্রয়োজন হবে না বলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চলতি খরচ হবে নামমাত্র।

ড. খালেকের নতুন উদ্ভাবন অনুযায়ী প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহার করে ঘূর্ণায়মান শক্তি বৃদ্ধি প্রযুক্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। উৎপাদিত বিদ্যুতের একটি অংশ নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হবে। এতে কোন জ্বালানির প্রয়োজন হবে না।

প্রসিদ্ধ 'স্বর্ণা' সারের আবিষ্কারক যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাংলাদেশী এই বিজ্ঞানী তার নতুন আবিষ্কারের প্যাটেন্ট রাইটের জন্য ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি' অর্গানাইজেশনে (ওয়াইপো) আবেদন করেছেন। জেনেভায় অবস্থিত জাতিসংঘের এই অফিস থেকে তিনি এ ব্যাপারে একটি ফলাফল বছরখানেকের মধ্যে পাবার আশা করছেন।

জনমত কলাম

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

দ্বীন ইসলামের দু'টি মৌল ভিত্তি

দ্বীন ইসলাম দু'টি মৌল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এর প্রথমটি এই যে, এক আল্লাহ ভিন্ন আর কারো ইবাদত করা চলবে না। আর দ্বিতীয়টি এই যে, ইবাদত একমাত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকা অনুসারেই করতে হবে। যার ধর্ম সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান আছে, তিনি বিনা প্রতিবাদে উক্ত উক্তি মেনে নিবেন। বস্তুতঃ আমরা সবাই আল্লাহ্কে একমাত্র প্রভু এবং হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তাঁর প্রেরিত রাসূল বলে স্বীকার করে থাকি। আর ইসলাম ধর্মের দু'টি মূল উৎস আছে। আল্লাহ্র বাণী 'আল-কুরআন' এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত 'আল-হাদীছ'। এতেও আমরা সমান বিশ্বাসী। এতদসত্ত্বেও আমলের ক্ষেত্রে এত বিভিন্নতা ও মতপার্থক্য যে, এতে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। প্রিয় নবীজির আনীত দ্বীনে মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে এই উপলব্ধির কারণে তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন এই বলে যে, 'আমি তোমাদের কাছে দু'টি মহান বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা সে দু'টিকে মযবূতভাবে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। বস্তু দু'টি হচ্ছে- আল্লাহ্র বাণী আল-কুরআন ও আমার সুন্নাহ'।[১]

পৃথিবীর বুকে দীর্ঘ প্রায় দেড় হাযার বছর ধরে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে এবং হাদীছের বিষয়গুলিও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কুরআন ও হাদীছ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হওয়ায় জনসাধারণের বুঝার সুযোগ হয়েছে এবং আলেম-ওলামার সংখ্যাও আগের চেয়ে বেশি হয়েছে। মহান আল্লাহ জলদ-গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেন, 'তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ১০৩)*। মুসলিম জাতিকে এক ও ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে পৃথিবীর বুকে অবস্থান করার জন্য আল-কুরআন ও হাদীছে অসংখ্য বাণী রয়েছে। তথাপি আল্লাহ্র নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম আজ শতধা বিভক্ত। এর কারণ কি? এর অবশ্যই কারণ রয়েছে। আমি আমার সামান্য জ্ঞানে বুঝেছি, মাযহাব সৃষ্টির শুরু থেকে মুসলিম জাহান বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অথচ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও হাদীছ গ্রন্থগুলির কোনটিতে প্রচলিত মাযহাবগুলির নাম নেই।

মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে অনেক পরে। এ কারণে ইসলাম ধর্মাবলম্বীর একটি শ্রেণী মাযহাব স্বীকার করেন না এবং তারা তাতে বিশ্বাসীও নন। অপরপক্ষে মাযহাবপন্থীরা

১. মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, মিশকাত হা/১৮৬।

অ-মাযহাবপন্থীদেরকে ভীষণভাবে দোষারোপ করেন। মূলতঃ উভয়ে উভয়কে দোষ দিয়ে থাকেন। এরূপ দোষাদোষী না করে ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল দিনের মুসলিম জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হ'লে দ্বীনের দু'টি মৌল ভিত্তির যথাযথ অনুসরণ করতে হবে। বর্তমানে মাযহাবের কারণেই দু'টি মূল উৎসের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে মাযহাবের রীতি-নীতিকে প্রাধান্য দেওয়াতে মুসলিম জাতির মধ্যে আমলগত ঐক্য মোটেই নেই। আমি একথার সত্যতা প্রমাণে কিছু উদাহরণ পেশ করছি।-

জনাব আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মাদ আযীযুল হক ছাহেব তাঁর অনুবাদকৃত বুখারী শরীফের মুখবন্ধে লিখেছেন, 'সমগ্র বিশ্বে প্রবাদ রূপে স্বীকৃত রয়েছে, আল্লাহ্র কিতাব কুরআন শরীফের পরেই বিশুদ্ধতার সর্বপ্রথম স্থানের অধিকারী ইমাম বুখারীর এই অদ্বিতীয় গ্রন্থ বুখারী শরীফ এবং এই জন্যই ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীছ শাস্ত্রের সম্রাট রূপে ভূষিত হয়েছেন'। অনুবাদক ছাহেব গ্রন্থটির অদ্বিতীয়তা প্রমাণে কতিপয় মুহাদ্দিছের স্বপ্নের বিবরণও সন্নিবেশিত করেছেন। যেমন-

(ক) 'নজম ইবনে ফোজাইল নামক একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ বর্ণনা করেছেন, আমি স্বপ্নে দেখিলাম- হযরত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় রওযা শরীফ হ'তে বাহিরে এসেছেন এবং ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর পিছনে পিছনে হাঁটছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে যে স্থানে পা রেখে হাঁটছেন, ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর পিছনে ঠিক ঠিক ঐ স্থানে পা রেখে হাঁটছেন'।

(খ) 'আবু যায়েদ মারওয়াযী নামক একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ বর্ণনা করেছেন, একদা আমি পবিত্র কা'বা ঘরের নিকট শুয়েছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলছেন, হে আবু যায়েদ! তুমি কত কাল ইমাম শাফেঈর কিতাব পড়াইতে থাকবে, আমার কিতাব পড়াও না কেন? আমি আরজ করলাম, হুযূর, আপনার কিতাব কোন্‌টি? হযরত (ছাঃ) উত্তরে ফরমাইলেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল যে কিতাবখানা সংকলন করেছে, উহাই আমার কিতাব'।

অনুবাদক মহোদয় মুখবন্ধে বুখারী শরীফ গ্রন্থখানির প্রশংসায় পঞ্চমুখ, অথচ তিনি নিজে আমল করেন ঐ গ্রন্থের বিপরীত। যেমন ৪০২ নং হাদীছের সার কথা বড় অক্ষরে লিখিত হয়েছে, ফরয ছালাতের একামত হ'লে সুন্নাত বা নফল আরম্ভ করবে না। অথচ তিনি ফজর ছালাতের সুন্নাত ছালাত আদায়ের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ৪৪১ নং হাদীছের অনুবাদে তিনি লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ছালাতের মধ্যে সূরা ফাতেহা না পড়বে, তার ছালাত হবে না'।

এই হাদীছে এককভাবে কিংবা জামা'আতবদ্ধভাবে কিছু উল্লেখ না করে ছালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়ার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ তিনি এই হাদীছের বিপরীতে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতামত সংযোজন করে বিভ্রাট সৃষ্টি করেছেন। আবার তিনি জামা'আতবদ্ধভাবে ছালাত আদায়ে পায়ে পা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর বিপরীতে মন্তব্য করেছেন, এটি সম্ভবই নয়। তিনি অবশ্য লাইন সোজা করার জন্য উক্ত দু'কাজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। পায়ে পা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ তো স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর। তাঁর নির্দেশ পালনের পরেই উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করা যেতে পারে বলে মনে করি।

আবার লায়লাতুল বরাত বলতে যারা শবে-কুদরকে বুঝানো হয়েছে বলে সঠিক মন্তব্য করেন, তারাই আবার শবে বরাত অনুষ্ঠান রেডিওতে প্রচার করেন এবং সারা রাত্রি জেগে বে-দলীল নফল ছালাত আদায় করেন এবং হালুয়া রুটি বিতরণ করেন।

এইরূপভাবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা বহির্ভূত আমল করেও যারা মনে করেন দ্বীনের সঠিক পাবন্দি করছেন, তাদের বুঝানো কঠিন।

ছালাত শেষে ইমাম ছাহেব দু'হাত উঠিয়ে আরবী কিংবা বাংলায় করুণ সুরে মুনাজাত করবেন আর মুক্তাদীগণও দু'হাত উঠিয়ে আমীন আমীন বলবেন, এটি প্রিয় নবীজির তরীকা নয়। এটা তাঁর তরীকা হ'লে ইসলামের প্রধান কেন্দ্রদ্বয় পবিত্র মক্কা শরীফ এবং মদীনা শরীফে মুনাজাত চালু থাকত। এদেশের বহু সংখ্যক লোক প্রতি বছর হজ্জব্রত পালন করে থাকেন এবং তাঁরা সবাই এ মুনাজাত না করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকেন। অথচ দীর্ঘ দিনের আমল হিসাবে সেটিকে ছাড়তে পারছেন না।

প্রিয় নবীজি কারো জন্ম কিংবা মৃত্যু বার্ষিকী পালন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। অথচ সেটি আজ ধর্মের প্রধান অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা মীলাদ অনুষ্ঠান করেন, তাদের যুক্তি হ'ল, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী আলোচনা তো দোষের কথা হ'তে পারে না। তাঁর জীবনের কঠিন সংকটময় কার্যাবলী আলোচনা সন্দেহাতীতভাবে ভাল কাজ। এদের কিভাবে বুঝানো যাবে যে, আল্লাহ্র রাসূল যা যা করতে বলেছেন, তাই-ই করতে হবে। যা করতে নিষেধ করেছেন সেটি অবশ্যই ভাল কাজ নয়। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও বুঝ দান করুন এবং সঠিক আমল করার তৌফিক দিন। আমীন!

নিপুন কারুকাজ ও গ্রাহকদের সন্তুষ্টিই
শতরূপার অঙ্গীকার

শতরূপা জুয়েলারী হাউস

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

সর্বাধুনিক অলংকার নির্মাতা ও বিক্রেতা

মালোপাড়া, রাজশাহী
ফোন- ৭৭৫৪৯৫।

সংগঠন সংবাদ

আমীরে জামা'আতের ঢাকা ও কুমিল্লা সফর

নাছীরাবাদ ইসলামী সম্মেলনঃ

নাছীরাবাদ, ঢাকা ৭ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অত্র এলাকা সংগঠন কর্তৃক নাছীরাবাদ ঈদগাহ ময়দানে আয়োজিত ও মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াসীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, ঢাকা মহানগরীর পূর্বপ্রান্তের এই বিরাট আহলেহাদীছ অধ্যুষিত এলাকায় আসতে পেরে আমরা আনন্দিত। তিনি অত্র এলাকায় যুগ যুগ ধরে বসবাসরত আহলেহাদীছদের পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যমণ্ডিত ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, দুনিয়াবী উন্নতি প্রকৃত উন্নতি নয়। বরং দ্বীনী ঐতিহ্যই চিরস্থায়ী এবং তা সমাজে টিকে থাকে। তিনি ইসলামের প্রকৃত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য এতদঞ্চলের ভাইদের প্রতি আহলেহাদীছ আন্দোলনের সাংগঠনিক তৎপরতায় শরীক হওয়ার আহ্বান জানান।

উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে যোগদান করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আবদুল আযীয, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি হাফেয আবদুছ ছামাদ সহ ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা মুছলেহুদ্দীন (ঢাকা), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা), মাওলানা কফীলুদ্দীন (গাযীপুর) ও স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা থেকে পূর্বদিকে মাদারটেক থেকে নন্দীপাড়া হয়ে ত্রিমোহিনী খেয়াঘাটের পূর্বপাড়ে নাছীরাবাদ সহ খিলগাঁও থানার মধ্যে ত্রিমোহিনী, দাসেরকান্দি, গৌরনগর, বাবুর জায়গা, নাগদার পার, লায়েনহাটি ও আঙ্গারজোড়া নিয়ে মোট ৮টি গ্রামে ১০টি জুম'আ মসজিদ রয়েছে। দাসেরকান্দিতে তাওহীদ ট্রাষ্টের সৌজন্যে কয়েক বছর পূর্বে একটি জামে মসজিদ নির্মিত হয়েছে। সেখানে একটি ইবতেদায়ী মাদরাসাও রয়েছে। এছাড়া গৌরনগর পূর্ব পাড়ায় একটি দাখেলী মাদরাসা সবেমাত্র শুরু হয়েছে। পার্শ্ববর্তী ডেমরা থানার মধ্যে বাইগদিয়া; সবুজবাগ থানার মধ্যে শেখের জায়গা মোল্লাবাড়ী; বাড্ডা থানার মধ্যে বাঘাপুর ও ইদ্রিলিয়া-মোল্লাবাড়ীতে মোট ৪টি জুম'আ মসজিদ রয়েছে। শেষোক্ত গ্রামটিতে অর্ধেকের বেশী হানাফী রয়েছেন। বাকী গ্রামগুলিতে সবাই একচেটিয়া আহলেহাদীছ। গ্রামগুলি সবই কাছাকাছি দূরত্বে অবস্থিত।

এখান থেকে অন্যূন তিন মাইল উত্তরে বাড্ডা থানাধীন ঐতিহ্যবাহী বেরাইদ গ্রাম অবস্থিত। যেখানে ৮টি মহল্লা রয়েছে। যথাঃ বেরাইদ পূর্বপাড়া, মোড়লপাড়া, ভূঁইয়াপাড়া, আগারপাড়া, চিনাদিপাড়া, আরদ্দিয়াপাড়া, আশকারটেক ও চান্দারটেক। মোড়লপাড়া, পূর্বপাড়া, আরদ্দিয়াপাড়া ও ভূঁইয়াপাড়াতে জুম'আ মসজিদ রয়েছে। এর পার্শ্ববর্তী গ্রাম পাতিরাতে ২টি জুম'আ মসজিদ, ডুমলীতে ২টি জুম'আ মসজিদ ও মস্তুল বাগপাড়াতে ১টি জুম'আ মসজিদ রয়েছে।

বেরাইদ ব্যতীত অন্য এলাকাগুলির প্রায় সমস্ত লোক প্রধানতঃ বৈষয়িক কারণে অন্যূন আড়াইশ বছর পূর্বে কুমিল্লা থেকে হিজরত করে এখানে বসতি স্থাপন করেন। এতদঞ্চলের উল্লেখযোগ্য আলেম হ'লেন মাওলানা ইয়াসীন (গৌরনগর), মাওলানা ইউসুফ (দাসেরকান্দি) প্রমুখ।

বাখরপুর ইসলামী সম্মেলনঃ

বাখরপুর, চাঁদপুর ৮ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবারঃ ঢাকা থেকে মাইক্রোযোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত চাঁদপুর রওয়ানা হয়ে মাগরিবের কিছু পূর্বে বাখরপুর পৌঁছেন। তার পূর্বে চাঁদপুর শহর ঘেঁষে প্রবাহিত মেঘনা নদীর চৌধুরীঘাট থেকে কুমিল্লা যেলা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক আবদুল ওয়াদূদের নেতৃত্বে ১০টি হোণ্ডার বহর শ্লোগান মিছিল সহকারে মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে নিয়ে হাইমচর উপযেলা সড়ক বেয়ে ১৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণে চাঁদপুর সদর উপযেলাধীন বাখরপুর অভিমুখে রওয়ানা হয়।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত বাখরপুর পৌঁছেই পায়ে হেঁটে ফসলভরা মাঠের আইল দিয়ে প্রায় এক কিঃ মিঃ দূরে মেঘনা নদীর তীরে চলে যান। জানা গেল যে, এখানেই ঢাকা থেকে বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় অতিথিবর্গ নৌবিহারে আসেন। নদীর বুকে সন্ধ্যায় ডুবন্ত সূর্যের রক্তিম আল্পনা, তীরে সবুজ ফসলের বিশাল সমারোহ, সেই সাথে পড়ন্ত বিকেলের ফিরফিরে দখিনামলয়, সাথে ছিল এলাকার অগণিত ধর্মপ্রাণ মানুষের ও সংগঠনের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনীর আবেগঘন ভালবাসা সব মিলিয়ে পরিবেশটা ছিল সত্যি স্মৃতিময় ও মনোমুগ্ধকর।

নদী তীর থেকে ফিরে এসে আমীরে জামা'আত মাগরিবের ছালাতে ইমামতি করেন। অতঃপর তাওহীদ ট্রাষ্ট-এর সৌজন্যে নব নির্মিত অত্র জামে মসজিদের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী ভাষণে তিনি সকলকে মসজিদ আবাদ করার আহ্বান জানান ও সেই মর্মে এলাকাবাসীর নিকট থেকে ওয়াদা নেন।

বাদ মাগরিব হ'তে রাত্রি প্রায় ১-টা পর্যন্ত সম্মেলন চলে। যেলা সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মুছলেহুদ্দীন (ঢাকা), মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা), মাওলানা শরাফত আলী (কুমিল্লা) যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন এবং 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য যে, এই গ্রামে কবিরাজ পাড়াটাই মাত্র আহলেহাদীছ। আশপাশে আর কোন আহলেহাদীছ গ্রাম নেই। গ্রামে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সক্রিয় শাখা রয়েছে। এখানে ১০ জনের মত আলেম রয়েছেন। যুবসংঘের 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য' একজন ও 'কর্মী' রয়েছেন ৫ জন।

সম্ভবতঃ ১৯১৫ সালে মরহুম আবদুছ ছামাদ পণ্ডিত অত্র এলাকায় প্রথম আহলেহাদীছের দাওয়াত দেন। তিনি বাইরে লেখাপড়া করে আহলেহাদীছ হন এবং গ্রামে এসে দাওয়াত দিলে কবিরাজ পাড়ার লোকেরা আহলেহাদীছ হয়ে যান। তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে বাকী লোকেরা এদের ত্যাগ করে দূরে গিয়ে পৃথক মসজিদ করে। আবদুছ ছামাদ পণ্ডিত ছাড়াও মরহুম মাওলানা সিরাজুল হক এতদঞ্চলে আহলেহাদীছের দাওয়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সম্মেলন শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত যেলা 'আন্দোলন' ও যুবসংঘের দায়িত্বশীলদের নিয়ে রাত ৩-টা পর্যন্ত বৈঠক করেন। বৈঠকে যেলা নেতৃবৃন্দ ও উপদেষ্টাবৃন্দ ছাড়াও ঢাকা যেলা সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ইঞ্জিনিয়ার আবদুল আযীয, ঢাকা যেলা সহ-সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মাওলানা

মুছলেহুদ্দীন, খুলনা যেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। বৈঠক শেষে রাত সাড়ে তিনটায় রওয়ানা দিয়ে পরদিন সকাল ১০-টায় ঢাকা পৌঁছে বিমানযোগে দুপুরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত রাজশাহীতে অবতরণ করেন।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা ফেরার পথে তিনি কোরপাই আলিয়া মাদরাসার শিক্ষক অসুস্থ সঊদী মাবঊস হাফেয মাওলানা আবদুল মতীনকে তাঁর বাসায় দেখতে যান ও কিছুক্ষণ তাঁর শয্যাপাশে কাটান ও রোগমুক্তির জন্য দো'আ করেন।

মেহেরপুর যেলা সম্মেলন

শহরবাটি, মেহেরপুর ১৫ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর হ'তে স্থানীয় চৌরাস্তা ও বাজার সংলগ্ন হাইস্কুল ময়দানে মেহেরপুর 'যেলা সম্মেলন ২০০২' অনুষ্ঠিত হয়। বিশাল এই ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, সমস্যা বিক্ষুব্ধ এই পৃথিবীতে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠা করা ব্যতীত শান্তির কোন বিকল্প পথ নেই। তিনি কমিউনিজম, সোশ্যালিজম ও আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সাথে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরেন এবং ইসলামের ইমারত ও শূরা ভিত্তিক রাজনৈতিক দর্শন ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, প্রচলিত ভোটাভুটির রাজনীতি সমাজে কেবল হিংসা-হানাহানির বিস্তৃতি ঘটিয়েছে এবং জাতিকে উপহার দিয়েছে চরিত্র ও মেধাহীন কিছু নেতৃত্ব। ফলে সমাজের সকল স্তরে শুরু হয়েছে ব্যাপক নৈতিক ধস। তিনি বলেন, আমাদেরকে এ অবস্থা থেকে ফিরে আসতে হবে এবং আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' ভিত্তিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে শক্তিশালী গণভিত্তি গড়ে তুলতে হবে।

যেলা সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাননীয় নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ লোকমান হোসায়েন (ই,বি, কুষ্টিয়া), মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ (রাজশাহী), মাওলানা আবদুল মান্নান (সাতক্ষীরা), আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ ও স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম। জাগরণী পেশ করেন মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। সম্মেলনের এক পর্যায়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও নায়েবে আমীর যেলা দায়িত্বশীলদের সাথে বিশেষ বৈঠকে মিলিত হন।

পরদিন সকালে মেহেরপুর থেকে রাজশাহী ফেরার পথে তিনি পোড়াদহে নামেন এবং একাকী পায়ে হেঁটে স্থানীয় নতুন আহলেহাদীছদের নিকটে গমন করেন। তিনি ব্যথিত ভাইদের সান্ত্বনা দেন ও আল্লাহ্‌র পথে দৃঢ় থাকার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য যে, দু'দিন পূর্বে ১৩ ফেব্রুয়ারীতে পোড়াদহ ইউ,পি কার্যালয় প্রাঙ্গনে তাদের আয়োজিত ইসলামী সম্মেলন স্থানীয় মাদরাসার আলেমগণ ও কতিপয় ইসলামী নেতার চক্রান্তে প্রশাসন কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারির ফলে স্থগিত হয়ে যায়।

ইসলামী সম্মেলন

মণিরামপুর, যশোর, ২২শে মার্চ ২০০২ শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর হ'তে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর সাংগঠনিক যেলার মণিরামপুর (চণ্ডিপুর) এলাকার উদ্যোগে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত চণ্ডিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কেশবপুর-মণিরামপুর এলাকার সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন। সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা ছিবগাতুল্লাহ (রাজশাহী), মাওলানা মোশাররফ হোসাইন সাঈদী (যশোর), মাওলানা আব্দুল আলীম (ঝিনাইদহ), মাওলানা মোত্তালেব বিন ঈমান (যশোর) প্রমুখ।

ধুরইল, ডি,এস,কামিল মাদরাসা, রাজশাহী ২৩ মার্চ শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ধুরইল এলাকার উদ্যোগে অত্র মাদরাসা প্রাঙ্গনে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সভাপতিত্বে এবং ধুরইল ডি,এস,কামিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ দুররুল হুদা-র পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন 'দারুল ইফতা'র সম্মানিত সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা), মাওলানা গোলাম কিবরিয়া এবং স্থানীয় নামুপাড়া দাখিল মাদরাসার সুপার মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক প্রমুখ।

নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া ২৪ মার্চ রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার নন্দলালপুর এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় ঈদগাহ ময়দানে এক বিরাট ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-হাদীছ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ মুযযাম্মিল আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আবু বকর আনছারী (নাটোর), স্থানীয় দড়িকমল জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা বাহারুল ইসলাম (তেরখাদা, খুলনা) প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম।

হাকিমপুর, দিনাজপুর, ২৬ শে মার্চ ২০০২ মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বাংলা হিলি, হাকিমপুর ডিগ্রী কলেজ ময়দানে বিশাল ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক শায়খ মাওলানা আব্দুর রশীদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র শিক্ষক ও দারুল ইফতা-র সদস্য মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মাওলানা এস,এম, আব্দুল লতীফ, বিজুল দারুল হুদা ফাযিল মাদরাসার আরবী প্রভাষক মাওলানা আমীনুল ইসলাম, দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা আব্দুল

ওয়ারেছ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন 'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠির প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

দিনাজপুরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

চিরিরবন্দর, দিনাজপুরঃ গত ২৯শে মার্চ ২০০২ শুক্রবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে চিরিরবন্দর দারুল ফালাহ আলিম মাদরাসা প্রাঙ্গনে বিরাট ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আলহাজ্জ আশরাফ আলী মণ্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধান অতিথিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য যেলা সংগঠনের উদ্যোগে পার্বতীপুর জশাইয়ের মোড়ে তিনটি মাইক্রো সহ ৩১টি হোণ্ডার মিছিল অপেক্ষারত ছিল। মুহতারাম আমীরে জামা'আত দুপুরে চিরির বন্দর পৌঁছে সেখান থেকে পূর্ব-উত্তরে ১০ কিঃমিঃ দূরে নখৈর উপস্থিত হন। সেখানে কুয়েতী দাতাসংস্থা কর্তৃক নব নির্মিত বিশাল জামে মসজিদে আছরের ছালাত আদায় করেন এবং উপস্থিত জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। অতঃপর সফরসঙ্গী নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, দারুল ইফতা সদস্য মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ, আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ জসীরুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আইয়ুব হোসায়েন এবং 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীল ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ সমভিব্যাহারে চিরিরবন্দর অভিমুখে রওয়ানা করেন। পথিমধ্যে তিনি নিম্নোক্ত ৪টি স্থান পরিদর্শন করেন ও পথসভা সমূহে বক্তৃতা করেন।

(ক) ভাবকি চণ্ডিপাড়া, খানসামাঃ নখৈর থেকে চিরিরবন্দর যাওয়ার পথে অন্যূন ৫ কিঃ মিঃ দূরে অত্র গ্রামে 'আন্দোলন' ও যুবসংঘের সক্রিয় শাখা রয়েছে। এখানকার মসজিদটি বৃটিশ আমলে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। স্থান সংকুলান না হওয়ায় অনতিদূরে রাস্তার ধারে নতুন জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠার জন্য ৫৭ শতক জমি খরিদ করা হয়েছে। অজ পাড়াগাঁয়ে এতদিনের পুরানো আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সত্যিই বিস্ময়কর।

(খ) রাণীরবন্দর বাজার, চিরিরবন্দরঃ ভাবকি থেকে ৩ কিঃ মিঃ দক্ষিণে অত্র বাজারের অনতিদূরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত মাগরিবের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর বাদ মাগরিব স্বতঃস্ফূর্তভাবে আয়োজিত বিরাট পথসভায় বক্তৃতা করেন। সফরসঙ্গীগণও বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য যে, এখান থেকে অন্যূন সোয়া কিলোমিটার দূরে রাণীপুর ইয়াতীমখানা অবস্থিত। যা মাওলানা খলীলুর রহমান আনোয়ারীর (৭৫) নেতৃত্বে পরিচালিত।

(গ) সাতনলা চিনি বাঁশের ডাঙ্গা, চিরিরবন্দরঃ রাণীরবন্দর হ'তে ২ কিঃ মিঃ দক্ষিণে এই স্থানে 'আবুবকর ছিদ্দীক জামে মসজিদ কমপ্লেক্স'-এর জন্য খরিদকৃত ৩ একর জমির উপরে ৯৬×৩০=২৮৮০ বর্গফুট বিশাল জামে মসজিদ নির্মাণাধীন আছে। কমপ্লেক্সে একটি দাখিল মাদরাসা রয়েছে, যা ইতিমধ্যে সরকারী মঞ্জুরী পেয়েছে।

(ঘ) ঘন্টাঘর বাজার, চিরিরবন্দরঃ সাতনলা থেকে দেড় কিঃ মিঃ দক্ষিণে এই মসজিদে 'আন্দোলন'-এর সক্রিয় শাখা রয়েছে। স্থানীয় দানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

(ঙ) চিরির বন্দরঃ ঘন্টাঘর থেকে ৬ কিঃ মিঃ দক্ষিণে সম্মেলন স্থলে মুহতারাম আমীরে জামা'আত রাত সোয়া ৮ টায় পৌঁছেন এবং স্থানীয় সরকারী রেষ্ট হাউসে অবস্থান করেন। জালসা শেষে তিনি দারুল ফালাহ আলিম মাদরাসার অধ্যক্ষের কক্ষে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে মিলিত হন।

ভায়া লক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী ৩১শে মার্চ রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর হ'তে অত্র সালাফিইয়াহ মাদরাসা প্রাঙ্গনে আয়োজিত দু'দিন ব্যাপী ইসলামী সম্মেলনের শেষ দিনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন যে, বিশ্ব ইতিহাসের একমাত্র দ্বীন ইসলাম, যার প্রথম 'অহি' হ'ল 'ইক্বরা' তুমি পড়। এর দ্বারা আল্লাহ প্রেরিত বিধানসমূহের জ্ঞান হাছিল ও তাঁর সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জনের জন্য বনূ আদমকে বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহকে নির্দেশ দান করা হয়েছে। কিন্তু সেই ঐশী জ্ঞানের উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ইল্‌ম থেকে আমরা যেমন অনেক দূরে সরে এসেছি, তেমনি দুনিয়াবী ইল্‌মেও দক্ষতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছি। তিনি শিক্ষার সকল স্তরে কুরআন ও হাদীছের মৌলিক শিক্ষা যুক্ত করে প্রচলিত দ্বিমুখী শিক্ষার পরিবর্তে একক ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। যাতে একজন ছাত্র ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হ'লেও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও জ্ঞান থেকে বঞ্চিত না হয়। একইভাবে অন্য ধর্মের লোকেরাও তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় ও নৈতিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ আলেম মাওলানা আনীসুর রহমান (টাঙ্গাইল), মাওলানা আব্দুস সালাম মিঞা (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা) ও স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম।

কৃষ্ণপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ১ এপ্রিল সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় কৃষ্ণপুরে আয়োজিত এক বিরাট ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন যে, নির্ভেজাল তাওহীদ, ইত্তেবায়ে রাসূল ও খালেছ নিয়ত ব্যতীত আমাদের কোন আমলই আল্লাহ্‌র নিকটে কবুল হবে না। তিনি মুসলিম উম্মাহকে 'এপ্রিল ফুল' (April fool)-এর দুঃখজনক ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানান এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানান। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (রাজশাহী), মাওলানা আব্দুল মান্নান (সাতক্ষীরা) প্রমুখ।

তাবলীগী সভা

মুকুন্দপুর, পাবনা, ২৩শে মার্চ শনিবারঃ অদ্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত পাবনা সদর থানার মুকুন্দপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা

'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ বলেন, নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী এক অনন্য সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ 'অহি' ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের এক বৈপ্লবিক আন্দোলন। এ 'আন্দোলন'-এর সকল কর্মী ও দায়িত্বশীলকে যথাসাধ্য অহি-র বিধান বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অন্যতম কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান, পাবনা যেলা যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সুবহান ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য যে, উক্ত তাবলীগী সভার দু'দিন পর ২৫শে মার্চ সোমবার বাদ ফজর তিনি একই মসজিদে এক কর্মী ও দায়িত্বশীল বৈঠকে মিলিত হন। তিনি যেলা দায়িত্বশীলগণকে কেন্দ্রীয় নির্দেশ ও কর্মসূচী যথাযথভাবে বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। এ সময়ে তিনি মুহাম্মাদ আব্দুস সুবহানকে সভাপতি, মুহাম্মাদ ইউনুস আলীকে সহ-সভাপতি ও মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট পাবনা যেলা যুবসংঘের কর্মপরিষদ পুনর্গঠন করেন।

ঘোষপুর, পাবনা ২৪শে মার্চ রবিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঘোষপুর শাখার উদ্যোগে অত্র মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শাখার সদস্য জনাব আফসার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ ও মুহাম্মাদ আতাউর রহমান।

কেন্দ্রীয় মেহমানগণ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র উপস্থিত সদস্যদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজেদের আমলী যিন্দেগী গড়ে তোলার পাশাপাশি স্ব স্ব পরিবার ও সমাজকে সুন্নাতের পাবন্দ করার লক্ষ্যে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক ও মাসিক তাবলীগী ইজতেমা যথাযথভাবে আয়োজন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ২৭শে মার্চ বুধবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত গোবিন্দগঞ্জ টি,এণ্ড,টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা সভাপতি শায়খ আব্দুর রশীদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মাওলানা এস,এম, আব্দুল লতীফ বলেন, নির্ভেজাল তাওহীদের ঝাণ্ডাবাহী সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রত্যেক নেতা ও কর্মীর ঈমানী দায়িত্ব হ'ল, শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত সমাজকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজানো। তিনি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা দর্শকের ভূমিকা পরিহার করে কর্মীর ভূমিকা গ্রহণ করব, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সমাজ জাহেলিয়াত মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলার প্রধান উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম, যেলা সহ-সভাপতি ডাঃ আওনুল মা'বূদ, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হালীম ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

মুকন্দপুর, দিনাজপুর, ২৮শে মার্চ বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার মুকন্দপুর এলাকার উদ্যোগে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত মুকন্দপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মুকন্দপুর শাখার সভাপতি জনাব আব্দুল লতীফ চেয়ারম্যান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত তাবলীগী সভায় বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ, দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ কেতাবুদ্দীন এবং গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক মুহাম্মাদ মোমদেল হোসাইন প্রমুখ।

পীরগাছা, রংপুর, ২৯শে মার্চ শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০ ঘটিকায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর ও কুড়িগ্রাম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত পীরগাছা দারুস সালাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কর্মী ও দায়িত্বশীলদের এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। তিনি উপস্থিত কর্মী ও দায়িত্বশীলদেরকে আহলেহাদীছ পরিচিতি, আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলন করি কেন? ও ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণের পদ্ধতি ও তার গুরুত্বের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

জলাইডাঙ্গা, রংপুর, ৩০শে মার্চ শনিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর যেলার জলাইডাঙ্গা এলাকার উদ্যোগে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত জলাইডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক মাসিক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এলাকা সভাপতি মুহাম্মাদ লোকমান হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর সাংগঠনিক যেলার দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

ফিলিস্তীনকে রক্ষা করুন

-বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আমীরে জামা'আত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে ফিলিস্তীন ও তার প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতকে রক্ষার জন্য আল্লাহ্র নিকটে আকুল প্রার্থনা জানান এবং সাথে সাথে মানবাধিকার সংগঠন সমূহ, ও.আই.সি ও জাতিসংঘ সহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, ১৪৯২ সালের ১লা এপ্রিল যেভাবে প্রতারণার মাধ্যমে নিরস্ত্র সাত লক্ষ মুসলমানকে মসজিদে তালাবদ্ধ করে পুড়িয়ে হত্যা করে খৃষ্টান নেতারা স্পেন থেকে মুসলমানদের আটশত বছরের গৌরবান্বিত শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল, তেমনিভাবে খৃষ্টান আমেরিকা ও তার মিত্র রাষ্ট্রগুলি প্রতারণার মাধ্যমে ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তীনীদের নিজ মাতৃভূমি থেকে হটিয়ে অন্য দেশ হ'তে ইহুদীদেরকে ডেকে এনে অবৈধ 'ইসরাঈল রাষ্ট্র'

প্রতিষ্ঠা করে। এখন সেখান থেকে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের বাকী চিহ্নটুকু মুছে ফেলার জন্য কসাই বুশ-ব্লেয়ার ও শ্যারণ জোট তাদের শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির প্রতি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র আমেরিকা ও তার দোসরদের বিরুদ্ধে ১৯৭৩ সালের ন্যায় পুনরায় তৈলাস্ত্র প্রয়োগ করার ও তাদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মুসলিম বিশ্বের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার মাধ্যমেই কেবল হানাদার ইহুদী-খৃষ্টান চক্রকে হটিয়ে দিয়ে স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

সূদ ও ছবি টাঙানো প্রথা বাতিল করুন

-সরকারের প্রতি আমীরে জামা'আত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** এক বিবৃতিতে সরকারের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, জোট সরকারের দলগুলি ইসলামের বিরুদ্ধে কোন আইন করবে না বলে স্ব স্ব দলীয় ইশতেহারে জনগণের নিকটে ওয়াদা করেছিল। অথচ আল্লাহ কর্তৃক হারাম ঘোষিত সূদ প্রথা আগের মতই বহাল রয়েছে। তিনি সূদবিহীন গৃহঋণ ও কৃষিঋণ প্রথা অবিলম্বে চালু করার আহ্বান জানান।

তিনি আরো বলেন, সম্মানের উদ্দেশ্যে কারো ছবি টাঙানো ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। যে ঘরে প্রাণীর ছবি টাঙানো থাকে, সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা আসে না বলে হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে। অথচ এই ছবি টাঙানো নিয়ে ইতিমধ্যে দেশে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। বর্তমান পৌর নির্বাচন উপলক্ষ্যে রাস্তায়, বাজার-ঘাটে ও ঘরে ঘরে চলছে ভোটপ্রার্থী নারী ও পুরুষের ছবির ছড়াছড়ি। সেই সাথে রয়েছে দেওয়ালে-দেওয়ালে সিনেমার নোংরা ছবিসমূহ এবং টি.ভি ও ভি.সি.আরে চরিত্রবিধ্বংসী হিন্দী ও ইংরেজী নীল ছবিসমূহ। যা সমাজ দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ। এইসব নোংরা ছবি ও ব্লু ফিল্মের নীল দংশন থেকে সমাজকে বাঁচানোর জন্য তিনি জোট সরকারের প্রতি দাবী জানান।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত দেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দসহ বিগত ও বর্তমান রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধানদের ছবি অফিস-আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে টাঙানো প্রথা আইনগতভাবে রহিত করার জন্য জোট সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

ফিলিস্তীনে ইসরাঈলী হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

(ক) ঢাকা ৫ই এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ পুরান ঢাকার বংশাল নতুন চৌরাস্তা হ'তে ফিলিস্তীনে ইসরাঈলী অবরোধ, গণহত্যা ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার যৌথ উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে নর্থ-সাউথ রোড প্রদক্ষিণ করে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক প্রতিবাদ সমাবেশ করে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ঢাকা যেলা সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আযীযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেহুদ্দীন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বক্তাগণ বলেন, ফিলিস্তীনে মুসলমানদের উপর হামলার যথাযথ জবাব দেয়া আমাদের ঈমানী ও নৈতিক দায়িত্ব। তাঁরা বিশ্বের মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রতি ইঙ্গ-মার্কিন-ইসরাঈলী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর আহ্বান জানান।

(খ) রাজশাহী ১৩ই এপ্রিল শনিবারঃ অদ্য বেলা তিন ঘটিকা হ'তে মাগরিব পর্যন্ত সন্ত্রাসী ইসরাঈল কর্তৃক নিরীহ ফিলিস্তীনী মুসলমানদের উপর নৃশংস হামলা এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতকে অবরুদ্ধ করে রেখে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে রাজশাহী মহানগরীতে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি হাতেম খাঁ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ হ'তে বাদ আছর শুরু হয়ে নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। অতঃপর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে এসে একটি প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়। উক্ত প্রতিবাদ সমাবেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী বলেন, পৃথিবীতে যখনই যারা ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছে, তারাই ধ্বংস হয়েছে। তিনি ইসলাম বিরোধী সকল শক্তিকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, তোমরা সাবধান হয়ে যাও! সেদিন আর বেশী দূরে নয় যেদিন নমরূদ, ফির'আউন, হামানের মত তোমরাও ধ্বংস হয়ে যাবে। সাথে সাথে তিনি মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকল প্রকার ইসলাম বিরোধী অপতৎপরতা প্রতিহত করার উদাত্ত আহ্বান জানান। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ ও কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুযাফ্ফর বিন মুহসিন।

তা'লীমী বৈঠক

৬ই মার্চ ২০০২ বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ-এর পরিচালনায় ও হাফেয মুহাম্মাদ লুৎফর রহমানের বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা দানের মাধ্যমে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক শুরু হয়। উক্ত বৈঠকে 'ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব' বিষয়ে আলোচনা করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ।

১৩ই মার্চ ২০০২ বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব নওদাপাড়া দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মাসিক আত-তাহরীক জানুয়ারী '৯৮ সংখ্যার দরসে কুরআন 'উন্নত মানুষ হও' বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ দরস পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী। বৈঠকে দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ শিক্ষা দেন হাফেয মুহাম্মাদ মুকাররম।

আহলেহাদীছ পাঠাগার সিলেট

মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা বোর্ডের পুরস্কার বিতরণী

সিলেট ১ লা মার্চ ২০০২ শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল ৩-টায় স্থানীয় ফাগু-বাঁশবাড়ী তাহেরিয়া সালাফিইয়া মাদরাসা প্রাঙ্গনে 'আহলেহাদীছ পাঠাগার গাছবাড়ী'-এর মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা বোর্ডের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাছবাড়ী আলিয়া মাদরাসার প্রভাষক ডঃ মাওলানা ইবরাহীম আলী। গাছবাড়ী আহলেহাদীছ পাঠাগারের উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি মাষ্টার আব্দুল মতীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী ও বর্তমান রিয়াদ প্রবাসী মাওলানা আজমল হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/২১১)ঃ আমরা জানি যে, হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর বাম পাঁজরের হাড় থেকে বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে কি পৃথিবীর প্রত্যেক নারী সে সকল পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্ট, যাদের সঙ্গে তাদের বিয়ে হয়?

-আতাউর রহমান
বি,আই,টি, রাজশাহী।

উত্তরঃ হযরত আদম (আঃ)-এর বাম পাঁজরের হাড় হ'তে হযরত হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে পৃথিবীর সকল নারীকেও তাদের স্বামীর বাম পাঁজরের হাড় হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে, একথা ঠিক নয় এবং এর পিছনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোন প্রমাণও নেই। বরং প্রত্যেককে স্বীয় পিতা-মাতার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'অতএব মানুষের দেখা উচিৎ সে কি বস্তু থেকে সৃজিত হয়েছে। সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে। এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষপাঁজরের মধ্য থেকে' *(ত্বা-রেক্ব ৫, ৬ ও ৭)*।

প্রশ্নঃ (২/২১২)ঃ আমরা জানি ঈদের ছালাতে প্রথম রাক'আতে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর পড়তে হয়। কিন্তু যদি প্রথমে পাঁচ ও পরে সাত তাকবীর বলে ছালাত আদায় করা হয় তাহ'লে কি ছালাত সিদ্ধ হবে?

-জামিরুল ইসলাম
হাড়াভাঙ্গা ফাযিল মাদরাসা
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ইচ্ছাকৃতভাবে উপরোক্ত নিয়মে কেউ ঈদের ছালাত আদায় করলে তার ছালাত সিদ্ধ হবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখ, ঠিক সেভাবে ছালাত আদায় কর' *(বুখারী, পৃঃ ৮৮; মিশকাত হা/৬৮৩ 'দেরিতে আযান' অনুচ্ছেদ)*। তবে যদি ভুলবশত ঈদের তাকবীর উলোট-পালট হয়, তাহ'লে ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং এর জন্য সহো সিজদা লাগবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭০)*।

প্রশ্নঃ (৩/২১৩)ঃ কোন্ পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দান ব্যতীত কোন ব্যক্তি স্বীয় কদম নাড়াতে পারবে না? এ সম্পর্কিত হাদীছটি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলহাজ্জ যেকের মোল্লা
গ্রামঃ বরিদ বাঁশাইল
দূর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ক্বিয়ামতের দিন যে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দান ব্যতীত আদম সন্তান স্বীয় কদম নড়াতে পারবে না সে পাঁচটি প্রশ্ন হচ্ছে- (১) তার বয়স সম্পর্কে, কিভাবে সে তা অতিবাহিত করেছে। (২) তার যৌবনকাল, কিভাবে সে তা নিঃশেষ করেছে। (৩) তার ধন-সম্পদ, কিভাবে তা উপার্জন করেছে। (৪) সেই উপার্জিত সম্পদ কোন খাতে সে ব্যয় করেছে এবং (৫) সে যে ইল্‌ম শিক্ষা করেছে, সে অনুযায়ী আমল করেছে কি-না' *(তিরমিযী, মিশকাত, 'অন্তর কোমল হওয়া' অধ্যায়, পৃঃ ৪৪৩ হাদীছ ছহীহ, হা/৫১৯৭)*।

প্রশ্নঃ (৪/২১৪)ঃ আমার ছোট বোনের শরীর দিয়ে দুর্গন্ধ বের হয়। সেজন্য বাধ্য হয়ে তাকে সব সময় আতর ব্যবহার করতে হয়। এভাবে তার আতর ব্যবহার করা ঠিক হচ্ছে কি? এতে তার ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে ব্যাধিত করবেন।

-সাঈদুর রহমান
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ পুরুষের মজলিসে বা মসজিদে আতর বা যেকোন সুগন্ধি ব্যবহার করা মেয়েদের জন্য নাজায়েয। তবে নিজ ঘরের মধ্যে নয়। ইবনু মাসঊদের স্ত্রী যয়নবকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيْبًا 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে যাবে, তখন যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৬০ 'জামা'আত ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় 'মজলিস'-এর কথা এসেছে *(তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১০৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৫/২১৫)ঃ গণতন্ত্রের অন্যতম শ্লোগান 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস'। অথচ আল্লাহ পাক হচ্ছেন সকল ক্ষমতার উৎস। এমতাবস্থায় প্রচলিত এ গণতন্ত্র শিরক নয় কি এবং এর অনুসারীরা মুশরিক নয় কি? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-আরীফ
কঠিপাড়া, পাবনা।

উত্তরঃ জনগণ নয় আল্লাহই সকল ক্ষমতার একমাত্র উৎস। আল্লাহ বলেন, 'সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র এবং তিনি শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠোর' *(বাক্বারাহ ১৬৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন' *(ফাতহ ১৪)*। সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত শ্লোগানটি সম্পূর্ণ শিরকী শ্লোগান। যারা এ শ্লোগানে অন্তর থেকে বিশ্বাসী তারা প্রকারান্তরে শিরক করে থাকেন।

প্রশ্নঃ (৬/২১৬)ঃ আমার স্বামীর গোপন অপারেশনের ব্যাপারটা বিয়ের পর জানতে পারলে সে আমার হাতে কুরআন মাজীদ দিয়ে এ মর্মে শপথ করায় যে, আমি যেন কোনদিন তাকে ত্যাগ না করি। বিয়ের বয়স এখন ১৬ বছর। অথচ আজ পর্যন্ত আমার কোন সন্তান নেই।

এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ যেকোন যুক্তিসংগত কারণে স্ত্রী বিবাহ বন্ধন খুলে নিতে পারে। ছাবিত ইবনে ক্বায়েস (রাঃ)-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে তার বিবাহ বন্ধন খুলে নিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে মোহর ফেরৎ দিতে এবং তার স্বামীকে 'খোলা' তালাক দিতে বলেন' *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/১০৬৬)*। সুতরাং ঐ স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীর কাছে থাকতে পারে অথবা 'খোলা' তালাক গ্রহণ করতে পারে।

কুরআন হাতে নিয়ে কসম করা ঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করল, সে ব্যক্তি শিরক করল' *(ছহীহ তিরমিযী হা/১২৪১; মিশকাত হা/৩৪১৯ 'শপথ ও মানত' অধ্যায়)*। অতএব উক্তভাবে শপথ করার জন্য তওবা-ইস্তিগফার করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৭/২১৭)ঃ মৃত ব্যক্তির দাফনের কাজ কেবল পুরুষরা করে থাকে। মহিলারা নেকী থেকে বঞ্চিত হয়। সেজন্য কিছু মাটি বাড়ী নিয়ে গিয়ে সকল মহিলাকে স্পর্শ করিয়ে কবরে দেওয়ার প্রচলন অনেক এলাকায় আছে। এতে মহিলাদের নেকী হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-তোতা মিয়া
গড়েরবাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ যারা দাফন কার্যে অংশ নিবেন, তারাই মাটি দিবেন এবং তিন মুঠি করে মাটি কবরের মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ছড়িয়ে দিবেন *(আলবানী, তালখীছ পৃঃ ৬৪; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৭২০)*। অতএব বর্ণিত প্রথাটি নিঃসন্দেহে বিদ'আত। কারণ এ মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার শরী'আতে এমন নতুন কাজ আবিষ্কার করবে, যা শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়; তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭)*।

প্রশ্নঃ (৮/২১৮)ঃ বিভিন্ন হাদীছে আছে, ছাহাবায়ে কেরাম বলতেন 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হৌন'। আলোচ্য বক্তব্যের মর্মার্থ কি?

-আতাউর রহমান
উত্তর নাড়ীবাড়ী, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ এ ধরনের বাক্য মূলতঃ আরাবীদের কথা বলার আদব এবং এর দ্বারা নিগূঢ় ভালবাসা প্রকাশ করা হয় মাত্র। ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কোন কথা বলতে চাইলে এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করে তাঁকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চাইতেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করতেন। সাথে সাথে 'আমার পিতা-মাতাকে আপনার জন্য ফিদ্ইয়া বা মুক্তিপণ দিতে রাযী আছি' একথা বুঝাতেন *(ফাৎহুল বারী, 'মানাক্বিব' অধ্যায়, ১৩ অনুচ্ছেদ হা/৩৭২৮-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (৯/২১৯)ঃ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিনী নারী ব্যতীত বিবাহ করে না এবং ব্যভিচারিনী নারী ব্যভিচারী পুরুষ ব্যতীত বিবাহ করে না' (নূর ৩)-এর মর্মার্থ কি? যারা ব্যভিচারী পুরুষ তাদের ভাগ্যে কি তাহ'লে কোন সতী-সাধ্বী রমণী জুটবে না? উপরোক্ত আয়াতের মর্মার্থ যদি এই হয়, তবে সতী জেনে কোন মেয়েকে বিয়ে করলেও প্রকৃত সে ব্যভিচারিনী গণ্য হয়। বিষয়টি দলীলভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছের আলোকে আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ তিন ধরনের হ'তে পারে (১) এখানে বিবাহ অর্থ নয়; বরং মিলন অর্থ হবে। অর্থাৎ ব্যভিচারী পুরুষই কেবল ব্যভিচারিনী নারীর সাথে মিলনে লিপ্ত হয়। (২) কোন সৎ পুরুষ ব্যভিচারিনী নারীকে তওবা না করা পর্যন্ত বিয়ে করবে না। (৩) আলোচ্য আয়াতটি অত্র সূরার ৩২ নং আয়াত দ্বারা রহিত। যখন কেউ ব্যভিচারের পরে তওবা করে, তখন সে আর ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিনী থাকে না। কাজেই তাওবাকারিণী কোন মেয়েকে পরবর্তীতে আর ব্যভিচারিনী মনে করা ঠিক হবে না *(কুরতুবী, সূরা নূর ৩ আয়াত-এর তাফসীর)*।

প্রশ্নঃ (১০/২২০)ঃ প্রচলন আছে যে, জানাযার ছালাতে ইমাম ছাহেব মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে কাফফারা স্বরূপ একটি কুরআন মজীদ দিয়ে থাকেন। মৃত ব্যক্তি মুছল্লী হৌন বা না হৌন সবার ক্ষেত্রে কি এরূপ কাফফারা দেওয়া ঠিক? কাফফারা কি? তা কাদের জন্য আদায় করা আবশ্যক এবং তার পরিমাণ কত? কাফফারা আদায় না করলে গোনাহ হবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন
আল-মাদানী নূরানী মাদরাসা
লক্ষীফলা, পাবনা।

উত্তরঃ অপরাধীর অপরাধের কারণে যে দণ্ড আদায় করা হয়, তাকে কাফফারা বলে। শরী'আতে কতিপয় অপরাধে কাফফারা রয়েছে এবং তার পরিমাণ বিভিন্ন। যেমন- স্ত্রীকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করলে অর্থাৎ 'যিহার' করলে কিংবা ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে তার কাফফারা ধারাবাহিকভাবে দু'মাস ছিয়াম পালন করা বা ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়ানো অথবা একজন গোলাম আযাদ করা *(মুজাদালাহ ৩; বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৬৬০)*। কোন মাহরাম মহিলার সাথে বিবাহ করলে তার কাফফারা ছিয়ামের কাফফারার মতই *(আবূদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/১০৯২)*। মানত ও কসম ভঙ্গের কাফফারা ১০ জন মিসকীনকে খাওয়ানো বা

গোলাম আযাদ করা অথবা তিনদিন ছিয়াম পালন করা *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১৩৭২)*। তবে মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে কুরআন বা যেকোন ধরনের কাফফারা আদায় করা নাজায়েয। কেননা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাফফারা আদায়ের প্রমাণে কোন দলীল নেই। যাদের ক্ষেত্রে কাফফারা প্রযোজ্য তা অনাদায়ে উক্ত ব্যক্তি গোনাহগার হবে। কেননা কাফফারাই তার পাপ মোচনের অন্যতম প্রধান কারণ।

প্রশ্নঃ (১১/২২১)ঃ জুম'আর দিন মসজিদে একজন মুছল্লী ২টি ডিম এবং অন্য একজন ১ কেজি দুধ দান করেছেন। ডাকের মাধ্যমে দরকষাকষি করে ২টি ডিমের দাম ১১০ টাকা এবং দুধের দাম ১২০ টাকা ধার্য করা হয়। এভাবে অতিরিক্ত মূল্যে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় শরী'আত সম্মত কি-না? শরী'আত সম্মত হ'লে কার ছওয়াব বেশী হবে, ক্রেতার না দাতার?

-মুহাম্মাদ আলী
সাতনালা জোত
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ডাকের মাধ্যমে দরাদরি করে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় শরী'আত সম্মত। 'ছহীহ বুখারী'তে 'ডাকের মাধ্যমে বিক্রি করা' অধ্যায়ে হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ আছে 'জনৈক মুখাপেক্ষী ব্যক্তি তার মুদাববার গোলামকে মুক্ত করলে রাসূল (ছাঃ) উক্ত গোলামটিকে নিয়ে ডাক দিলেন যে, আমার নিকট হ'তে কে এই গোলামটিকে ক্রয় করবে? অতঃপর নু'আইম ইবনে আবদুল্লাহ এত এত টাকা দিয়ে গোলামটিকে ক্রয় করলেন। তারপর উক্ত গোলাম বিক্রয়ের টাকা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দিলেন *(বুখারী, পৃঃ ৩৫৪)*। এক্ষেত্রে ক্রেতারই ছওয়াব বেশী হবে। যেহেতু ক্রেতা অতিরিক্ত মূল্যে সহযোগিতা করেছে।

প্রশ্নঃ (১২/২২২)ঃ ই'তিকাফ অবস্থায় পেপার পড়তে দেখে জনৈক ব্যক্তি বিতর্কে লিপ্ত হন এবং ই'তিকাফ অবস্থায় পেপার-পত্রিকা পাঠ করা যাবে না মর্মে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। এ বিষয়ে দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-রফীকুল ইসলাম মুসাফির
সন্ধ্যাবাড়ী, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ই'তিকাফ অবস্থায় অহেতুক কারো সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া এবং অপ্রয়োজনীয় ও অশ্লীল পেপার-পত্রিকা পাঠ করা জায়েয নয়। কারণ অধিক নফল ইবাদত, তাসবীহ-তাহলীল, তেলাওয়াতে কুরআন ও দো'আ-ইস্তিগফারে লিপ্ত থেকে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করাই ই'তিকাফের মূল উদ্দেশ্য। হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় তাঁর মাথা আমার দিকে এগিয়ে দিলে আমি তাঁর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম। কিন্তু মানবীয় প্রয়োজন ব্যতীত কখনও ঘরে আসতেন না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৩ 'ই'তিকাফ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৩/২২৩)ঃ আকীকার জন্তু যবেহ করার পৃথক কোন দো'আ আছে কি? বাজারে প্রচলিত কিছু চটি বইয়ে আকীকার জন্য পৃথক দো'আ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এটা কি ঠিক?

-দাউদ হোসাইন
তেলিগান্দিয়া, বড় গান্দিয়া
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছে আকীকার জন্য পৃথক কোন দো'আ নেই। বরং আকীকা হচ্ছে কুরবানীর মত *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/২৭৯ পৃঃ)*। সুতরাং আকীকা ও কুরবানীর ক্ষেত্রে একই দো'আ প্রযোজ্য।

প্রশ্নঃ (১৪/২২৪)ঃ অনেক মাওলানা বক্তব্যে বলে থাকেন যে, হযরত নূহ (আঃ) জনৈকা বুড়িমাকে বলেছিলেন, বুড়িমা! দেশের মানুষ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান না আনার কারণে আল্লাহ মহাপ্লাবন দিয়ে সকলকে ধ্বংস করে দিবেন। তুমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছ। কাজেই প্লাবন শুরু হ'লে তুমি আমার নৌকায় উঠবে। কিন্তু প্লাবন শুরু হ'লে নূহ (আঃ) বুড়িমার কথা ভুলে গেলেন। অতঃপর প্লাবন শেষে নূহ (আঃ) ফিরে এসে দেখেন বুড়িমা মাঠে ছাগল চরাচ্ছে। ঘটনাটি আমার নিকট বিস্ময়কর মনে হয়। এর সত্যাসত্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আযহার আলী ও
মুহাম্মাদ আব্দুল করীম
নখোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এর প্রমাণে বিশুদ্ধ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। বুড়িমা যদি মুমিনা হ'ত, তাহ'লে অবশ্যই তাকে ঈমানদারগণের সাথে নৌকায় তুলে নেওয়া হ'ত। কেননা নৌকায় উঠানোর ব্যাপারে কোন ঈমানদারকেই বাদ রাখা হয়নি। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, 'আমি বললাম, সর্বপ্রকার জোড়ার দু'টি করে এবং যাদের উপরে পূর্বাহ্নেই হুকুম হয়ে গেছে তাদের বাদ দিয়ে আপনার পরিবারবর্গ ও সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নিন' *(হূদ ৪০)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২২৫)ঃ ব্যাংকে একাউন্ট খোলার সময়ে যদি লিখি যে, সূদ গ্রহণ করব না। তবে ব্যাংক আমাকে কোন সূদ দিবে না। আমার ইচ্ছা যে, সূদের টাকা ব্যাংকে ফেলে না রেখে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করব। এক্ষণে সূদের টাকা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করব এ উদ্দেশ্যে 'সূদ গ্রহণ করব না' না লিখে একাউন্ট খোলা শরী'আত সম্মত হবে কি?

-আবদুল্লাহ
বারমদি, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মহান আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। অতএব যেকোন প্রকার সূদী কারবার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে ব্যাংকের সাথে লেনদেন না করে চলা যদি নিতান্ত অসাধ্য হয়ে পড়ে, তাহ'লে ব্যাংকে টাকা রেখে সে টাকার সূদ ব্যাংকের কর্মচারী ও নিজে ভক্ষণ না করে গরীব, অসহায় ও ফকীর-মিসকীনকে প্রদান করা এবং জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যাবে। কিন্তু একে কোন মতেই পুণ্যের কাজ মনে করা যাবে না *(ফাতাওয়া ছানাইয়াহ ২/২০৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২২৬)ঃ জনৈক ব্যক্তি ছালাত-ছিয়াম কিছুই পালন করত না। সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। জানাযার ছালাত ছাড়াই তার দাফন সম্পন্ন করা হয়। ফলে জানাযা না করার কারণে জনৈক ব্যক্তিকে থানায় ধরে নিয়ে আটকানো হয়েছে। এ সম্পর্কে শরীয়তের সঠিক বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ জয়েনুদ্দীন
মাসিন্দা, কালিগঞ্জ হাট
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ একজন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জানাযায় উপস্থিত হওয়া 'ফরযে কিফায়া'। অর্থাৎ সকলের উপস্থিত হওয়া যরূরী নয়। ছাহাবীগণ একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছাড়াই জনৈক ব্যক্তির জানাযা ও দাফন সম্পন্ন করেন' *(বুখারী, মুসলিম, ইবনু মাজাহ হা/১২৪৭)*। অপরদিকে আত্মহত্যাকারীর জানাযা জায়েয হ'লেও কোন ইমাম বা পরহেযগার ব্যক্তির জন্য জানাযায় উপস্থিত না হওয়াই ভাল। কেননা জনৈক ব্যক্তি তার শারীরিক ব্যথা সহ্য না করতে পেরে আত্মহত্যা করলে রাসূল (ছাঃ) তার জানাযা পড়েননি' *(মুসলিম, ইবনু মাজাহ হা/১২৪৬)*। জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, এটা ছিল মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। অর্থাৎ জানাযা না করা হ'লে মানুষ এ ধরনের গর্হিত অপরাধ থেকে বিরত থাকবে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তিকে জানাযা বিহীনভাবে দাফন করা শরী'আত বিরোধী হয়নি এবং কোন ইমাম বা আলেম কোন আত্মহত্যাকারীর জানাযা না পড়লে শারঈ বিধান অনুযায়ী তিনি দায়ী হবেন না।

প্রশ্নঃ (১৭/২২৭)ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানের কোন সুনির্দিষ্ট বিধান আছে কি? মৃতের স্ত্রীরা অথবা সন্তানরা গোসল দিতে পারে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ এমাযুদ্দীন
মুহাম্মাদপুর, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানের সুনির্দিষ্ট বিধান শরী'আতে রয়েছে। উম্মে আত্বিয়াহ আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা যয়নাবের মৃত্যুর পর তিনি আমাদের নিকটে এসে বললেন, 'তোমরা তাকে (যয়নাবকে) তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধ করলে এর চেয়ে অধিকবার কুলপাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দাও। কিন্তু শেষবারে কর্পূর দিবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, পৃঃ ১৪৩ 'মৃতের গোসল ও কাফন' অনুচ্ছেদ)*।

বুখারীর অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, গোসল ডান দিক থেকে ও ওযূর স্থান সমূহ হ'তে আরম্ভ করে তাঁর চুলকে তিনটি বেনীতে ভাগ করলাম এবং তাঁর পিছন দিকে ছড়িয়ে দিলাম' *(বুখারী পৃঃ ১৬৬, ১৬৮)*।

মৃতের স্ত্রী অথবা সন্তানরা মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতে পারে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি পরে যা জানতে পারলাম তা যদি পূর্বে জানতাম (অর্থাৎ স্ত্রীরা স্বামীকে গোসল দিতে পারে এ ব্যাপারটি), তাহ'লে রাসূল (ছাঃ)-কে তাঁর স্ত্রীগণ ব্যতীত কেউ গোসল দিত না' *(ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৪)*। অপর বর্ণনায় রয়েছে, স্বামী স্ত্রীকে গোসল দিতে পারে *(ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫)*।

মহিলারা মহিলাদেরকে এবং পুরুষরা পুরুষদেরকে গোসল দিবে। আর মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্যদের চেয়ে স্বীয় সন্তান ও নিকটাত্মীয়রাই অধিক হকদার। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-কে গোসল দিয়েছিলেন হযরত আলী, হযরত আব্বাস, ফযল ইবনে আব্বাস, কুসহিম বিন আব্বাস, উসামা বিন যায়েদ প্রমুখ *(ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিইয়াহ, পৃঃ ৬৬২; বিস্তারিত দেখুনঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' পৃঃ ১২০-২১)*।

প্রশ্নঃ (১৮/২২৮)ঃ গোশতের বাজার বর্তমান ১০০ টাকা কেজি। আমি একটি ছাগল যবেহ করে তিন মাস পরে টাকা নেওয়ার শর্তে ১৫০ টাকা কেজি করে বিক্রি করলাম। এরূপভাবে বাকীতে অতিরিক্ত মূল্য ধরে বিক্রি জায়েয হবে কি?

-মাওলানা মুকাদ্দেস হোসাইন
বোয়ালিয়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ক্রেতা যদি বিক্রেতার নিকট হ'তে দ্রব্যের মূল্য বাকীতে নির্ধারণ করে ক্রয় করে তাহ'লে জায়েয হবে। আর যদি নির্ধারণ না করে তাহ'লে নাজায়েয হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন একই বিক্রির মধ্যে দুই রকম বিক্রি করা হ'তে *(মুওয়াত্ত্বা, আবূদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত পৃঃ ২৪৮; নায়ল ৬/২৮৭ 'এক বিক্রির মধ্যে দুই বিক্রি' অনুচ্ছেদ)*। *দ্রঃ আত-তাহরীক ১ম বর্ষ ফেব্রুয়ারী ও আগষ্ট সংখ্যা*।

প্রশ্নঃ (১৯/২২৯)ঃ যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বে ছুটে যাওয়া চার রাক'আত সুন্নাত ফরযের পরে আদায় করা যায় কি? উক্ত সুন্নাত ছালাত আদায় না করলে কোন গোনাহ হবে কি? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-এম, আযীযুর রহমান
ধারা বারিষা, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ যোহরের পূর্বের ৪ রাক'আত সুন্নাত ছালাত হ'ল সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ (তাকীদকৃত সুন্নাত), যা আল্লাহ্‌র

রাসূল (ছাঃ) সর্বদা আদায় করতেন এবং পূর্বে ছুটে গেলে পরে পড়ে নিতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত না পড়তে পারলে পরে পড়ে নিতেন' *(তিরমিযী হা/৪২৬, সনদ ছহীহ)*। তাছাড়া এর যথেষ্ট ফযীলতও রয়েছে। উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার রাক'আত ও পরে দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত সংরক্ষণ করবে, আল্লাহ পাক তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দিবেন *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১১৬৭)*। অন্য হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি দিবারাতে ১২ রাক'আত ছালাত আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। যোহরের পূর্বে চার রাক'আত, পরে দুই রাক'আত, মাগরিবের পরে দুই রাক'আত, এশার পরে দুই রাক'আত ও ফজরের পূর্বে দুই রাক'আত *(তিরমিযী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৫৯, 'সুন্নাত ও সুন্নাত ছালাতের ফযীলত' অধ্যায়)*। তবে যেহেতু সুন্নাত ছালাত সেহেতু আদায় না করলে কোন গোনাহ হবে না, তবে নেকী থেকে মাহরূম হবে।

প্রশ্নঃ (২০/২৩০)ঃ ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব ও এশা এই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের শাব্দিক অর্থ কি? এগুলির নামকরণ কার মাধ্যমে হয়েছে? আল্লাহ নাকি তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে? পাঁচ ওয়াক্তের পূর্বে যে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়েছিল, এর কোন নামকরণ ছিল কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান
ছাতিয়ান, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের শাব্দিক অর্থগুলি নিম্নরূপঃ

(১) ফজর (فَجْرٌ) প্রাতঃকালের আভা, প্রভাত, ঊষা। (২) যোহর (ظُهْرٌ) দ্বি-প্রহর, মধ্যাহ্ন, দুপুর। (৩) আছর (عَصْرٌ) অপরাহ্ন, দিনের শেষাংশ, কাল, সময়। (৪) মাগরিব (مغرب) সূর্যাস্তের স্থান, সূর্যাস্তের সময়, পশ্চিম। (৫) এশা (عشاء) সন্ধ্যা রাত, রাতের প্রথমাংশের অন্ধকার।

এগুলির নামকরণ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন করেছেন। কুরআনের বিভিন্ন সূরায় এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। আর রাসূল (ছাঃ) জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা সহকারে তা গ্রহণ করেছেন *(মির'আতুল মাফাতীহ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৪ 'ছালাতের বিবরণ' অধ্যায়)*।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের পূর্বের পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছালাত ছিল। তবে সেগুলির বিবরণ কুরআন বা হাদীছে পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (২১/২৩১)ঃ মৃত্যুর পর মুমিন, কাফের ও শিশুদের আত্মা কোথায়, কিভাবে রাখা হয়? ছহীহ দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-ডাঃ মুহাম্মাদ আলী হোসাইন
সোহাগদল, স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর।

উত্তরঃ মৃত্যুর পর হ'তে হাশরের দিবস পর্যন্ত সময়কে 'আলমে বারযাখ' বলা হয়। আর এই 'আলমে বারযাখে' আত্মাসমূহের অবস্থান তাদের আমল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮৭)*।

মুমিনদের আত্মা 'ইল্লিঈন' নামক স্থানে রাখা হবে। 'ইল্লিঈন' সপ্তম আকাশের উপরে অবস্থিত। আর কাফিরদের আত্মা সমূহ 'সিজজীন' নামক স্থানে থাকবে। 'সিজজীন' সপ্ত যমীনের নীচে অবস্থিত *(তাফসীরে কুরতুবী ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮ সূরা মুত্বাফফিফীন)*।

মুমিন শিশুদের আত্মা তাদের পিতা-মাতাদের সংগেই থাকবে। চাই তারা ইল্লিঈনেই থাকুক, না হয় জান্নাতেই থাকুক। আল্লাহ বলেন, 'যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী' *(তূর ২১)*।

কাফেরদের সন্তানদের (শিশুদের) ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য ছহীহ মত হ'লঃ তারা জান্নাতে থাকবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১০)*।

প্রশ্নঃ (২২/২৩২)ঃ যের, যবর, পেশ ছাড়া কুরআন শরীফ পড়লে অথবা কোন শব্দ উচ্চারণে ভুল হ'লে এর জন্য কোন শাস্তি হবে কি? শাস্তি হ'লে কিরূপ শাস্তি হবে?

-আসমা খাতুন
মটমড়া, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ তাজবীদ সহকারে সঠিক উচ্চারণে কুরআন পড়তে হবে। আল্লাহ বলেন, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا 'তোমরা ধীরে ও শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত কর' *(মুযযাম্মিল ৪)*। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে পড়লে গোনাহ হবে না। সর্বদা ভালভাবে উচ্চারণ করার চেষ্টা করতে হবে। ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে নবী করীম (ছাঃ)-এর ক্বিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নবী করীম (ছাঃ) মাখরাজ সহকারে টেনে টেনে কুরআন পড়তেন *(বুখারী, আবুদাঊদ হা/১৪৬৫)*। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ছাঃ)-কে উটনীর উপর সূরা ফাতহ পড়তে দেখেছি। তিনি কণ্ঠকে হলকের মধ্যে ঘুরিয়ে সুন্দর আওয়াযে পড়ছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ হা/১৪৬৭)*। বারা ইবনে আযিব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের কণ্ঠের মাধ্যমে ক্বিরাআতকে সুন্দর কর' *(আবুদাঊদ হা/১৪৬৮)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২৩৩)ঃ ডিগ্রী ক্লাসের ইতিহাসে দেখেছি যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর সময় জুম'আর খুৎবা ছালাতের পর হ'ত। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে জনগণ খুৎবা না

শুনে চলে যেত। ফলে মু'আবিয়া (রাঃ) খুৎবা ছালাতের পূর্বে নির্ধারণ করে দেন। এ ঘটনার সত্যাসত্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মমতাজুর রহমান
চুপিনগর, বগুড়া।

উত্তরঃ ঘটনাটি জুম'আর ছালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; বরং ঈদের ছালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর এ রীতি প্রবর্তন করেছিলেন মারওয়া ইবনুল হিকাম, মু'আবিয়া (রাঃ) নন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদের মাঠে যেতেন এবং প্রথমে ছালাত আদায় করতেন। তারপর মানুষের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, মানুষ এভাবে আমল করতে থাকে। একদা আমি মারওয়ানের সাথে ঈদুল ফিৎর অথবা ঈদুল আযহায় গেলাম। তখন সে মদীনার আমীর। মাঠে এসে দেখি কাছীর ইবনে সালত ঈদের মাঠে মিম্বর তৈরী করেছে। মারওয়ান মিম্বরে চড়ে ছালাতের পূর্বে খুৎবা দিতে চাইলে আমি তার কাপড় টেনে ধরলাম। সে আমার সাথে জোর করে মিম্বরে উঠে ছালাতের পূর্বে খুৎবা দিল। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা (রাসূলের সুন্নাত) পরিবর্তন করলে। মারওয়ান বলল, আবু সাঈদ! তুমি যে নিয়ম জান ঐ নিয়ম এখন চলবে না। আমি বললাম, আমি যে নিয়ম জানি সেটা কল্যাণকর। তখন মারওয়ান বলল, মানুষ ছালাতের পর আমার খুৎবা শুনার জন্য বসে না। তাই আমি খুৎবাকে ছালাতের পূর্বে করেছি *(মুসলিম হা/৮৮৯ 'ঈদায়েন-এর ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২৩৪)ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'আমপারা, শব্দার্থ সহ কতিপয় ফযীলতের আয়াত' বইয়ে সূরা বাক্বারাহ'র শেষ দু'আয়াতের ফযীলত সম্পর্কে উল্লেখ আছেঃ (ক) রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারাহ'র শেষ দু'আয়াত পাঠ করবে, তা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এ দু'টি আয়াত জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে অবতীর্ণ করেছেন। জগত সৃষ্টির দুই হাযার বৎসর আগে আল্লাহ পাক তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। (এশার ছালাতের পর এ দু'টি আয়াত পাঠ করলে তাহাজ্জুদ ছালাতের সমান ছওয়াব পাওয়া যায়)। (গ) ...সূরা বাক্বারার শেষ আয়াতগুলি আমাকে আরশের নীচের গুপ্তধন থেকে দেওয়া হয়েছে... (বায়হাক্বী ও মুস্তাদরাকে হাকেম), উপরোক্ত বর্ণনাগুলি ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ বদরুদ্দীন মণ্ডল
বিভাগীয় প্রকৌশলী, টেলিকম
রাজশাহী কার্যালয়, রাজশাহী।

উত্তরঃ (ক) নম্বরে উল্লেখিত হাদীছটি ছহীহ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১২৫, 'ফাযায়েলে কুরআন' অনুচ্ছেদ)*। (খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন 'আল্লাহ তা'আলা এ দু'টি আয়াত... লিপিবদ্ধ করেছিলেন, এ অংশ পর্যন্ত ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুস্তাদরাকে হাকেম হা/২০৬৫, সনদ ছহীহ, 'ফাযায়েলে কুরআন' অনুচ্ছেদ)*। তবে 'এশার ছালাতের পর এ দু'টি আয়াত পাঠ করলে তাহাজ্জুদ ছালাতের সমান ছওয়াব পাওয়া যায়' এ অংশটুকু সূরা আলে ইমরানের শেষাংশ সম্পর্কে বলা হয়েছে *(দারেমী, মিশকাত হা/২১৭১, 'ফাযায়েলে কুরআন' অনুচ্ছেদ; তবে হাদীছটি যঈফ)*। (গ) হাদীছটি ছহীহ *(মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/২০৬৬ 'ফাযায়েলে কুরআন' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২৩৫)ঃ জনৈক ব্যক্তি ছালাত আদায় করা শুরু করে কিছুদিন পর আবার ছেড়ে দেয়। এভাবে সে অনেকবার করেছে। এখন সে তওবা করে আবার নিয়মিত ছালাত আদায় সহ অন্যান্য সৎ আমল করার ইচ্ছা পোষণ করছে। কিন্তু শুনেছি যে, তিনবারের অধিক তওবা কবুল হয় না। এমতাবস্থায় তার জন্য তওবার কোন পথ খোলা আছে কি?

-সুজন মিয়া
আবদুল্লাহ্‌র পাড়া
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ তিনবারের অধিক তওবা কবুল হয় না একথা ঠিক নয়। বরং একাধিকবার পাপ করেও তওবা করলে তওবা কবুল করা হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ পাপ করার পর যখন বলে আল্লাহ আমি পাপ করেছি। আমাকে ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে তার প্রতিপালক রয়েছেন, যিনি পাপ ক্ষমা করতে পারেন? কাজেই আমার বান্দাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। এরূপ যতবার করবে ততবার তাকে ক্ষমা করা হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৩ 'দো'আ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২৩৬)ঃ আমরা শুনেছি যে, হাদীছে আছে 'যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলবে সে জান্নাতে যাবে'। কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে কালেমা পাঠের সুযোগ থাকে না। তাহ'লে ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীদের অবস্থা কি হবে? এমন কোন দো'আ আছে কি, যা পাঠে কালেমা পাঠের সমান গণ্য হবে?

-মুহাম্মাদ আবুল কাসেম
পোঃ বক্স নং ৪১১৭১, কুয়েত।

উত্তরঃ হযরত মু'আয (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তির জীবনের শেষ বাক্য 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(আবূদাউদ, মিশকাত হা/১৬২১)*। তবে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' পড়তে হবে এমনটি নয়। বরং ঘুমানোর পূর্বে পঠিত দো'আ সমূহ পাঠ করে ঘুমালেই সে জান্নাতে যাবে আশা করা যায়। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুসলিম ব্যক্তি দু'টি স্বভাবের (আমলের) প্রতি যত্নবান হ'লে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (১) প্রত্যেক ছালাতের পরে দশবার করে 'সুবহানাল্লা-হ,

আল-হামদু লিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার' পাঠ করা এবং (২) শয্যা গ্রহণের সময় উপরোল্লিখিত তাসবীহ গুলি মোট একশতবার পাঠ করা *(তিরমিযী ২য় খণ্ড, ১৭৮ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)*। অনুরূপভাবে শাদ্দাদ বিন আউস কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা সাইয়েদুল ইস্তিগফার পাঠ করে ইন্তেকাল করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়' *(তিরমিযী ২য় খণ্ড, ১৭৬ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)*। এছাড়াও এ মর্মে হাদীছে অনেক দো'আ রয়েছে। উল্লিখিত হাদীছদ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি শয্যাগ্রহণের সময় তাসবীহ ও সাইয়েদুল ইস্তিগফার পাঠ করে ঘুমন্ত অবস্থায় হোক অথবা জাগ্রত অবস্থায় হোক ইন্তেকাল করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে বলে আশা করা যায়।

প্রশ্নঃ (২৭/২৩৭)ঃ যাদের বাড়ীতে টিভি, ভিসিআর আছে এবং সবসময় গান-বাজনায় মত্ত থাকে তাদের সাথে আত্মীয়তা করা যাবে কি? আর পূর্ব থেকে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলে উক্ত সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা অথবা ছিন্ন করা সম্পর্কে শারঈ বিধান কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শামসুল আলম
মুওয়াযযিন, কারিগরপাড়া জামে মসজিদ
দূর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ যাদের বাড়ীতে টিভি, ভিসিআর আছে এবং সবসময় গান-বাজনায় মত্ত থাকে, শরী'আতের দৃষ্টিতে তারা অন্যায়কারী। তাদের সাথে আত্মীয়তা না করাই ভাল। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, তুমি প্রকৃত মুমিন ছাড়া কাউকে সাথীরূপে গ্রহণ করবে না এবং মুত্তাক্বী ছাড়া কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, দারেমী, মিশকাত, আলবানী হা/৫০১৮, হাদীছ হাসান, 'আল্লাহ্র জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহ্র জন্য বিদ্বেষ পোষণ করা' অধ্যায়)*।

আর পূর্ব থেকে তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলে তাদেরকে উক্ত কাজে বাধা দিতে হবে এবং নছীহত করতে হবে। এতে তারা বিরত না থাকলে অন্তর থেকে ঘৃণা করতে হবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন খারাপ কাজ হ'তে দেখে সে যেন উহা হাত দ্বারা বাধা দেয়। তাতে সক্ষম না হ'লে যবান দ্বারা বাধা দেয়। এতেও যদি সক্ষম না হয় তাহ'লে যেন অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে' *(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৪৩৬ 'সৎ কাজের আদেশ' অধ্যায়)*।

তবে জানা আবশ্যক যে, যেকোন আধুনিক প্রচার মাধ্যমকে ইসলামী দাওয়াতের কাজে ব্যবহার করা অন্যায় নয়, বরং যরূরী। কেননা আল্লাহ বলেন, 'তোমরা (আল্লাহ ও তোমাদের) শত্রুদের বিরুদ্ধে সাধ্যমত শক্তি সঞ্চয় কর..' (আনফাল ৬০)।

প্রশ্নঃ (২৮/২৩৮)ঃ 'মুসলমান' শব্দের বর্ণগত অর্থ কি হবে? যেমন 'শিক্ষক' শব্দের বর্ণগত অর্থ হলঃ 'শ'-এর শিষ্টাচার 'ক্ষ'-এর ক্ষমা এবং 'ক'-এর কর্মনিষ্ঠা। এই তিনটি গুণ একজন শিক্ষকের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। অনুরূপ 'বই' এর বর্ণগত অর্থঃ 'ব' বক্তব্য এবং 'ই'-এ ইহকাল। অর্থাৎ বইয়ে ইহকালের বক্তব্য লেখা থাকে।

-শেখ সেতাবুদ্দীন
গ্রামঃ মুহাম্মাদপুর, জঙ্গীপুর
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ 'মুসলমান' শব্দের বর্ণগত কোন অর্থ নেই। 'মুসলমান' শব্দটি মূলতঃ ফারসীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর আরবী রূপ হল- 'মুসলিম'। যার বাংলা অর্থ আত্মসমর্পণকারী, আদেশ মান্যকারী, অনুগত। 'মুসলিম' শব্দেরও বর্ণগত কোন অর্থ নেই। প্রশ্নকারী প্রদত্ত বর্ণগত ব্যাখ্যার ও দলীল প্রয়োজন।

প্রশ্নঃ (২৯/২৩৯)ঃ দাঁড়িয়ে না পারলে বসে, বসে না পারলে কাত হয়ে বা শুয়ে ছালাত আদায়ের কথা হাদীছে এসেছে। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, শুয়ে ছালাত আদায় করলে মাথা ও পা কোন্ দিকে রাখতে হবে? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-আলহাজ্জ কসীমুদ্দীন মণ্ডল
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ ক্বিবলামুখী হয়ে ছালাত আদায় করাই শরী'আতের নির্দেশ *(বাক্বারা ২৪৪)*। ইমরান ইবন হুছাইন বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর। সম্ভব না হ'লে বসে, তাও সম্ভব না হ'লে কাত হয়ে বা শুয়ে ছালাত আদায় কর *(বুখারী, মিশকাত হা/১২৪৮)*। আলোচ্য হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যেকোন অবস্থায় ছালাত আদায় করতে হবে। এক্ষণে শুয়ে ছালাত আদায় করতে হ'লে পূর্ব দিকে মাথা এবং পশ্চিম দিকে পা রেখে ছালাত আদায় করতে হবে। সেটা সম্ভব না হ'লে যেদিকে থাকবে সেদিকেই ক্বিবলার নিয়তে ছালাত আদায় করবে *(দারাকুৎনী, হাকেম, বায়হাক্বী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ইরওয়া হা/২৯৬; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৮৬; মির'আত হা/১২৫৬-এর টীকা)*।

প্রশ্নঃ (৩০/২৪০)ঃ নবুঅত লাভের পর আবু জাহাল, ওৎবা, শায়বাহ সহ ইসলাম বিরোধী শক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট সমঝোতা করার জন্য এসে কতিপয় প্রস্তাব দিয়েছিল। সে প্রস্তাব গুলি কি কি?

-আব্দুর রহমান
কালিগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে সূরা কাফিরূনের তাফসীর দেখলে তিনটি প্রস্তাবের বিবরণ পাওয়া যায়। (১) আপনি আমাদের মা'বূদের এক বছর ইবাদত করেন, আমরা আপনার মাবূদের এক বছর ইবাদত করব। (২) আপনাকে আমরা প্রচুর অর্থ দিব আপনি মক্কার সবচেয়ে বড় ধনী হবেন এবং ইচ্ছামত যেকোন মহিলাকে বিবাহ করতে পারবেন। এর বিনিময়ে আমাদের মা'বূদের নিন্দা করবেন না। (৩) আপনি আমাদের মাবূদের গায়ে হাত লাগান আমরা আপনাকে সত্যবাদী বলব *(কুরতুবী ২০/২২৫-২৭)*।

প্রশ্নঃ (৩১/২৪১)ঃ জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি ও সমাজ সেবক ইয়াতীমের সম্পদ জবর দখল করে খায় এবং অপর এক দ্বীনী আলেম অর্থ সঞ্চয়ের মানসে জিনের পূজা করে। এদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে কি?

-মফিযুদ্দীন
রুদ্রেশ্বর কাকিনা বাজার
কালিগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা কাবীরা গুনাহ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কর্ম থেকে বেঁচে থাক। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা' *(মুসলিম, মিশকাত 'কবীরা গোনাহ' অধ্যায় হা/৫২)*। অপর দিকে আল্লাহ ব্যতীত জিন বা অন্যের পূজা করা শিরক, যা সবচেয়ে বড় পাপ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'কবীরা গোনাহ' অধ্যায় হা/৫০)*। এধরনের পাপীকে আন্তরিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। বরং এধরনের লোকের তিনটি পদ্ধতিতে বিরোধিতা করতে হবে। (১) শক্তি প্রয়োগ করে বাধা দিতে হবে। (২) সম্ভব না হ'লে মুখে বলতে হবে (৩) সম্ভব না হ'লে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করতে হবে' *(মুসলিম, মিশকাত 'আদাব' অধ্যায় হা/৫১৭৩)*।

প্রশ্নঃ (৩২/২৪২)ঃ আমরা হাঁস-মুরগী যবেহ করে সাধারণতঃ আগুনে পুড়িয়ে অথবা গরম পানিতে দিয়ে লোম পরিষ্কার করে থাকি। যবেহকৃত প্রাণীর লোম এভাবে পরিষ্কার করা জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী
আলী ভিলা, মাস্টারপাড়া
পি,টি,আই, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হাঁস-মুরগী বা যেকোন হালাল প্রাণী 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে যবেহ করার পর সুবিধামত আগুনে সেঁকে বা গরম পানিতে ডুবিয়ে লোম পরিষ্কার করাতে কোন বাধা শরী'আতে নেই। অবশ্য একটি হাদীছে বলা হয়েছে কেবল আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কাউকে আগুন দ্বারা শাস্তি দিতে পারে না *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৬৭৩)*। কিন্তু হাঁস-মুরগী পরিষ্কারের উক্ত পদ্ধতি এ হাদীছের হুকুমে পড়ে না। কেননা এখানে আগুন দ্বারা পোড়ানোর উদ্দেশ্য শাস্তি নয়; বরং পরিষ্কার করা। অতএব শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন প্রাণীকে আগুনে পোড়ানো যাবে না বা মরার পর পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়া যাবে না। অন্যথায় তা জায়েয।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৪৩)ঃ ছালাতের একামতের পর ছালাত শুরুর পূর্বে কথা বলা যায় কি না?

-ছাহেব আলী
হাটগাংগো পাড়া
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতের একামতের পর ছালাত শুরুর পূর্বে প্রয়োজনে কথা বলা যায়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাঁর সাথীদের কোন ব্যক্তিকে পিছনে দেখলে আগে বাড়ার জন্য বলতেন এবং বলতেন তোমরা আমার অনুসরণ কর, আর তোমাদের পিছনে যারা আছে তারা তোমাদের অনুসরণ করবে' *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৩৯৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৪৪)ঃ 'হেরা' গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) কি করতেন।

-আব্দুল গণি
কেঁড়াগাছি, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ 'হেরা' গুহায় ধ্যান মগ্ন অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীন অনুসারে ইবাদত করতেন *(বুখারী, ফৎহুলবারী ১ম খণ্ড, 'ওয়াহী শুরু' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৪৫)ঃ একাধিক বিবাহিতা মহিলা জান্নাতে প্রবেশ করলে কোন স্বামীর সাথে তার বসবাস হবে?

-মুসাম্মাৎ ফাতিমা খাতুন
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ একাধিক বিবাহিতা জান্নাতী মহিলা তার সর্বশেষ স্বামীর সাথে থাকবে। দারদা (রাঃ)-এর পিতার মৃত্যুর পর তার মাতাকে মু'আবিয়া (রাঃ) -এর সাথে বিবাহের প্রস্তাব করা হ'লে তিনি বলেন, আমি অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে রাযী নই। কেননা আবু দারদা বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, নারীরা তাদের শেষ স্বামীর সাথে থাকবে। অতএব আমি আমার স্বামী আবু দারদার পরিবর্তে কাউকে চাইনা'। একই ধরনের বক্তব্য এসেছে আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) হ'তে। অনুরূপভাবে হযরত হুযায়ফা (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে বলেন, যদি তুমি আমার সাথে স্ত্রী হিসাবে জান্নাতে থাকতে চাও তাহ'লে আমার পরে অন্যত্র বিবাহ করো না' *(ত্বাবারানী, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছাহীহাহ, হা/১২৮১; দ্রঃ আত-তাহরীক, অক্টোবর '৯৮ প্রশ্নোত্তর ১১/১১)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/২৪৬)ঃ মসজিদে ছালাতে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে আমার জামা কাপড়ে পাখি পায়খানা করে দেয়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-মুহসিন আকন্দ
জোরবাড়িয়া, ফুলবাড়িয়া
ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ কবুতর, চড়ুইপাখি ইত্যাদি হালাল পাখির পায়খানা নাপাক নয়। তবে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) এরূপ অবস্থায় কবুতরের পায়খানা আঙ্গুল দিয়ে ঘষে ফেলে দিয়ে ছালাত আদায় করেন। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে' *(ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/১৩৮, ১৪২)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/২৪৭)ঃ উপুড় হয়ে শয়ন করা যায় কি? শুনেছি, পুরুষেরা উপুড় হয়ে শুইলে যেনার ন্যায় পাপ হয়। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান
মজীদপুর, কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ উপুড় হয়ে শয়ন করা নিষিদ্ধ। এতে আল্লাহ তা'আলা নাখোশ হন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত,

তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে শোয়া দেখে বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা এ পদ্ধতিতে শোয়া পসন্দ করেন না' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৭১৮-১৯; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩০১৫, 'উপুড় হয়ে শয়ন করা নিষিদ্ধ' অধ্যায় নং ২৭)*। অন্য এক হাদীছে এসেছে, আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি স্বীয় পা দ্বারা আমাকে খোঁচা দিলেন এবং বললেন, হে জুনদুব (আবু যার-এর নাম)! শোয়ার এ পদ্ধতি জাহান্নাম বাসীদের পদ্ধতি' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩০১৬, মিশকাত হা/৪৬৩১)*। তবে উপুড় হয়ে শয়ন করলে ব্যভিচারের ন্যায় পাপ হয় কথাটি ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (৩৮/২৪৮)ঃ বিদায় নেওয়ার সময় কেউ যদি বলেন, আমার জন্য দো'আ করবেন। তখন আমরা কি বলব বা করব? কেউ দো'আ চাইলে অনেকে 'ফী আমানিল্লাহ বলেন'। এরূপ বলা যায় কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হালীম
হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিদায় নেওয়ার সময় বা অন্য যেকোন সময় দো'আ চাইলে বিভিন্নভাবে দো'আ করা যায়। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা এক ব্যক্তিকে বিদায় দেওয়ার সময় বলেন,

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ –

অর্থঃ 'তোমার দ্বীন, তোমার আমানত এবং তোমার শেষ আমল আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করলাম' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৪৩৫)*। অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে,

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَاتِكُمْ وَخَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ –

অর্থঃ 'তোমাদের দ্বীন, তোমাদের আমানত এবং তোমাদের শেষ আমল আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করলাম' *(আবুদাউদ সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৪৩৬)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট দো'আ চাইলে তিনি বলেন,

زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ –

অর্থঃ 'আল্লাহ তোমাকে কারো নিকট চাওয়া থেকে বাঁচান, তোমার গোনাহ মাফ করুন এবং তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণকে সহজ করে দিন' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৩৭, 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/২৪৯)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক ফরয ছালাতান্তে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশের জন্য মৃত্যু ব্যতীত আর কোন বাধা থাকে না' নাসাঈ-এর উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মাখন
পাশুণ্ডিয়া, জামিরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উল্লেখিত হাদীছটি ছহীহ *(সিলসিলাতুছ ছহীহাহ লিল আলবানী হা/৯৭২)*। নাছিরুদ্দীন আলবানী ছহীহুল জামে'তে হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।- *(দেখুনঃ সা'দ বিন আব্দুল্লাহ আল-বোরাইক-এর 'আযকারুল ইয়াওম ওয়াল-লাইলাহ' (দিন রাত্রির যিকর সমূহ) 'ছালাতের পরে যিকির' অধ্যায়)*। তবে মিশকাতে আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত এ মর্মের হাদীছটি যঈফ। কারো মতে মওযূ *(ঐ)*। হাদীছটি ইমাম বায়হাক্বী 'শু'আবুল ঈমান'-য়ে বর্ণনা করেছেন *(মিশকাত হা/৯৭৪-এর ২ নং টীকা)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২৫০)ঃ আমাদের গ্রামে তিন ব্যক্তি নারিকেল চুরি করে ধরা পড়লে সামাজিক বিচারে তাদের জরিমানা ধার্য করা হয়। জরিমানার এ অর্থ দিয়ে ঈদগাহের জন্য কার্পেট কেনা হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, এই কার্পেটে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি-না? সঠিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আলহাজ্জ সিরাজুদ্দীন
সভাপতি, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
নুন্দাপুর শাখা, রাজশাহী।

উত্তরঃ জরিমানার ঐ টাকা মূলতঃ নারিকেল গাছের মালিকের। কাজেই তার হক তাকে পৌঁছে দিতে হবে। আল্লাহ পাক বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে যথাস্থানে আমানত পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন' *(নিসা ৫৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যার যেটা হক তাকে তা দিয়ে দাও *(আবু দাঊদ, সনদ ছহীহ ৩/২০৫ পৃঃ)*। সুতরাং জরিমানার টাকা মালিককে দিয়ে দেওয়ার পর তিনি যদি তা ঈদগাহে দান করেন বা সম্মত থাকেন, তাহ'লে ঐ কার্পেটে ছালাত আদায় করাতে কোন অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে মালিকের অসম্মতিতে ঐ টাকা দিয়ে কার্পেট ক্রয় করা হ'লে তাতে ছালাত আদায় শুদ্ধ হবে না।

প্রশ্নঃ (৪১/২৫১)ঃ কোন স্থানের নাম 'আল্লাহ্র দরগা' এবং কোন দোকান বা এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নাম 'আলিফ-লাম-মীম' রাখা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ গোলাম কিবরিয়া (বিপুল)
মথুরাপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ 'আল্লাহ্র দরগা' অর্থ আল্লাহ্র কবর বা মাজার। এ ধরনের নামকরণ করা নিঃসন্দেহে শিরক ও ইসলামী আক্বীদার পরিপন্থী। কেননা আল্লাহ পাক চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব। তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ ব্যতীত কোন (হক) মা'বূদ নেই। তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক *(বাক্বারাহ ২৫৫)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, (হে মুহাম্মাদ)! আপনি সেই চিরঞ্জীব সত্তার উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই' *(ফুরক্বান ৫৮)*।

দোকান বা এ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের নাম 'আলিফ-লাম-মীম' রাখা যেতে পারে। তবে বরকত মনে করলে এ জাতীয় নাম না রাখাই উচিৎ।

প্রশ্নঃ (৪২/২৫২)ঃ অসুখের কারণে জনৈক কবিরাজের কাছে গেলে তিনি লাল কালি দিয়ে আরবী হরফে লেখা একটি কাগজ পানিতে ভিজিয়ে পানিসহ তা আমাকে খাওয়ালেন। খাওয়ার পর তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, কাগজে কুরআনের আয়াত লেখা ছিল। এ কাজটি শিরকের মধ্যে পড়বে কি-না? যদি পড়ে তাহ'লে এ পাপ থেকে বাঁচার উপায় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বর্ণিত পদ্ধতি শরী'আতে নাজায়েয। কেননা শিরক মুক্ত ঝাড়-ফুঁক ছাড়া অন্য কোন তাবীয বা এ জাতীয় পদ্ধতি শরী'আতে জায়েয নয়। উল্লেখ থাকে যে, তাবীযে কুরআনের আয়াত লেখা থাক আর নাই লেখা থাক তা নাজায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো, সে শিরক করল' *(সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছাহীহাহ হা/৪৯২; আহমাদ ৪/৫৬ পৃঃ)*।

কেবলমাত্র শিরক বর্জিত ঝাড়-ফুঁক শরী'আতে জায়েয আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের ঝাড়-ফুঁক সমূহ আমার নিকট পেশ কর। (কেননা) ঝাড়-ফুঁকে কোন দোষ নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে শিরক না থাকে *(মুসলিম, শারহে নববী ১৪/১৮৭ পৃঃ)*। সুতরাং কবিরাজ ও রোগী উভয়কে আল্লাহ্র নিকটে খালেছভাবে তওবা করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, যখন কোন বান্দা স্বীয় পাপ স্বীকার করে আল্লাহ্র নিকট তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩০)*।

প্রশ্নঃ (৪৩/২৫৩)ঃ রুকূতে তিনবার এবং সিজদায় চারবার এরূপ কম-বেশী করে তাসবীহ পাঠ করা যাবে কি?

-মুসাম্মাৎ মুনীরা খাতুন
বাখড়া, মোলামগাড়ী হাট
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ রুকূতে তিনবার এবং সিজদায় চারবার এরূপ কম-বেশী করে তাসবীহ পাঠ করা যাবে। কেননা যে সমস্ত হাদীছে রুকূ ও সিজদাতে তিন তিনবার করে তাসবীহ পাঠের কথা এসেছে সে সমস্ত হাদীছের সূত্রগুলি ত্রুটিমুক্ত নয় *(মির'আত হা/৮৮৭-এর ভাষ্য)*।

আল্লামা শাওকানী বলেন, 'রুকূ ও সিজদাতে তাসবীহ পাঠের নির্ধারিত কোন সংখ্যা নেই; বরং ছালাতকে দীর্ঘ করে পড়ার জন্য অধিক হারে তাসবীহ পাঠ করাই বাঞ্ছনীয়' *(ঐ)*।

প্রশ্নঃ (৪৪/২৫৪)ঃ لا إله إلا الله محمد رسول الله

এই কালেমাটি কে, কখন চালু করেন? এর নাম 'কালেমা ত্বাইয়েবা' কে রেখেছেন এবং কেন?

-আ,জ,ম, যাকারিয়া
জলাইডাঙ্গা, গোপালপুর
পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ মূলতঃ لا إله إلا الله এই বাক্যটির নামই 'কালেমা ত্বাইয়েবা'। মুফাস্সিরকুল শিরোমণি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) সূরা ইবরাহীমের ২৪ নং আয়াতের আলোকে এই বাক্যটিকে এ নামে অভিহিত করেন *(তাফসীরে কুরতুবী পৃঃ ২৩৬; তাফসীরে খাযেন পৃঃ ৫৪৮; তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর পৃঃ ১০৫)*।

মুফাস্সির আতা আল-খুরাসানী সূরা 'ফাতহ'-এর ২৬ নং আয়াতাংশে كَلِمَةَ التَّقْوَى -এর ব্যাখ্যায় محمد رسول الله বাক্যটিকে لا إله إلا الله -এর সাথে যোগ করেছেন *(তাফসীরে কুরতুবী ১৬/২৮৯ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, যিকরের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র لا إله إلا الله এ বাক্যটির মাধ্যমেই যিকর করতে হবে। এর সাথে محمد رسول الله যোগ করা যাবে না। কারণ শুধুমাত্র স্রষ্টারই যিকর করা যায়, সৃষ্টির নয়।

প্রশ্নঃ (৪৫/২৫৫)ঃ গোরস্থান সংশ্লিষ্ট মসজিদ অর্থাৎ মসজিদের উত্তর-দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বে কবর থাকলে ঐ মসজিদে ছালাত হবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ তৈমুর রহমান
ফার্মেসী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ এ ধরনের মসজিদে ছালাত জায়েয হবে না। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইহুদী ও নাছারারা তাদের নবীদের কবর সমূহকে মসজিদ বানিয়ে নেওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের উপরে অভিসম্পাত করেছেন। কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেওয়ার আশংকা যদি না থাকত, তাহ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর কবরকে প্রকাশ করে দেওয়া হ'ত *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৬৭)*। আবু মারছাদ গানাবী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কবরের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় কর না'। মুসলিমের অপর বর্ণনায় হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাঃ) কবর সমূহের মধ্যস্থল ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন' *(এ হাদীছটি ইবনু হিব্বান তার ছহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ফতওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ২৭তম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮)*।

উল্লেখ্য যে, মসজিদের দেওয়াল ব্যতীত মসজিদ এবং কবরস্থানের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে মসজিদকে পৃথক করার জন্য যদি আলাদা কোন প্রাচীর দেওয়া হয় এবং যদি সে মসজিদটি কোন কবরকে কেন্দ্র করে গড়ে না ওঠে, তাহ'লে উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে। যেরূপ খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে রাসূল (ছাঃ)-এর কবর তাঁর গৃহের প্রাচীর দ্বারা পৃথক করা ছিল।